উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৯৬৭.৩৯ (-২৯.৪৭)

নিফটি : ২২,৯৪৫.৩০ (-১৪.২০)

গজলডোবা নিয়ে হুঁশিয়ারি খালেদা-পুত্রের

তিস্তার জলের ভাগ চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি, হুমকি দিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। » ৭

রেলের যুক্তি উড়িয়ে দিল আরপিএফ

রেল পুলিশের রিপোর্টে কার্যত নস্যাৎ নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। মৃতের সংখ্যাতেও রেলের দাবি আমল পায়নি। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৫°	২৯°	১৪°	২৯°	১৪°	২৯°	১৫°

একটি ম্যাচেই পরিবারকে পাবেন কোহলিরা » ১১

৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 19 February 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 271

উৎসব সবার। হুজুর সাহেবের মাজারে মোমবাতি জ্বেলে প্রার্থনা। মঙ্গলবার হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অমিতকুমার রায়।

ব্যান্ডেজ বাঁধছেন সাফাইকর্মীরা

অচল বীরপাড়া হাসপাতাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে পারিশ্রমিক বকেয়া। টাকা আদায়ে মঙ্গলবার বিকেল থেকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ২১ জন চুক্তিভিত্তিক চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মী ফের ধর্মঘট শুরু করলেন। ফলে ওই হাসপাতালে পরিষেবা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল। পরিস্থিতি সামলাতে এদিন সন্ধ্যা থেকেই ধর্মঘটিদের জন্য বরাদ্দ কাজগুলি কর্মবন্ধু অর্থাৎ সাফাইকর্মীদের দিয়ে করানো হচ্ছে। এনিয়ে আবার ক্ষুব্ধ সাফাইকর্মীরা। কর্মবন্ধু বিনোদ বাসফোর বলেন, 'বাড়তি টাকা না দিলেও আমাদের দিয়ে বাড়তি কাজ করানো হচ্ছে। আমাদের সারাদিন নোংরা ঘাঁটতে হয়। তারপর রোগীর দেখভাল করতে গেলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।'

ওই চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মীরা অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসককে সহযোগিতা, ইমার্জেন্সিতে রোগীর শুশ্রূষা, ব্যান্ডেজ বাঁধা সহ যাবতীয় কাজ করেন। সেই কাজগুলিই এখন করছেন সাফাইকর্মীরা। এনিয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই রিসিভ করেননি।

ধর্মঘটিরা জানান, পাওনা টাকা মেটানোর পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী কর্মী হিসেবে তাঁদের নিয়োগ করতে বারবার আশ্বাস দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার তাঁদের জন্য ভালো খবর রয়েছে বলে আগেভাগে জানিয়েছিলেন হাসপাতালের সুপার।

আগেও ধর্মঘট

- ২০২২ সালের ২৮ নভেম্বর ও ২৯ ডিসেম্বর
- ২০২৩ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে টানা ১ মাস
- ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ
- ২০২৪ সালেরই ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত

সেইমতো এদিন আজাবুল আলি, অমর রায়, আশিদুল ইসলাম, রিতা শা সহ বেশ কয়েকজন সুপারের সঙ্গে দেখা করতে যান। আজাবুল জানান, তাঁরা সুপারের জন্য কালো এবং সাদা মিষ্টি আলাদা আলাদা প্যাকেটে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজাবুল বলেন, 'আমাদের জন্য সুখবর থাকলে সুপারকে সাদা মিষ্টি খাওয়াতাম।

এরপর দশের পাতায়

"আপনারা আবার বড় বড় কথা বলেন কী করে? একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন। মনে রাখবেন আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি।

"যিনি হিন্দু ধর্মের কথা বলছেন, জেনে রাখুন আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

"মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম। এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুকূপের মতো।

"বাংলায় মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারীদের আমরা জায়গা দিই না।

"আমরা গর্বিত। কারণ, আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু।

"উনি তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে।

"মহাকুম্ভের অপমান হিন্দুস্তান সহ্য করবে না। হিন্দুস্তান আপনাকে সবক শেখাবে।

"উনি সংবিধান মানেন না। গোটা রাজ্যে উনি একনায়কতন্ত্র চান। গোটা বাংলাকে শেষ করে দিয়েছেন।

ধর্মের তর্জা বিধানসভায়

ভারসাম্যে মরিয়া মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের বঞ্চনা, রাজ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি ছাপিয়ে বিধানসভা হয়ে উঠল ধর্ম নিয়ে তর্জা আসর। সুরটা সোমবার বেঁধে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার গেরুয়া পাগড়ি ও 'গর্বের সাথে বলি আমি হিন্দু' লেখা টি-শার্ট পরা বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভার লবিতে অবস্থান সেই সুরকে আরও জোরালো করে। সেই সুরের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও জড়িয়ে গেলেন ধর্ম প্রসঙ্গে।

১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের ভাষণে বিজেপির কাছ থেকে হিন্দুত্বের হাওয়া কেড়ে নিতে খরচ করলেন ৪৫ মিনিট। 'সব ধর্মকে সম্মান করি' বলেও নিজের হিন্দু পরিচয় প্রমাণে যেমন মরিয়া ছিলেন, তেমনই মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জোরালো সওয়াল ছিল তাঁর মুখে। তাঁর বিধানসভা থেকে সাসপেনশনের সঙ্গে বাংলায় সরস্বতীপুজোয় বাধাদানের অভিযোগে মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে না দেওয়াকে সোমবারই জুড়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দু।

বিধানসভায় সরস্বতীপুজোর ছবি হাতে সোচ্চার মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবারও তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুত্বের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন। নাম উচ্চারণ না করে 'বকবক নেতা' আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে সেই অভিযোগের জবাব শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। তিনি বলেন, 'আপনারা বড় বড় কথা বলেন কী করে? একটা ধর্মকে বিক্রি করে তো খাচ্ছেন।'

এরপর দশের পাতায়

মেরুকরণের ছকে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে ধর্মের প্রাধান্যকে নিজের সাফল্য বলে বুক ফুলিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে লুফে নিয়ে শুভেন্দু চড়া সুরে অভিযোগ করলেন যে, মহাকুম্ভ ও হিন্দুসমাজের প্রতি চরম অসম্মান করেছেন মমতা।

বিধানসভার ভেতরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর নিজের বক্তৃতায় শাসক শিবিরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তছনছ করতে বিরোধী দলনেতার পরিকল্পনা সোমবারই ভেস্তে গিয়েছিল অধ্যক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করায়। সেই নির্দেশকেও তিনি হিন্দুত্বের অপমানের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেন্ডের নির্দেশ শুনে তিনি বলেছিলেন, এ রাজ্যে আনসারউল্লাহর সরকার চলছে। মুসলিম লিগ টু-র সরকার চলছে। রাজ্যজুড়ে জঙ্গির চাষ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী সেসব অভিযোগের যে জবাব দিয়েছেন, সেটাই তাঁর তুরুপের তাস বলে মঙ্গলবার দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'রাজ্য বাজেটে ডিএ বাড়ানো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ির মতো তাঁর সরকারের টিআরপি বাড়ানোর মতো ঘোষণা নিয়ে আজ কোনও কথাই বলেননি।

এরপর দশের পাতায়

বিধানসভার বাইরে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধছেন বিরোধী দলনেতা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ। এবারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যকে রীতিমতো তুলোধোনা করলেন। বেঞ্চের মন্তব্য, 'বড়দিন এবং নতুন বছরে পার্ক স্ট্রিটে আলো জ্বালিয়ে খুবই গর্ববোধ করেন। আর রাজ্যের মানুষ ভুগছেন। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও ঠিকমতো চলছে না।' প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, '৫০ বছর ধরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে। তার পরেও স্বাস্থ্যসচিব রিপোর্ট দিয়ে বলছেন, উন্নতি করা হয়েছে।' প্রধান বিচারপতি চেন্নাইয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার

চেন্নাইয়ের সঙ্গে তুলনা

সঙ্গে এরাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করে বলেন, 'একবার আমার হোম টাউনে আসুন। চিকিৎসকরা কী করে দেখুন।'

১৯৬২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর এলাকার এক ব্যক্তি স্থানীয়দের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ১০ বিঘা জমি দান করেন। পরবর্তীতে আরও ১০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। কিন্তু এখন ওই জমিতে জলপ্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের রিপোর্ট মঙ্গলবার আদালতে জমা পড়ে। তাতে জানানো হয়, ১৯৭৬ সালে সেখানে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়। এখন সেখানকার মানুষের জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রয়োজন। এই রিপোর্ট দেখেই প্রধান বিচারপতি অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আমলাদের কাজ আটকে যায়। সুন্দরবনের মতো দ্বীপ এলাকার মানুষের জীবনযাপন কঠিন। নৌকা মানুষের একমাত্র ভরসা। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা কলকাতাই দেখেননি।' বেঞ্চ রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এটুকু কাজ তো করতে পারেন। আপনাদের আচরণ দুঃখজনক। যতক্ষণ না কড়া পদক্ষেপ হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করছেন না।'

জলাশয় বাঁচাতে ঘোষণাই সার

ঝিলের ওপর পুরসভার গ্যারাজ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শহরের ঝিলগুলি সংস্কার করা ও দখলমুক্ত করতে অভিযানের বুলি আউড়াচ্ছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। দু'দিন আগেই পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কথা ঘোষণাও করেছেন। এদিকে, পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঝিল দখল করে দিব্যি গ্যারাজ বানানো হয়েছে। তাতে রাখা হচ্ছে পুরসভারই গাড়ি।

এক-দু'দিন নয়, আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙাপুল সংলগ্ন এলাকায় সেই ২০০৮ সাল থেকেই ঝিল দখল করে গ্যারাজ তৈরি করে রেখেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রয়াত আশিস দত্তের সময়ে ওই ঝিলের একাংশ ভরাট করে গাড়ি রাখার জন্য ওই জায়গাটি তৈরি করা হয়েছিল। আজও বহালতবিয়তে ওই গ্যারাজটি সচল রেখেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

যদিও বর্তমান আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ওই ঝিল দখলের দায় নিতে অস্বীকার করেছেন। প্রসেনজিৎ বলেন, 'আমরা নতুন পুর বোর্ড। এই বিষয়ে কিছুই জানি না। আমরা পুরসভার ক্ষমতায় এসে ওই গ্যারাজটি এভাবেই দেখছি। কবে ওই গ্যারাজ তৈরি হয়েছে তাও বলতে পারব না। আগে ওখানে যেভাবে গাড়ি রাখা হত এখনও সেভাবেই গাড়ি রাখা হচ্ছে।'

১১ নম্বর ওয়ার্ডে ঝিল দখল করে তৈরি হয়েছে গ্যারাজ।

একইরকমভাবে দায় নিতে অস্বীকার করেছেন পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়ালও। চেয়ারম্যানের সুরেই তিনিও বলেন, '২০০৮ সালে আমি কাউন্সিলার ছিলাম না। তাই কাদের মদতে এই কাজ হয়েছে সেব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই।'

২০০৮ সালে ওই ঝিল দখলের পরেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে তৎকালীন মহকুমা শাসক অ্যালিয়াজ ভাসের কাছে পুরসভার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মহকুমা শাসক পুরসভাকে চিঠি পাঠিয়ে ঝিল দখলের কৈফিয়ত তলব করেন। অভিযোগ, মহকুমা শাসকের নোটিশ হাতে পেয়েও তার কোনও উত্তর দেয়নি তৎকালীন পুরবো র্ড। এর কয়েকদিন পর বদলি হয়ে যান মহকুমা শাসক। আর ঝিল দখলের বিষয়টিও ধামাচাপা পড়ে যায়।

এখন যদি কেউ সেখানে যায়, জানা না থাকলে বুঝতেও পারবে না যে এলাকায় একসময় কোনও জলাশয় ছিল। বিশাল বড় এলাকা। পাঁচিল দেওয়া, বড় গেটও রয়েছে। গাড়ি রাখার জন্য সেখানে শেড দেওয়া রয়েছে। এমনকি একটা নীল-সাদা রং করা জলের ট্যাংকও নজরে পড়ল। সেখানে ছিল ময়লা ফেলার একাধিক ছোট ও বড় গাড়ি। রোড রোলারও দেখা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

রেল সেবা পুরস্কার পেল আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

জলদশ্রী প্রকল্পে নজির

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। জলদশ্রী প্রকল্পে নোনাই নদীর জল পরিশ্রুত করে স্টেশন ও রেল কোয়ার্টার এলাকায় জল পরিষেবা দিচ্ছে। এমন বিশেষ নজির তৈরি করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে পুরস্কৃত হয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কমার্সিয়াল বিভাগ, অপারেটিং বিভাগ, অ্যাকাউন্ট বিভাগ ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেল হাইস্কুল পুরস্কার পেয়েছে।

সোমবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ৬৯তম জোনাল রেলওয়ে সপ্তাহ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উত্তর-পূর্ব রেলের পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। লামডিং, রঙ্গিয়া, আলিপুরদুয়ার, কাটিহার, তিনসুকিয়ার মধ্যে নানা ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই খবর জানালেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তিনি বললেন, '২০২৪ সালে ভালো কাজের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের পাঁচটি বিভাগ পুরস্কার পেল। একাধিক রেলকর্মী পুরস্কৃত হয়েছেন।' এদিন ডিআরএম অফিসে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেমলুং কামুই, সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ প্রমুখ।

পুরস্কার নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম ও রেলের অন্য আধিকারিকরা।

নদীর জল পরিশ্রুত করতে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতা নেওয়া হয়। সেই উদ্যোগকে জলদশ্রী প্রকল্প বলা হয়। নোনাই নদীর জল এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেল কলোনির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিশেষ পুরস্কার জিতেছে। অ্যাকাউন্ট বিভাগে যুগ্মভাবে কাটিহার ডিভিশনের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সেরা পুরস্কার পায়। সব বিভাগে সুন্দরভাবে অর্থ বণ্টন করে এই পুরস্কার। কমার্সিয়াল বিভাগে রঙ্গিয়া ডিভিশনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেরা পুরস্কার পেয়েছে আলিপুদুয়ার ডিভিশন। লোডিং, আনলোডিং সহ টিকিটে ভালো উপার্জন করায় এই পুরস্কার। অপারেটিং বিভাগ ও জলদশ্রী পরিষেবা দুটি ক্ষেত্রেই লামডিং ডিভিশনের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন যুগ্মভাবে সেরা হয়েছে। অবশ্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সেরা বিদ্যালয়ের শিরোপা এককভাবেই পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে হাইস্কুল।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে ভালো কাজের সুবাদে সেরা পুরস্কার পান হিমাদ্রিশেখর হালদার। ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে পুরস্কৃত বিষ্ণু প্রসাদ, অমিতকুমার রাই, নবেন্দু সেন। মেকানিক্যাল ও অপারেটিং বিভাগে যথাক্রমে সৌমেন্দু সরকার এবং মুক্তি মাহাতো পুরস্কার পেয়েছেন। আরপিএফ কর্মী কনক বসু ছাড়াও রেলকর্মী ধীরাজ গুরেল বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার পেলেন। এই পুরস্কার আগামীদিনে আরও ভালো কাজের প্রেরণা জোগাবে বলে জানিয়েছেন প্রাপকরা।

হাতি দত্তক নিতে বন দপ্তরে আবেদন জানাচ্ছেন মনোজ সাহা। মঙ্গলবার।

গরুমারার কুনকি দত্তক নিতে প্রথম আবেদন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : 'চল চল চল মেরে সাথি, ও মেরে হাতি...', রাজেশ খান্না ও তনুজা অভিনীত 'হাতি মেরে সাথি'র গানটি শোনেননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধের বর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি সিনেপ্রেমীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল যথেষ্ট। যাতে দেখানো হয়েছিল রাজু (রাজেশ খান্না)-র সঙ্গে চার হাতির নিখাদ বন্ধুত্ব। ভাবছেন, হঠাৎ করে হাতি মেরা সাথি নিয়ে কেন পড়লাম। কারণ আছে মশাই, সবুর। রাজুর মতো না হলেও হাতিকেই এবার 'সাথি' হিসেবে পেতে চলেছেন ময়নাগুড়ির সমাজকর্মী পেশায় শিক্ষক মনোজ সাহা। গরুমারার কুনকি দত্তক নেওয়ার জন্য তিনি নিয়ম মেনে বন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন।

ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেছেন, 'মনোজের প্রস্তাব পেয়েছি। সেটা মঞ্জুরের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠানো হবে। আশা করছি, শীঘ্রই ওঁকে হাতি দত্তক দেওয়া সম্ভব হবে।'

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় প্রায়ই হানা দেয় গজরাজ। মাঝেমধ্যেই সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নেয় হাতি-মানুষ সংঘাতের ঘটনা। কয়েকদিন আগে ডুয়ার্সের ডামডিমের বেতগুড়ি চা বাগানে আর্থমুভার দিয়ে আঘাত করে হাতিকে জখম করার ঘটনা ঘটেছিল। এমন পরিস্থিতিতে বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হাতি দত্তক নিতে চাইছেন মনোজ। মঙ্গলবার তিনি ডিএফওর সঙ্গে দেখা করে গরুমারার কুনকি দত্তক নিতে যাবতীয় প্রক্রিয়া সারেন। মনোজই প্রথম এখানকার হাতি দত্তক নেবেন।

বর্তমানে গরুমারায় কুনকির সংখ্যা ২৭। তার মধ্যে চারটি শাবক রয়েছে। এদের দেখভাল, খাওয়াদাওয়া, ওষুধপত্র মিলে বছরে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হয় বন দপ্তরের।

সম্প্রতি দপ্তর সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন সংস্থা বা সাধারণ মানুষ এবার থেকে হাতি দত্তক নিতে পারবে। এতে একদিকে যেমন বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বাড়বে, তেমনই কুনকি পুষতে বন দপ্তরের যে বিরাট অঙ্কের খরচও কিছুটা কমবে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে কয়েকদিন আগে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। তা দেখেই কুনকি দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মনোজ। এজন্য বার্ষিক দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা খরচ বহন করতে হবে তাঁকে।

এলআইসির ওয়ান ম্যান অফিস

নিউজ ব্যুরো

১৮ ফেব্রুয়ারি : উপভোক্তাদের আরও উন্নত পরিষেবা দিতে এজেন্টজদের মাধ্যমে 'ওয়ান ম্যান অফিস' পরিষেবা লঞ্চ করেছে লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসি। 'আনন্দ' (আত্মনির্ভর এজেন্ট নিউ বিজনেস ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন) থেকে এজেন্টরা ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের এই পরিষেবা দেবেন। যেখানে উপোভোক্তাদের পলিসির প্রিমিয়াম, উপভোক্তাদের ঠিকানা বদল, অনলাইনে লোন অ্যাপ্লাই সুবিধা দিতে পারবেন।

এলআইসির সিইও এবং এমডি সিদ্ধার্থ মোহান্তি বলেন, 'উপভোক্তাদের তাড়াতাড়ি সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দিতে ও ২০৪৭ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য ইনসুরেন্স' পরিকল্পনা আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এই পরিষেবা।'

রেক আনলোড

জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল থেকে নিজের এলাকার মধ্যে চলতি বছর জানুয়ারি মাসে মোট ১০ হাজার ৬৬৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। যার মধ্যে এফসিআইয়ের তেল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি আনলোড করেছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ২৩০টি রেক খালি করেছে।

সভা

আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্যের উপস্থিতি কাম্য। বিবেকানন্দ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (C/114865)

ক্রয়

শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে ৩ কাঠা জমি কিনতে চাই। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 8348154813. (C/115048)

অ্যাফিডেভিট

১৮/০২/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং Lakhi Mehar থেকে Ruksar Khatun নামে পরিচিত হলাম। (C/113783)

আমার খতিয়ান নং 1114, মৌজা- খাপাইডাঙা, J.L. নং- 110, কোতোয়ালি (বর্তমানে পুণ্ডিবাড়ি), কোচবিহার আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 06.02.2025 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Dinesh Chandra Barman এবং Dinnath Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। খাপাইডাঙা, কোনামালী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114617)

কর্মখালি

Coochbehar Subidha Nidhi Limited-এ Agent ও কর্মী নেওয়া হইবে। যোগাযোগ- 03582 455700/9832704247. (C/114618)

Wanted P.C.M. (Pure S.C.) & History & Geography Teacher for Angela School, Siliguri. Call : 9434812138. (C/114864)

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য একটি ছেলে চাই। বেতন : 8000+ প্রতিদিন 160 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময় : রোজ সকাল 9.30টা থেকে রাত 9.30টা। Phone- 9609055662. (C/114863)

Wanted an A/T in Geography (graduation with B.Ed), SC, for maternity leave vacancy upto 07/07/2025, apply to the president/secretary, Maynaguri Road High School post: Ulladabri, Dist. Jalpaiguri, Pin: 735224, within 7 (seven) days from the date of advertisement with two sets of self attested testimonials. (C/115057)

অ্যাফিডেভিট

আমি সুশান্ত অধিকারী, পিতা Dwijen Adhikary, ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20140931967-তে Dnijen Adhikary আছে। গত 14.02.25 ইং তারিখ আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে Affidavit করে Dnijen Adhikary থেকে Dwijen Adhikary নামে পরিচিত হল। (P/S)

আমার D.L Vide No- AS1620130018711, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-09-2024 কোচবিহার সদর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Das এবং Sanjal Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত নাম Sanjoy Das. ইছামারি, হাতিগুবা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114615)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি, সাউথ দেশবন্ধুপাড়ায়, NJP মেইন রোড থেকে 200 মিটার দূরে 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য 40 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 94348-76808. (C/113417)

ভাড়া

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে, কোচিং সেন্টার, অফিস ইত্যাদির জন্য প্রায় ১০০০-৪০০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যৌথ উদ্যোগে স্কুলের ক্লাসরুম কোচিংয়ের প্রস্তাব বিবেচনা যোগ্য। যোগাযোগ : 9733322111, ইমেল : baijmng@gmail.com

Suitable space approx 1000-4000 sq. ft. available on rent for Classroom, coaching centre, office at a prime location in Maynaguri, Dist. Jalpaiguri. Proposal for joint venture in Classroom coaching of school subjects may be considered. Contact 9733322111, Email : baijmng@gmail.com

TENDER NOTICE

Inviting the Tender of Bonafied Contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT NO-05/GGP/2025, Date - 17/02/2025 Ref memo No - 180/GGP/24-25 Date - 17/02/2025 for farther Details please Contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 817/ KCK-IIIPS, 1 only, Dated- 18.02.2025 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. from Bonafide bidder. Last date of application on 25.02.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda.

E-TENDER NOTICE

The undersigned invites e-Tender vide Memo No-581/KMD, Dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement. Date of uploading of NIT. Date-18.02.2025, Documents online (Publishing Date) 18/02/2025 17.00 P.M Documents download start date (On: 18.02.2025 at 18:00 PM Documents download end date (online) 25.02.25 at 17.00 PM Bid submission start date (online) 18.02.25 at 18.00 PM Bid submission closing date (online) 25.02.25 at 17.00 PM Bid opening date for technical proposal (online) 27.02.25 at 17.00 PM
Sd/-
Block Development Officer
Kushmandi Development Block

TENDER NOTICE

The undersigned invites Tender vide NIT Memo No-495 KMD; Dated-06/02/2025 & Corrigendum Memo No- 605/KMD, dated-18/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement. Due to unavoidable Circumstances the above nit has been extended given below Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 25.02.2025. Date of submission of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 27.02.2025. Date of Tender opening date: On 28.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.
Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity
Kushmandi,Dakshin Dinajpur

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide e-NIT Memo No-524/ KMD; Dated-10/02/2025 & Corrigendum Memo No- 577, dated-17/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement. Due to unavoidable circumstances & technical issue the last date of bid submission closing date of above e-NIT will be extended up to 05:00 PM, 20/02/2025 and date of bid opening will be 24.02.2025
Sd/-
Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity,
D/Dinajpur

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Notice

A walk-in interview will be held on 27.2.2025 (12 noon) at The Department of Tea Science, University of North Bengal to select a Junior Research Fellow to work under Dr. Malay Bhattacharya (Principal Investigator) for a Research Project funded by Science & Technology and Biotechnology Department (WB). Interested candidates with postgraduate degree in Tea Science/ Botany/ Microbiology/ Biotechnology/ Life Science are asked to attend the interview. For details check website nbu.ac.in.

Advt. No. 87/R-2025
Dated : 19.02.2025
Registrar
(Addl. Charge)

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF TENDERS FOR OUTSOURCING OF MANPOWER (WATCH AND WARD (DAY AND NIGHT) AND UNSKILLED WORKERS)
OUT OF SCHOOL FUND

1. Quotations in sealed envelope are invited by the Principal, Army Public School, Sukna on behalf of Chairman, SAMC, Army Public School, Sukna from eligible manpower service provider for outsourcing of 03 x Female MTS and 03 x Male MTS person for 11 Months (01 June 2025 to 30 April 2026 on contact agreement. Details are as under :-
   (a) MTS (unskilled) - 03
   (b) Housekeeping Staff (Female) - 03
2. Please visit school website for details (www.apssukna.com) :-
   (a) Term & Conditions. (b) Documents to be submitted with quotation
3. Last date for submission of Quotation : 10 March 2025 up to 1400 hrs
4. Date of opening of Quotation : 11 March 2025 at 1100 hrs
5. Right reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason.
6. Based on performance of Contract or Mutual Consent of both parties, contract may be extended by another 11 months.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের চুক্তি প্রদান

নং. ঃ কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩ তারিখ ১৭.০২.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) (অকশন আহ্বায়ক অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন ঃ কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের (ডব্লুভিএম) চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ ডব্লুভিএম-এসবিজি-২৫-০২। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ০৩.০৩.২০২৫। সিকোয়েন্স নং. ঃ এএ/১। লট নং./ক্যাটিগরি ঃ এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। স্টেশন ঃ গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চেওকি, সাহেবগঞ্জ জংশন, বারহারওয়া জংশন, তিনপাহাড় জংশন ও রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-219/2024-25) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদার প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৪০,৬৩,৬৯৮ (টাঃ চল্লিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত আটানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে ১। মহাকালী ইন্ডাস্ট্রি (ঋণগ্রহীতা) মালিক ঃ চন্দ্রিমা চৌধুরি, নারায়ণপুর, পোস্টঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা- মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮। ২। শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরি (মালিকানাধীন/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) রাজেশ চৌধুরির স্ত্রী, বাক্সাতুলি লেন, এন.এস রোড, থানা- ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ১৫.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	সমানভাবে বন্ধকরত জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ - ৪.০০ ডেসিমেল সঙ্গে ভবন অন্তর্ভুক্ত যার দ্রষ্টব্য বিক্রয়রত দলিল I-২৫৮৩ ২৩.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে মৌজা- জালুপুর, থানা এবং জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, জে.এল নং- ২৮, এলআর খতিয়ান নং- ৫৮০ (সাবেক) ৭০২ (হাল) দলিলের হিসেবে খতিয়ান ৮০৩ (পরচা অনুসারে) এল.আর প্লট নং- ১১১২/১১৯৩ শ্রেণি ফ্যাক্টরি, শ্রীমতী চন্দ্রমা চৌধুরির স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা ঃ উত্তর - অজয় কুমার সাহা। দক্ষিণ- কমল আগরওয়ালের সম্পত্তি। পূর্ব- অজয় কুমার সাহার সম্পত্তি। পশ্চিম- কমল আগরওয়াল।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৫,২৮,১০০.০০ (টাকা পঁচিশ লক্ষ আঠাশ হাজার একশো মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৫২,৮১০.০০ (টাকা দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশো দশ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ২০,০০০.০০ (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৪৯৩৫৪০৮৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ, সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-A'' [রুল ৮ (৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ২০০২-এর অধীন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি সহ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যেটা বন্ধক/চার্জ দেওয়া আছে বন্ধকী ঋণদাতার কাছে যার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক মালদা মেইন ব্রাঞ্চের বন্ধকী ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন "যেখানে যেমন আছে", যেখানে যা কিছু আছে, যেখানে যাই থাকুন" ভিত্তিতে ২৬.০৩.২০২৫ তারিখে টাঃ ৬৬,৫৮,১৮৫/- (ছেষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত পঁচাশি টাকা (১৫.০২.২০২৫ পর্যন্ত) ইন্ডিয়ান ব্যাংক মেইন ব্রাঞ্চের কাছে পাওয়া আছে পুনরুদ্ধারের জন্য ১। মেসার্স গোপালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি (ঋণগ্রহীতা) ধুমাদিঘি, নারায়ণপুর পোঃ অঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা-মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। এয়ারসেল টাওয়ারের কাছে ওল্ড মালদা ব্লক, মালদা-৭৩২১২৮, ২। রাজেশ চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী/জামিনদার) ৩। চন্দ্রিমা চৌধুরী (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) উভয়ে টিকাইটুলি, বাকশাতুলি লেন, এনএস রোড, থানা-ইংলিশবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এর বাসিন্দা তাদের কাছে বিক্রি করে পুনরুদ্ধার করা হবে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রির জন্য আনীত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ গণনা করা হবে ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	২২৩৫ বর্গফুট আয়তনের (২ কাঠা ৯ ছটাক ৩১ বর্গফুট) জমির সকল এবং অপরিহার্য অংশের বন্ধক তৎসহ সম্পর্কযুক্ত বিল্ডিং দ্রষ্টব্য বিক্রয় দলিল নং I-৬১৭৩ তাং ০১.০৭.২০০৯ এবং সমঝোতার বিক্রির দলিল নং I-৫০০৫ তাং ২৯.০৫.২০২৪, মৌজা-যদুপুর, জেএল নং-২৮, এলআর খতিয়ান নং ৮০৩ (নতুন), এলআর খতিয়ান নং ৫৮০ (পুরাতন), এলআর প্লট নং ১১১২/১১৯৩, আরএস খতিয়ান নং ২২৯/১২৫/৪৫৩ ধুমাদিঘিতে অবস্থিত, এয়ারসেল টাওয়ারের কাছে অবস্থিত, নারায়ণপুর, থানা-ওল্ড মালদা, মালদা-৭৩২১২৮ শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তি দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ (টাইটেল/বিক্রয় দলিল অনুযায়ী নিম্নানুযায়ী) : উত্তরে-শংকর কর্মকার ও অন্যরা দক্ষিণে-কমল আগরওয়ালা পূর্বে-নন্দন কুমার সাহা পশ্চিমে-দিলীপ আগরওয়াল
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টাঃ ৫৮,৯১,০০০.০০ (আটান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থরাশি	টাঃ ৫,৮৯,১০০.০০ (পাঁচ লক্ষ উননব্বই হাজার একশত টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা
সম্পত্তি আইডি নম্বর	IDBI 50031915454

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইন দরদানে অংশগ্রহণ করার জন্য কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এতে।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণের অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd. যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান করার সময় প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করুন https://www.ebkray.in দিয়ে।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সিলামপুর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৬৯,৪২,৪৯৯ (টাঃ উনসত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত নিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সিলামপুর শাখার কাছে ১। মোসাঃ সারিকা বেওয়া মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ২। হাজি মহোঃ আব্দুস শাহিদ (জামিনদাতা)। ৩। মোসাঃ তাউকিরা খাতুন, মহো মইনুল হকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী। ৪। মহোঃ একলাসুর রহমান, মহোঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র। ৫। মহোঃ মোজাহেরুল হক, মহঃ মইনুল হকের (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার) আইনগত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র - সকলে গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদায় বসবাসরত। ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বসবাসরত এই ব্যক্তিবৃন্দের কাছে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	জমি এবং ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশে মহোঃ মইনুল হকের স্বত্বাধিকরণে, এলাকার পরিমাপ ৫.৫০ ডেসিমেলের একটু কম বা বেশি আরএস দাগ নং- ৪৭৩, এলআর দাগ নং- ৫০৪, আরএস খতিয়ান নং- ১১৯, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৯৯, জে.এল. নং- ১৩৫, মৌজা- জগদীশপুর প্রাপ্ত দ্রষ্টব্য হেবানামা দলিল নং I ৮৭৭৫ , ১৭.১০.২০০৭ তারিখের হিসেবে অন্তর্গত। সম্পত্তিটির সীমানা ঃ উত্তর - আব্দুস শাহিদের জমি। দক্ষিণ- গিয়াসুদ্দিন এবং রিবাউলের বাড়ি। পূর্ব- আব্দুস শাহিদের জমি। পশ্চিম- আব্দুল মালেকের জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১৮,৬০,০০০.০০ (টাকা আঠারো লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,৮৬,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তিটির আইডি নং	আইডিআইবি ২২২৪১৫২৪৮৪৫

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বর্ণনা, সম্পত্তিটির ছবি এবং ই-অকশনের শর্তাবলির জন্য দয়া করে পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
ঈশ্বর প্রসাদ শাও, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৪৭৪৯১৪৪৫৬

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃষ : অপরিচিত কাউকে টাকা ধার দেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। মিথুন : কোনও কাজের জন্য কিছু অর্থ ধার করতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। কর্কট : মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সিংহ : নিকট কোনও আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় সাংসারিক সমস্যা কাটবে। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার খরচ নিয়ে চিন্তা। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ। তুলা : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। অতিরিক্ত খেতে যাবেন না। কর্মপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে সমস্যা। কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। মকর : প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। অফিসে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। কুম্ভ : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে কোনও প্রিয়জনকে কটু কথা বলে ফেলবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। মীন : মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। আজ কোনও বিতর্কে যাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ৩০ মাঘ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৬ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি, ২০ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৩, অঃ ৫।৩০। বুধবার, সপ্তমী অহোরাত্র। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ৮।২৯। বৃদ্ধিযোগ দিবা ৯।৪। বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৫।৫০ গতে ববকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৮।২৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, শেষরাত্রি ৪।১৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৮।২৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৯।২ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।২ গতে ৪।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।১২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাপের ছোবলেও মনের জোর অটুট

ফালাকাটার ছাত্রীর পরীক্ষা কোচবিহারে

সুভাষ বর্মন

সাপের ছোবলের পর শিখা বিশ্বশর্মা হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। মঙ্গলবার।

ফালাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সোমবার রাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছিল শিখা বিশ্বশর্মা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। সিঁড়ির নীচে ছিল বিষাক্ত সাপ। সেখানে পা পড়তেই ছোবল মারে সে। গোটা বাড়িতেই হইচই শুরু। তড়িঘড়ি শিখাকে নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হলে রাতেই রেফার করা হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে কিছুটা সুস্থ হলে হাসপাতালে বসেই মনের জোরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে শিখা।

ফালাকাটা ব্লকের বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের ওই ছাত্রীর পরীক্ষার কেন্দ্র গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলে। এদিন সেখানে আরও এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে সেই ছাত্রী নির্দিষ্ট কেন্দ্রেই পরীক্ষা দেয়। এদিকে, সাপের ছোবল খাওয়া ছাত্রীর এদিনও হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়নি। তাই বুধবারও হয়তো হাসপাতালের বিছানায় বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে তাকে।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুর করিম বলেন, 'আমরা খবর পেয়েই মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার কোচবিহারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওই ছাত্রী সুস্থ বোধ করায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাই কোচবিহারে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফালাকাটার যে কেন্দ্রে ওর পরীক্ষা ছিল সেখানকার শিক্ষকরা কোচবিহারে গিয়ে খাতা সংগ্রহ করেছেন।'

বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের টিআইসি অশোক সরকারের কথায়, 'এদিন সকালে এসআই, ডিআই ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বিষয়টি জানাই। তারপর কোচবিহারের ওই হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।' আর প্রিয়দর্শী বিশ্বশর্মা নামের আরেক ছাত্রীর অসুস্থতা সম্পর্কে টিআইসি বলেন, 'ওই ছাত্রী পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়। নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রের মেডিকেল টিমের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসায় সে সুস্থ বোধ করায় সেখানেই পরীক্ষা দেয়।'

শিখার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকেরটারি গ্রামে। শিখার বাঁ পায়ের পাতায় সাপের কামড়ের দুটি দাগ বসে যায়। তার দাদা প্রদীপ বিশ্বশর্মার কথায়, 'রাত একটা নাগাদ ফালাকাটা থেকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসি। এদিন সকালে বোন কিছুটা সুস্থ বোধ করায় পরীক্ষা দিতে চায়। তখন শিক্ষক ও প্রশাসন ব্যবস্থা করে দেয়।' ফোনে শিখা জানাল, 'দু'হাতে স্যালাইনের চ্যানেল ছিল। হাতে কিছুটা ব্যথাও আছে। তাই এদিনের ভূগোল পরীক্ষা ভালো হয়নি। শুধু মনের জোরে পরীক্ষা দিতে পেরেছি।'

> 'দু'হাতে স্যালাইনের চ্যানেল ছিল। হাতে কিছুটা ব্যথাও আছে। তাই এদিনের ভূগোল পরীক্ষা ভালো হয়নি। শুধু মনের জোরে পরীক্ষা দিতে পেরেছি।
>
> **শিখা বিশ্বশর্মা**

ডাক্তার পেল না পরীক্ষার্থী

সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ মাদ্রাসা শিক্ষকের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

> ডাক্তারবাবু প্রতি শনিবার বাড়ি যান। বুধবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। এরপর ফার্মাসিস্ট ওই ছাত্রীকে বীরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। আমি রাজি হইনি। এরপর ওই পরীক্ষার্থীকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়নি।
>
> **নুর আলম আহমেদ**
> *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা*

মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে অসুস্থ ছাত্রী।

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের মধ্য রাঙ্গালিবাজনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিষেবার চিত্র ফের সামনে এল। শিশুবাড়ি চৌপথির ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। প্রায়ই চিকিৎসক থাকেন না। থাকলেও রোগী ভর্তি করা হয় না, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। অথচ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুটি ওয়ার্ডে পাঁচজন করে মোট ১০ জন রোগী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। মঙ্গলবার মাসুদা পারভিন নামে অসুস্থ এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ফাঁপরে পড়েন শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মীরা। শেষপর্যন্ত নার্স এবং ফার্মাসিস্টের ওপর ভরসা করে ওই ছাত্রীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নুর আলম আহমেদ এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

শিশুবাড়ির ওই মাদ্রাসায় ফালাকাটার বাদাইটারি উজিরিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। খিদিরপুর রহমানিয়ার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, এদিন ওই অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে দেখা যায় চিকিৎসক নেই। তিনি বলছেন, 'চেপে ধরায় একজন নার্স জানান, ডাক্তারবাবু প্রতি শনিবার বাড়ি যান। বুধবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। এরপর ফামাসিস্ট ওই ছাত্রীকে বীরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। আমি রাজি হইনি। এরপর ওই পরীক্ষার্থীকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়নি। অথচ শিক্ষা দপ্তরের নিয়ম মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমি প্রেসক্রিপশন পাঠাতে বাধ্য।'

খবর পেয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় মাদারিহাট থানার পুলিশ। ইনভিজিলেটর, হাসপাতালের নার্স এবং একজন আশাকর্মীর নজরদারিতে ওই ছাত্রীটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভিযোগ, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টিকিটের নীচে ওই পরীক্ষার্থীর নাম লিখে ফার্মাসিস্ট স্বাক্ষর করলেও বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও টিকিটে হাসপাতালের সিল দেননি। জেলা শাসককে এ নিয়ে অভিযোগ জানাব।'

এদিকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক (অ্যালোপ্যাথিক) অভিজিৎ চৌধুরীর মন্তব্য, 'বছরের পর বছর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একমাত্র অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক আমি। ছুটি পাই না। মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালেও আমাকে ডিউটি করতে হয়। বুধবারও সেখানে ডিউটি করব। আজ (মঙ্গলবার) আলিপুরদুয়ারে আদালতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলাম। শনিবার বাড়ি গিয়ে বুধবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার কথা নিছক গল্প। আমার মা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা। অথচ বছরের পর বছর ২৪ ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হচ্ছে আমাকে।'

প্রসঙ্গত, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ১ জন ফার্মাসিস্ট, ৫ জন নার্স এবং ৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছেন। তবে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্র একজন থাকায় পরিষেবা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে।

বুকলেট নম্বর লিখতে ভুল

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে অভিযোগ উঠল। সোমবারের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের বুকলেট নম্বর উত্তরপত্রে লেখা হয়নি। যদিও পরে সেই উত্তরপত্র নজরে আসতেই তড়িঘড়ি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তারা।

ওই স্কুলে মোট ২৯২ জন ছাত্র এবছর পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে তাদের কোনও সমস্যা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন এব্যাপারে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম। তিনি বলেন, 'বুকলেট নম্বর নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে কাজ করবেন, এই আশা রাখছি।'

অন্যদিকে, সেই স্কুলে ভেনু সুপারভাইজার পদ নিয়ে আরেকটি বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন মোচারি সেখানকার ভেনু সুপারভাইজার। কিন্তু অভিযোগ, সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক মুস্তাক আহমেদ। সূত্রের খবর, প্রধান শিক্ষক অসুস্থ বলে তিনি সেই দায়িত্ব সামলাতে পারছেন না। এব্যাপারে মুস্তাক আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। আর প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। আধিকারিকদের থেকে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া মিলেছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম, 'ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় ভেনু সুপারভাইজার পদে রয়েছেন মুস্তাক আহমেদই।' আবার মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সৌভিক দে সরকার বলেন, 'ভেনু সুপারভাইজার পদের দায়িত্ব পালনের জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এক্ষেত্রে পর্ষদের নির্দেশিকা মেনে কাজ করা উচিত। তবে, এসব কিছুর জন্য পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

চোখ পরীক্ষা শিবির

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সিঙ্গিমারি বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার লায়ন্স আই হসপিটালের সহযোগিতায় এই শিবির হয়।

সেখানে প্রায় শতাধিক ব্যক্তির চোখ পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ১২ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে। ১০০ টাকার বিনিময়ে চশমা বিতরণ করা হয় বলে জানান ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক যুবরাজ দেবনাথ। রোগীরা এধরণের আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ভরসা মনিটরিং টিমের গাড়ি

মিলল না অ্যাম্বুল্যান্স

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা চলাকালীন শরীর খারাপ হতেই পারে। যেমনটা হল কুণাল বর্মনের সঙ্গে। মঙ্গলবার দিন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবি, ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম সবসময় তৈরি থাকে। এদিনও ওই টিমের তৎপরতায় কোনও সমস্যা হয়নি।

মঙ্গলবার ছিল ভূগোল পরীক্ষা। শ্যামাপ্রসাদ গার্লস স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে উত্তর পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দা কুণাল। সে মাঝেরডাবরি হাইস্কুলের পড়ুয়া। অসুস্থতার খবর পেয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু সেই সময় অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ।

ওই পরীক্ষার্থীর এক আত্মীয়ের কথায়, 'গতকাল থেকেই হালকা জ্বরভাব ছিল কুণালের। ওষুধ খাইয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়। কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর পরেই সে অসুস্থ বোধ করে। প্রথমদিকে অ্যাম্বুল্যান্স খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বপাপ্ত আধিকারিকরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।'

ওই আত্মীয় জানালেন, আম্বুল্যান্স না পেয়ে শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা মনিটরিং টিমের গাড়িতে করেই কুণালকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কুণাল পরীক্ষা দিতে পেরেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হলেও তড়িঘড়ি কেন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাওয়া গেল না? অভিভাবকরা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। পরীক্ষা শুরুর আগে ব্লক প্রশাসন ও পুরসভার তরফে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করছে এমন ঘোষণাও হয়। তারপরেও জরুরি সময়ে কেন অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া গেল না?

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগে গিয়ে দেখা যায়, কুণাল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। কুণালের আত্মীয়রা ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম পরীক্ষাকেন্দ্রের কাছাকাছি না থাকলে কী হত! সময়ে চিকিৎসা পেত কি কুণাল?

কুণালের মতো অনেকেই যে কোনও সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হোক। জেলা মাধ্যমিক কনভেনার শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী বলেন, 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত থাকায় ওই পরীক্ষার্থীকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি।'

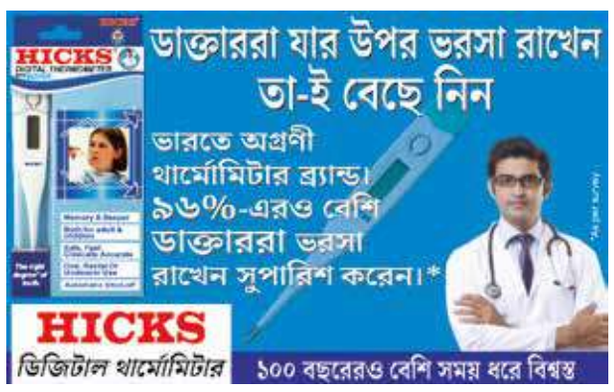

মণ্ডল সভাপতি নিয়ে কোন্দল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মণ্ডল সভাপতি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দলের ভিতরে কোন্দল শুরু হয়েছে। জেলার একাধিক মণ্ডলে এবার রদবদল করা হয়েছে। সব নতুন পদাধিকারীকে মেনে নিতে পারছে না দলের একটা অংশ। এই ক্ষোভ নিয়ে দলের ভিতরে যেমন আলোচনা চলছে তেমনই আবার সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন কর্মী থেকে শুরু করে জেলার নেতারা। আবার যেহেতু সব মণ্ডলের সভাপতির নাম ঘোষণা করতে পারেনি গেরুয়া শিবির, তাই বিজেপির বর্তমানের তিন বিধায়ককে নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রবিবার রাতে জেলার ১৪টি মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিজেপির জেলা স্তরের নেতারা সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন নতুন সভাপতিদের। সেই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোতেই বিভিন্ন কমেন্টে উঠে আসছে ক্ষোভের কথাও। মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। জেলা বিজেপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হেমন্তকুমার রায় বলেন, 'মণ্ডল সভাপতি ঠিক করার জন্য নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে যাঁরা বেশি ভোট পেয়েছিলেন তাঁদের সভাপতি করা হয়নি। লোকদেখানো নির্বাচন না করলেও হত।'

এক জেলা নেতার কথায়, 'যেহেতু নির্বাচন হয়েছিল, সেটার ফলাফল প্রকাশ করলেই বোঝা যাবে কর্মীরা যাঁকে চেয়েছেন সে মণ্ডল সভাপতি হয়েছেন কি না।'

জেলা বিজেপি সূত্রের খবর, বেশ কয়েকজন মণ্ডল সভাপতি নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন রয়েছে। যদিও শীর্ষ নেতৃত্ব জানাচ্ছে কোনও ক্ষোভ নেই। বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের রিটার্নিং অফিসার শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গাইডলাইন অনুযায়ী নির্বাচন হয়েছে। সেটা নিয়ে কারও কোনও ক্ষোভ নেই।'

এদিকে, ফালাকাটা, কালচিনি এবং কুমারগ্রামে দলের বিধায়ক রয়েছে। অথচ এই ৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে মণ্ডল সভাপতি ঘোষণায় বিজেপির পারফরমেন্স সবথেকে খারাপ। ফালাকাটায় ৬টি মণ্ডলের মধ্যে ৩টির নাম, কুমারগ্রামে ৫টি মণ্ডলের মধ্যে ৩টির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর কালচিনিতে তো ৪টি মণ্ডলের মধ্যে একটিরও সভাপতির নাম ঘোষণা করা যায়নি। স্বভাবতই কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিজেপির সদস্যতা অভিযান হোক, সক্রিয় সদস্যতা অভিযান হোক, বুথ কমিটি তৈরি হোক বা মণ্ডল কমিটি তৈরির বিষয়ে সব দিক থেকেই পিছিয়ে কালচিনি। বিধায়ক বিশাল লামার কথায়, 'আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে জনসভা রয়েছে। সেই জনসভার পরেই রাজ্য বাকি মণ্ডলের সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে সবাই ওই জনসভা সফল করতে ব্যস্ত।'

ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন তো বিজেপির রাজ্য স্তরের নির্বাচনের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অথচ তাঁর এলাকাতেই সব মণ্ডলে সভাপতি নির্বাচন করতে পারেনি বিজেপি।

আবার এর উলটো ছবিও রয়েছে। সদ্য উপনির্বাচনে হাতছাড়া হওয়া মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে কিন্তু চারটির মধ্যে চারটি মণ্ডলেই সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল দল বদলেছেন। তা সত্ত্বেও সেখানে পাঁচটি মণ্ডলের মধ্যে চারটিতে সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

মাদারিহাটে মণ্ডল সভাপতিদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন মনোজ টিগ্গা।

উলটপুরাণ

- বিধায়ক বিশাল লামার এলাকায় একটি মণ্ডলের সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি
- বিধায়ক দীপক বর্মনের এলাকাতেও সব মণ্ডলের সভাপতি নির্বাচন হয়নি
- তবে হেরে যাওয়া মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে সবক'টি মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন হয়েছে
- পারফরমেন্স ভালো আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রেও

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির দেবাঞ্জন রায়।

রাস্তার দু'পাশে মাটির স্তূপ, যাতায়াতে সমস্যা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার স্ত্রীকে বাইকে বসিয়ে পলাশবাড়ি যাচ্ছিলেন কালীপুরের রতন সরকার। বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন পেরিয়ে গুদামটারি মোড় পৌঁছাতেই পড়লেন মহাবিড়ম্বনায়। সেখান দিয়ে তখন একের পর এক বালি, পাথরের ট্রাক যাতায়াত করছে, চলছে যাত্রীবাহী বাসও। এদিকে, মূল রাস্তা সরু হয়ে যাওয়ায় এবং সেখান থেকে ক্রমাগত ধুলো ওড়ায় দশ মিনিটের রাস্তা পেরোতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। রতনের কথায়, 'যাতায়াতে সময় যেমন বেশি লাগে, তেমনি জামাকাপড় ধুলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে। এরপর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এই রাস্তায় আর বাইক নিয়ে যাতায়াত করব না।'

ফালাকাটার শিশাগোড়, বালুরঘাট, আসাম মোড়, রাইচেঙ্গা সহ নানা এলাকায় মহাসড়কের কাজ হচ্ছে। সেসব জায়গায় কোথাও রাস্তার উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে মাটি ফেলা হয়েছে। ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন থেকে পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশন পর্যন্ত প্রায় চার কিমি রাস্তার দু'পাশে এমনভাবে মাটি ফেলা হয়েছে যে, চলাচলের মূল রাস্তাটি অত্যন্ত সরু হয়ে গিয়েছে। ফলে মেজবিল, পলাশবাড়িতে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণকে। এছাড়া দু'পাশে মাটির স্তূপ থাকায় এইসব এলাকায় ধুলোও বেশি উড়ছে। আর সেই ধুলোর জ্বালায় জেরবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও। গুদামটারি মোড়ের বাসিন্দা বিপুল সরকারের ক্ষোভ, 'নিয়মিত মহাসড়কের কাজ হচ্ছে না। সেই কবে দু'পাশে মাটির স্তূপ ফেলা হয়েছিল। অথচ এখন সেখানে কোনও মেশিন দেখা যাচ্ছে না।' আর দু'দিকে মাটির স্তূপ থাকায় এই এলাকাতে অত্যধিক ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোয় রাস্তার আশপাশের ঘরবাড়িও সাদা হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান। যদিও সড়ক কর্তৃপক্ষ জল ছেটানোর আশ্বাস দিয়েছে। মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, 'রাস্তাটি বেশ দীর্ঘ। সব জায়গায় ধাপে ধাপে কাজ চলছে। ধুলোর জন্য ট্যাংকার দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মেজবিলের ওখানেও জল দেওয়া হবে।'

মাস দেড়েক আগে গুদামটারি মোড়, নিউ রোড, শিমুলতলা, মেজবিল এলাকায় পুরোনো রাস্তার দু'পাশেই ডাম্পারে ডাম্পারে মাটি ফেলা হয়। কিন্তু কিছুদিন ধরে মেজবিল এলাকায় মহাসড়কের মেশিন, যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে না বলে স্থানীয়দের দাবি। এজন্য, উভয় দিকের মাটি বেশ খানিকটা সরে গিয়ে মূল রাস্তায় নেমে পড়ছে। এভাবে মূল রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। একটি চার চাকার বড় গাড়ি গেলে পাশ দিয়ে বাইক, সাইকেল আরোহীদের যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি, শিমুলতলা মোড়ে একটি বড় গাড়িকে জায়গা করে দিতে গিয়ে সুজন বিশ্বাস নামে এক বাইক আরোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাঁর কথায়, 'সাইড দিতে গিয়ে মাটির স্তূপে বাইকে ধাক্কা লাগে, পায়ে চোট পাই। এভাবে যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে।'

এদিকে, মহাসড়কের কাজ নিয়ে একাধিক জায়গায় নানা সমস্যা ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটি একেবারে নীরব থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যদিও সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণুপদ সরকার বলেন, 'মহাসড়কের কাজ শুরুর দাবিতেই আমাদের আন্দোলন চলছিল। এখন কাজ হচ্ছে। কোথাও কোথাও পথচলতি মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে।' বিষয়গুলি সড়ক কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সমস্যায় সাধারণ

- ফালাকাটার শিশাগোড়, বালুরঘাট প্রভৃতি এলাকায় মহাসড়কের কাজ হচ্ছে
- বুড়িতোর্ষা থেকে সনজয় ডাইভারশন পর্যন্ত মূল রাস্তাটি সরু হয়েছে
- মেজবিল, পলাশবাড়িতে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণকে

ধুলো মাখা সরু রাস্তায় কষ্টের যাতায়াত। শনিবার মেজবিলে।

বিকল পাম্প

পানীয় জল নিয়ে বিপাকে পড়ুয়ারা

ফালাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সকালে এসেই জলের কল ঘোরাচ্ছিল মৌমিতা তরফদার, রিম্পা মণ্ডল, গুনগুন নন্দী, বুবাই করের মতো খুদে পড়ুয়ারা। কিন্তু অন্যদিনের মতো এদিনও জল আর বেরোল না। এদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য রান্না হবে। বাধ্য হয়ে কিছুটা দূর থেকে বালতিতে করে জল নিয়ে এলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা। তারপর হল রান্না।

এটা শুধু একদিনের সমস্যা নয়। ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায় এক মাস থেকে পানীয় জলের সমস্যা। কারণ, কেন্দ্রের পাশে বসানো সোলার পাম্পটি বিকল হয়ে রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিউবওয়েলও নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও বিকল পাম্পটি ঠিক করা হচ্ছে না। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

একসময় প্রয়াত অনিল শীলের বাড়িতে কেন্দ্রটি চলত। ২০১৫ সালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য পাকা ঘর তৈরি করা হয়। কিন্তু টিউবওয়েল বসানো হয়নি। 'রানিং ওয়াটার'-এর ব্যবস্থাও করা হয়নি। তাই দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশীদের বাড়ির জল বয়ে আনতে হত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। পরে এলাকাবাসী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি মেনে পাঁচ মাস আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি সোলার পাম্প বসানো হয়। পাম্পটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত হওয়ায় দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা মেটে। কিন্তু এক মাস আগে সোলার পাম্পের মেশিন খারাপ হয়ে যায়। তারপর থেকে ফের জলের সংকট চলছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা নমিতা বর্মনের কথায়, 'রোজ সকালে ৩০০-৪০০ মিটার দূর থেকে বালতিতে করে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে।' অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী গৌরী বর্মন বলেন, 'সোলার পাম্পটি খারাপ হলে বিষয়টি পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনকেও লিখিতভাবে জানানো হয়। কিন্তু এখনও কোনও কাজ হয়নি। প্রশাসনের কেউ এসে দেখেও যায়নি।' গর্ভবতী পার্বতী দাস, অভিভাবক ভরত বর্মনও সমস্যা সমাধানের দাবি করেছেন।

ওই এলাকায় পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবাও চালু হয়নি। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সোলার পাম্প থেকে এলাকাবাসী পানীয় জল সংগ্রহ করতেন। এখন স্থানীয়রাও জলের সংকটে পড়েছেন। স্থানীয় কালীপদ নন্দীর কথায়, 'এক বছরও হয়নি, তার আগেই পাম্পের মেশিন খারাপ হয়ে যায়। এজন্য আমরাও পানীয় জলের সংকটে পড়েছি।'

ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিকুমার মিঞ্জ বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। আরও বেশ কয়েকটি সোলার পাম্প বিকল হয়েছে। এবারের অ্যাকশন প্ল্যানে ওইসব সোলার পাম্প ঠিক করার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে।'

দুটি সংঘর্ষে জখম তিন

বীরপাড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় ভুটান সীমান্ত লাগোয়া লঙ্কাপাড়ার পিএম লাইনে একটি মোটরবাইক ধাক্কা মারে এক পথচারীকে। বিমান তামাং নামে স্থানীয় ওই বাসিন্দা ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ওই সময় লঙ্কাপাড়া থেকে রাজ্য সড়ক ধরে মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন শিশুবাড়ির এক বাসিন্দা। তিনি নিয়ন্ত্রণ হারানোয় মোটরবাইকটি বিমানকে ধাক্কা মারে। দুজনকেই আহত অবস্থায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

এদিকে, রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ লঙ্কাপাড়ার গুমটি লাইনে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে একটি ডাম্পার রাস্তা লাগোয়া কালী মন্দিরে ধাক্কা মারে। গুঁড়িয়ে যায় মন্দিরের দেওয়াল। ডাম্পারচালক গুরুতর আহত অবস্থায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেজে উঠবে সোনাপুর গো-হাট

বরাদ্দ সাড়ে তিন কোটি টাকা

নারকেল ফাটিয়ে হাট সংস্কারের কাজের সূচনা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার।

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বেশ কয়েক বছর পর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর গো-হাট সংস্কার করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় এই হাট থাকলেও জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি এই হাটের সংস্কার করবে বলে ঠিক করেছে। মঙ্গলবার হাট সংস্কারের কাজের সূচনা হয়। গো-হাটেই এদিন এই অনুষ্ঠান করা হয়। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করে হাটের সংস্কার হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এদিন হাটের কাজের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক উত্তম ভৌমিক, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও জয়ন্ত রায়, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায় সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।

এদিন হাটের কাজের বিষয়ে মনোরঞ্জন বলেন, 'জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাট সংস্কার হচ্ছে। সোনাপুর গো-হাটেও কাজ করা হবে। একবার সংস্কার হলে হাটের চেহারাই বদলে যাবে। সেইসঙ্গে ব্যবসাও ভালো হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় সোনাপুর গো-হাটে বেশ কিছু কাজ হবে। গো-হাটে ৮টি বড় শেড হবে বলে ঠিক হয়েছে। তার মধ্যে ৩টি বড় শেড করা হবে গোরু রাখার জন্য। এছাড়াও ৩টি শেড হবে সবজি বাজারের জন্য এবং ২টি শেড হবে মাছ বাজারের জন্য। এছাড়া ১৩টি ছোট স্টলও তৈরি করা হবে। গো-হাটে যে ব্যবসায়ীরা দোকান করছেন, তাঁদের ওই স্টলগুলো দেওয়া হবে। স্টলের পাশে তৈরি হবে রাস্তা ও নর্দমা। আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। গোরু রাখার শেডে থাকবে জলের ব্যবস্থাও। হাটে আসা ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। তৈরি করা হবে শৌচাগারও। গাড়ি থেকে গোরু নামানোর জন্য পাকা র‍্যাম্প তৈরি করা হবে।

সোনাপুর এলাকায় গো-হাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মঙ্গলবার ওই এলাকায় হাট বসে। সকাল থেকে হাটে গোরু-মোষ বিক্রি শুরু হয়। এছাড়াও হাটের পাশে সবজি, মাছ সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হয়। সোনাপুর গো-হাট প্রায় ১১ বিঘা জমির ওপর রয়েছে। এদিন রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক উত্তম ভৌমিক জানান, আপাতত সীমানা প্রাচীর তৈরি করা যাচ্ছে না। আগামীতে সেটাও করা হবে। হাটের সংস্কার হলে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব নিয়ে হাট পরিষ্কার রাখতে হবে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'কাজ হওয়ার পর হাট যেন সবসময় পরিষ্কার থাকে সেটা ব্যবসায়ীদের দেখতে হবে। সারাদিন হাট হওয়ার পর পাঁচ মিনিট সময় বের করে হাট পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের।'

কী কী হবে

- তৈরি হবে ৮টি শেড, ১৩টি স্টল
- ৩টি বড় শেড করা হবে গোরু রাখার জন্য
- সবজি বাজারের জন্য তৈরি হবে ৩টি শেড
- ২টি শেড হবে মাছ বাজারের জন্য
- স্টলের পাশে তৈরি হবে রাস্তা ও নর্দমা
- জল, আলোর ব্যবস্থা হবে

টোটোপাড়া পরিদর্শন

মাদারিহাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষানবিশ হিসেবে মাদারিহাট থানায় কাজে যোগ দিয়েই টোটোপাড়া ঘুরে দেখলেন আইপিএস শেখ হাবিবুল্লা। যদিও মাত্র দুই মাসের জন্য থানার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি। গত সোমবার দায়িত্ব নিয়ে মঙ্গলবারই তিনি টোটোপাড়ায় যান। গৈরিগাঁও পিকনিক স্পট ঘুরে দেখেন। মাদারিহাট থানার নতুন ওসি অসীম মজুমদারও এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

হাবিবুল্লা বলেন, 'এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ দেখতে এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচয় করতে যাই। টোটোপাড়ার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও কথা হয়েছে।' এছাড়া এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচান টোটো, টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো প্রমুখ।

বকেয়া মেটাতে দাবি পেশ

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নানা দাবিতে মঙ্গলবার কালচিনির সুসংহত শিশুবিকাশ আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা কল্যাণ সমিতির তরফে। সংগঠনের তরফে শীতল থাপা অভিযোগ করে বলেন, 'গত ডিসেম্বর মাস থেকে সবজির বিল আটকে রাখা হয়েছে। ডিমের বাজারদর হিসেবে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাদ্যসামগ্রী আনতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের স্মার্টফোন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।' এই সব সমস্যার কথা স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়েছে। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। তিনি বলেন, 'সিডিপিও স্মারকলিপি গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

কর্মশালা

হাসিমারা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বকুল বাগান রঙ্গমঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ১২ বছরের কম বয়সীদের নিয়ে নাট্য কর্মশালা হল। সংগঠনের সভাপতি শুভব্রত দে পড়ুয়াদের নাটক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দেন। সংগঠনের সম্পাদক রুম্পা গুঁই জানিয়েছেন, কর্মশালায় ১০ জন পড়ুয়াদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হবে।

টুকরো খবর

বাস থেকে পড়ে মৃত্যু

হাসিমারা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বাস থেকে পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। মৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার (৪০)। তাঁর বাড়ি কামাখ্যাগুড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপঙ্কর মাদারিহাটে একটি সংস্থায় কাজ করতেন। শনিবার রাতে বাসে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাসের দরজার পাশে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিউ হাসিমারা এলাকায় কোনওভাবে তিনি বাস থেকে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কালচিনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ওই ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির পরিবারের তরফে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

প্রয়াত সমাজসেবী

শালকুমারহাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার শালকুমারহাটের নতুনপাড়ার বাসিন্দা সুবোধচন্দ্র রায় প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয় ৮১। বার্ধক্যজনিত কারণে নিজের বাড়িতেই এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। সুবোধচন্দ্র রায় এলাকার লাল্টুরাম হাইস্কুল ও নতুনপাড়া বাজার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর প্রয়াণে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বাজারের ব্যবসায়ীরা শোক প্রকাশ করেন।

মাইকে প্রচার

ফালাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বাটখারা, কম্পিউটার মেশিনের ওজন সঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। এজন্য আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বাজারের দুর্গা মন্দিরের সামনে ব্যবসায়ীদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার করা হয়। রাইচেঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এই মাইকিং করা হয়।

মদ বাজেয়াপ্ত

কুমারগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ইন্দো-ভুটান সীমান্তে কালিখোলার জঙ্গলে যৌথ অভিযানে নামেন ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ান ও কুমারগ্রাম সার্কেলের আবগারি বিভাগের কর্মীরা। বিলিতি মদ পাচারে ব্যবহৃত ৭টি পুরোনো বাইসাইকেল, ২২ কার্টন হুইস্কি ও ১০ কার্টন বিয়ার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার বাজারমূল্য অন্তত সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। পাচারকারীদের কেউ ধরা পড়েনি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কালচিনি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হল। সোমবার রাতে কালচিনির গারোপাড়া এলাকার বাসিন্দা অনিকেত ওরাওঁ (২৯) নিজের বাইক নিয়ে বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে নিজের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে ওই তরুণ পড়ে যান। তাঁর বাড়ির লোকজন তরুণকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বইগ্রামের পর্যটনে একগুচ্ছ পরিকল্পনা প্রশাসনের

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার কালচিনি ব্লকের বইগ্রাম হিসেবে পরিচিত পানিঝোরা গ্রামে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এলাকার বাসিন্দাদের পাইয়ে দিল জেলা প্রশাসন। সেই বিশেষ শিবিরে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা। এদিন খোলা মাঠে মাটির ওপরই বসে পড়েন জেলা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন। সেইসঙ্গে গ্রামে পর্যটনের প্রসারে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানান।

এদিন পানিঝোরায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে প্রশাসনের এই বিশেষ শিবিরে এলাকায় যথেষ্ট সাড়া পড়ে। বিশেষ করে জেলা শাসক সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের এই মাটিতে বসে জনসংযোগ স্থানীয়দের মনে ছাপ ফেলেছে। বইগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েকজনকে জাতিগত শংসাপত্র, বিভিন্ন ফুল, ফল, সবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে লোনের টাকাও তুলে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা তো বটেই উত্তরবঙ্গজুড়ে পানিঝোরা গ্রামের নামটি পরিচিত বইগ্রাম হিসেবে। রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন পানিঝোরা গ্রামেই এরাজ্যের প্রথম বইগ্রামটি গড়ে উঠেছে। রাজ্যের প্রথম এই বইগ্রামটি কয়েক মাসের মধ্যেই গোটা দেশের পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও আসছেন এই বই গ্রামে। স্বাভাবিকভাবেই এই বইগ্রামকে কেন্দ্র করে পর্যটনের নতুন দিশা দেখতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এদিন ওই গ্রামের মহিলাদের হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে চলেছে জেলা প্রশাসন।

স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আলোচনায় জেলা শাসক আর বিমলা। -সংবাদচিত্র

জেলা শাসক বলেন, 'এদিন স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনা হয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে এখনও যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের কাছে দ্রুত ওই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। এছাড়াও পানিঝোরায় বইগ্রামে যে সংখ্যক পর্যটক আসছেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করা হবে। এখানকার মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হবে।'

এদিন জেলা শাসক জানান, গ্রামে কমিউনিটি শৌচালয়, পর্যটকদের বসার জন্য বেঞ্চ, স্থানীয় মহিলাদের হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি করার জন্য একটি স্টল দ্রুত তৈরি করে দেওয়া হবে। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য ওই গ্রামে দুটি হোমস্টে তৈরি করে দেবে জেলা প্রশাসন।

> স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনা হয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে এখনও যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের দ্রুত সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। বইগ্রামে যাঁরা আসছেন তাঁদের কথা ভেবে নানা প্রকল্প তৈরি করা হবে।
>
> -আর বিমলা
> *জেলা শাসক*

জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে চলতি মাসে গ্রামে দু'দিন ধরে মাতৃভাষা উৎসব উদযাপন করা হবে। বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এই গ্রামে ৩০টি ভাষায় কবিতা পাঠের আয়োজন করবে জেলা প্রশাসন।

পাগড়ি পরে ধর্না। মঙ্গলবার বিধানসভার গাড়িবারান্দায়।

পাগড়ির ধর্নায় হিন্দুত্বের বার্তা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : পরিকল্পনা ছিল, বিধানসভা অধিবেশন কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছোলেই কক্ষের বাইরে বিধানসভায় গাড়িবারান্দায় ধর্না ও নকল অধিবেশন শুরু করবে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী জবাবি ভাষণ দেওয়া শুরু করলে ধর্না মঞ্চ থেকে সরকারের সমালোচনায় সরব হবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি ভাষণকে ভেস্তে দিতে এটাই ছিল বিজেপির কৌশল। তবে সেই কৌশলে তারা সফল বলে দাবি করলেও তৃণমূলের মতে বিজেপির এই নাটক মানুষ ধরে ফেলেছে।

মঙ্গলবার ঠিক ১২টায় মাথায় গেরুয়া পাগড়ি আর সাদা টি-শার্ট পরে পরিষদীয় দলের ঘর থেকে মিছিল করে গাড়ি বারান্দায় ধর্না মঞ্চে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পৌঁছোন বিজেপির বিধায়করা। টি-শার্টের সামনে বুকের ওপর লেখা বিবেকানন্দের সেই বাণী 'গর্ব করে বলো আমি হিন্দু'। বুকের ওপর প্ল্যাকার্ডে লেখা, মা সরস্বতীর অপমান মানছি না, মানব না। কারোর প্ল্যাকার্ডে লেখা 'হিন্দুবিরোধী সরকার নিপাত যাক', 'গণতন্ত্রবিরোধী সরকার আর নেই দরকার'। একে একে বিশ্বনাথ কারক, শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালের মতো বিজেপির বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতায় সরব হলেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন ২টো ৫৩ মিনিট। বিধানসভার অধিবেশনে জবাবি ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। চকিতে ধর্না মঞ্চের চেহারা গেল বদলে। এল দুটো সাউন্ড সিস্টেম। হাতে দুটো মাইক্রোফোন নিয়ে সরকারবিরোধী তর্জায় নামলেন বিরোধী দলনেতা স্বয়ং।

নিয়মমাফিক ভাষণ চললেও প্রতি মুহূর্তে নজর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে সরব হন শুভেন্দু। এভাবেই চলল প্রায় এক ঘণ্টা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আর শেষ হয় না। কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী যতক্ষণ অধিবেশন কক্ষে ভাষণ দেবেন ততক্ষণই পালটা ভাষণ চালিয়ে যাবেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর লাইভ টেলিকাস্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে ফেসবুক লাইভের পরিকল্পনা ছিল শুভেন্দুর। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪০ মিনিট। সেটা বেড়ে ঘণ্টাখানেক হবে এটা ধরেই নিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এক ঘণ্টার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ চালিয়ে যাওয়ায় থামতে হল শুভেন্দুকে। তবে শুভেন্দুর ভাষণ থামলেও চলল স্লোগান। জয় শ্রী রাম থেকে জয় মহাকুম্ভ। ঘুরেফিরে এল সবকিছুই। আর এসবের মধ্যেই বার বার খোঁজ নেওয়া চলল মুখ্যমন্ত্রী কি থামলেন? এভাবেই চলল দিনভর তৃণমূল-বিজেপির লুকোচুরি খেলা। ধর্না মঞ্চে বাজল শাঁখ, কাঁসি, বাঁশি। কবিয়াল বিধায়ক অসীম সরকারের লোকগানও পরিবেশিত হল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আর থামে না। প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভাষণ দেওয়ার পর অবশেষে থামলেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশন কক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে হাঁফ ছেড়ে বাজল বিজেপি।

ভাঙচুরের কথায় চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় ভাঙচুরের ঐতিহাসিক ঘটনায় তিনি যুক্ত ছিলেন না বলে মঙ্গলবার বিধানসভায় দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'অনেকে বলছে আমি নাকি সেদিন বিধানসভায় ভাঙচুর করেছিলাম। আমাকে সিঙ্গুরে ঢুকতে দেয়নি। তাই আমি বিধানসভায় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থদার (পার্থ চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে আমি বিধানসভায় দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে সেদিন ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাই আমার দলের বিধায়করা ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু গোলমাল করেছিল। কিন্তু আমি একটা জিনিসে হাত দিইনি। তার প্রমাণও আছে।'

টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানার জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০০৬ সালে ৩০ নভেম্বর সিঙ্গুরে ধর্নায় বসার কর্মসূচি নিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় থাকা তৃণমূল বিধায়করা সেদিন বিধানসভায় ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ভাঙচুর প্রসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ওই বক্তব্যের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইস্পাত কারখানায় আগ্রহী ছয় সংস্থা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে এই মুহূর্তে ৬টি ইস্পাত কারখানা তৈরিতে আগ্রহী বিনিয়োগকারীরা। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তৃতা দিতে উঠে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এবারের সম্মেলনে ২১২টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগের বাণিজ্য সম্মেলনগুলিতে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে এই রাজ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। বাকি টাকার বিনিয়োগের কাজ চলছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ২ কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও ৬টি ইস্পাত কারখানা এই রাজ্যে আসতে চাইছে। কারণ, বিনিয়োগের সেরা ডেস্টিনেশন বাংলা। আগামী দিনে এই রাজ্য গোটা বিশ্বের কাছে বিনিয়োগের আদর্শ স্থান হয়ে উঠবে।' এদিন মমতা আরও জানান, দেউচা পাচামিতে কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দরেও বিনিয়োগ হবে।

ধর্ষণে ফাঁসির সাজা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বড়তলায় ৭ মাসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করল ব্যাংকশাল আদালত। এই মামলায় সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করে আদালত মন্তব্য করে, এই ঘটনা বিরল থেকে বিরলতম। এই ধরনের মানুষের সমাজে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। মেয়েটির দেহ নিয়ে খেলা করা হয়েছে। তাই মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনও শাস্তি হতে পারে না। সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাবে বিদ্ধ শুভেন্দু

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সাসপেন্ডের পর এবার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ। সোমবার বিধানসভায় সরস্বতী কাণ্ডে হইচইয়ের জেরে শুভেন্দু সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে আগামী ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষের সেই সিদ্ধান্তের পালটা জবাব দিতে গিয়ে তাঁর করা মন্তব্যে মঙ্গলবার স্বাধিকার ভঙ্গের মুখে পড়তে হল বিরোধী দলনেতাকে।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের সাসপেনশন ও স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ দুটোকেই কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। বলেন, 'গত চার বছরে চারবার সাসপেন্ড করেছে আমাকে।' এর পিছনে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে চক্রান্তের অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলের কণ্ঠ রোধ করতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই চক্রান্ত। ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ করার জন্য, কাগজ ছোড়ার জন্য যদি আমাকে সাসপেন্ড করতে হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিতে চাই, ২০০৫-এ ৪ অগাস্ট লোকসভায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কে কাগজ ছুড়েছিলেন ডেপুটি স্পিকারের দিকে।'

মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ : মমতা

গঙ্গাসাগরের সঙ্গে তুলনা টেনে নিশানা পদ্মকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে একের পর এক দুর্ঘটনায় আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের দিকে নিশানা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তৃতা দিতে উঠে ফের 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুম্ভের প্রতি আমার ভক্তি আছে। কিন্তু যেভাবে পরিকল্পনা ছাড়াই সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের।'

কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনায় ৩০ জন মারা গিয়েছেন বলে দাবি করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের এই দাবিকে সন্দেহজনক মনে করে এদিন মমতা বলেন, 'বলছে নাকি ৩০ জন মারা গিয়েছেন। কত হাজার জন মারা গিয়েছেন? মৃতদেহ নিয়ে যাঁরা হাইপ তুলছেন, আর কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।' এদিন কুম্ভের ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার

প্রসঙ্গও টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। অনেকটা রাস্তা জলপথে তাঁদের যেতে হয়। কিন্তু আমরা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করি। মেলা চলাকালীন কোনও ভিআইপিকে সেখানে পাঠাই না। কারণ লালবাতি নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে গেলে মানুষের সমস্যা হয়। মেলা সুষ্ঠুভাবে করতে কয়েকজন মন্ত্রী ও অফিসারকে আমরা আগে থেকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।' এরপরই মমতা বলেন, 'এইসব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এত হাইপ তুলতে নেই। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হয়। এত মানুষ মারা গেলেন, ক'টা কমিশন করেছেন? এমনকি আমাদের রাজ্যে যে মৃতদেহগুলি এসেছে, সেগুলির জন্য একটি ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেননি। এরপর তো বলবেন যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। তাতে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। সেখানেও অনেক মানুষ যাবেন। আমি বলব, সবাই একসঙ্গে যাবেন না। ধীরেসুস্থে যান। আমরা গঙ্গাসাগরমেলা যেভাবে পরিকল্পনা করে করি, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনও একইভাবে পরিকল্পনা করেই করা হবে।'

পার্থ ফের জেলে

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার ছাড়া পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে বেরোনোর পর প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। যদিও একাধিক শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছে সিবিআই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা টুম্পা দলুই - কে 01.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 80D 29545 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি একজন মহিলা হিসাবে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। আমি বর্তমানে আমার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারবো। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমার কাজ অনেক সহজতর হয়ে গিয়েছে এবং আমি একজন কোটিপতি হতে পেরেছি। আমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমার পরিবারের আর্থিক স্থিতি বজায় রাখা এবং আমি এটা পালন করতে সক্ষম হচ্ছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Government Of India
75 National Sample Survey
Celebrating 75 years of NSS

অবহিত নীতিগত সিদ্ধান্তগুলির জন্য সঠিক তথ্য

জাতীয় পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পদ্ধতিটিকে শক্তসমর্থ করে তুলি

প্রতিমাসে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কার্যালয় (এনএসও),
পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় (এমওএসপিআই)
উপভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মুদ্রাস্ফীতির হার উন্মোচন করে

সিপিআই/মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ

প্রতিমাসে এনএসও গণনাকারী সমগ্র ভারতবর্ষে ২২৯৫টি বাজারের ৫০,০০০ এর বেশি খুচরো দোকান থেকে খুচরো মূল্য সংগ্রহ করছে

সিপিআইয়ের বস্তুর ঝুড়ি এবং ওজন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এনএসও-এর দ্বারা বসতবাড়িগুলির খরচ এবং ব্যয় জরিপের মাধ্যমে

সিপিআই/মুদ্রাস্ফীতির হারের গুরুত্বপূর্ণতা

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণতা হল- মুদ্রা নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

দেশের খুচরো অর্থমূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা

খুচরো বিক্রেতা/দোকানদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে এনএসও গণনাকারীদের সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করা এবং সঠিক তথ্য প্রদান করা

এই জরিপে অংশগ্রহণকারী সমস্ত খুচরো দোকানের সমস্ত বিবরণ/ক্ষুদ্র তথ্যগুলি এমওএসপিআইয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে

এনএসও, এমওএসপিআইয়ের সিপিআইয়ের তথ্যগুলির জন্য দয়া করে পরিদর্শন করুন :- cpi.mospi.gov.in, https://www.mospi.gov.in

cbc 39101/13/0006/2425

www.mospi.gov.in @GoIStats /GoIStats
GoIStats Ministry of Statistics & PI

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭১ সংখ্যা, বুধবার, ৬ ফাল্গুন ১৪৩১

অশুভ উন্মাদনা

মহাকুম্ভ ও উরস উৎসবের সময়টা প্রায় কাছাকাছি। আপন আপন ধর্মবিশ্বাসে মানুষের এসবে শামিল হওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক প্রবণতা। উৎসবগুলি যাতে নিরুপদ্রবে উতরে যায়, সকলে নিজের ধর্মাচরণ যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের, সরকারের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের রাষ্ট্রেরও একই কর্তব্য হওয়া উচিত। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত দেশেও রাষ্ট্রীয় ধর্মের পাশাপাশি ভিনধর্মাবলম্বীরা থাকতে পারেন।

সেই 'অপর' ধর্মবিশ্বাসীরা যদি দেশের নাগরিক হন, তাহলে তাঁদের ধর্মাচরণের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় রেষারেষি কিংবা ভিনধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে সেই অধিকার থেকে বঞ্চনার ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। বারোয়ারিপুজোয় বাধাদান এখন সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও বাংলাদেশে প্রায়ই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে সরস্বতীপুজো করতে দেওয়া হয়নি বলে চর্চায় বেশ কিছু অভিযোগ আছে। বাংলাদেশে দুর্গা, সরস্বতী- দুই দেবীর পুজোয় মণ্ডপে হামলা পর্যন্ত হয়েছে।

উভয় ক্ষেত্রে প্রশাসনকে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। আবার দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনের জেরে দীর্ঘদিন পর এবার উরস উৎসবে বাংলাদেশের ভক্তপ্রাণ মুসলিমদের মেদিনীপুরে আসা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলায় দীর্ঘদিন থেকে ওপার বাংলা থেকে আসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। দু'দেশের সরকারই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই ধর্মীয় কর্মসূচিগুলিতে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আবার প্রয়াগরাজের কুম্ভে গিয়ে আপন ধর্মীয় আচার পালন করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন অনেকে। অথচ মাজার বা গির্জায় বেড়াতে যাওয়ায় যেমন বাধা নেই, তেমনই হিন্দু ধর্মের অনুগামী না হলেও কুম্ভে কিংবা মন্দির দেখে আসতে সকলের অধিকার থাকা উচিত। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হলেও তার প্রতিকারে কোনও দেশ এগিয়ে আসছে না। বাংলাদেশে লালনমেলা, বসন্ত উৎসবের মতো সংস্কৃতিচর্চায় বাধা দেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধিতে না থাকার যুক্তিতে।

সরকার সকলের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আচার পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত তো করছেই না। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব থাকছে। কখনও নামমাত্র সমালোচনা বা এসব বরদাস্ত করা হবে না বলে নীচুস্বরে বিবৃতি দিয়ে দায় সারছে। তার মধ্যে শুরু হয়েছে ভিনধর্মের উপাসনাস্থল বা ঐতিহ্যের স্মারক বলপূর্বক ভেঙে ফেলার হিড়িক। ভারতে বাবরি মসজিদকে ধূলিসাৎ করার মধ্যে দিয়ে যার সূচনা।

বাংলাদেশে আবার অনেক মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হচ্ছে প্রায়ই। ভারতে একের পর এক মুসলিম ধর্মীয় স্থানে হিন্দু দেবতার অধিষ্ঠান কোনও সময় ছিল যুক্তি দেখিয়ে তা দখলের চেষ্টা হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি আদালতে একের পর এক মামলা হচ্ছে। সেই মামলার সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে, শেষপর্যন্ত সদ্য সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর একটি নতুন মামলাও করা যাবে না।

ঐতিহাসিক সত্য যে, অতীতে ভারতে বহুবার ভিনদেশ থেকে মুসলিম হানাদাররা এসে শাসন কায়েমে কিছু হিন্দু প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছিল। কিন্তু কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন' বাস্তব চেহারা পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেহারা নিশ্চিত করতে তাই স্বাধীন দেশে আইন হয়েছিল, ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট যে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের যা চেহারা ছিল, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সেই আইনকে চ্যালেঞ্জ করার যে হিড়িক চলছে, তার মধ্যে আর যাই হোক পরমতসহিষ্ণুতা নেই, পরধর্মের প্রতি মর্যাদাবোধ নেই। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অটুট রাখার তাগিদ নেই। বরং ইতিহাসকে মুছে ফেলার মরিয়া চেষ্টা আছে। যেভাবে হাসিনা পরবর্তী জমানায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, মুক্ত চেতনার ঐতিহ্য ধ্বংসের উন্মত্ত প্রয়াস চলছে, কোনও দেশ, কোনও ধর্মের অনুসারীদের জন্যই এই পরিস্থিতি শুভ নয়। বরং এ এক আত্মঘাতী উন্মাদনা।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

আলোচিত

আপনারা ক্রিসমাসে লাইটিং করেই খুব গর্ব করেন। ওদিকে বলা হচ্ছে, ১০ শয্যার হাসপাতাল যথেষ্ট। গ্রামের মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে এই হাসপাতাল থেকে ওই হাসপাতালে ছুটে বেড়ান। একবার আমার হোমটাউন চেন্নাইয়ে আসুন, চিকিৎসকরা কী করেন দেখুন।

-টিএস শিবজ্ঞানম
(কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি)

ভাইরাল

অটোয় কত লোক উঠতে পারে? ১৯ জন! সম্প্রতি ঝাঁসির রাস্তায় পুলিশ একটি অটোতে তল্লাশি চালায়। অটো থেকে যাত্রীদের নেমে আসতে বলা হয়। চালক সহ ১৯ জন ছিল অটোতে। চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

১৮৬১

রানি রাসমণির জীবনাবসান হয়েছিল আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল- আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে। সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, নরেন নররূপী নারায়ণ

শংকর

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর জন্মতিথি পালন করা হলেও ইংরেজি তারিখটিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। রামকৃষ্ণদেবের সেই জন্মতারিখটি ১৮ ফেব্রুয়ারি। সবে আমরা পেরিয়ে এলাম দিনটি। এমন পরম পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আরেক মহামানবের। তিনি নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ। কেন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ, কিছু আপাত না চেনা কথা আমরা ইতিহাস খুঁড়ে উল্লেখ করতে পারি।

স্বামীজিরা ছিলেন দশ ভাইবোন। নরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠ সন্তান। এঁদের সম্বন্ধে আজও বহুকিছু অজানা। কিছু কিছু কথা বিবেকানন্দ নানা সময়ে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি থেকে দু-এক আঁজলা আমরা পাঠকদের জন্য তুলে ধরতে পারি। গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। স্বামীর আকস্মিক অকালমৃত্যু ও বড়ছেলের গৃহত্যাগের পর নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতার রামতনু বসু লেনের পিত্রালয়। অসহায়া কন্যার পাশে সারাজীবন দাঁড়িয়েছেন জননী রঘুমণি বসু। স্বামীজিও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। যাইহোক, মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হলে মায়ের অবস্থা কী হবে, কীভাবে ভরণ-পোষণ হবে, তার মর্মস্পর্শী ইঙ্গিত রয়েছে স্বামীজির চিঠিতে।

আমরা কথায় ফিরব সেই সময়ে, যখন পিতাকে হারিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী দিশেহারা। কালচক্রে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি স্বামীজির নিজের কথা তুলে ধরব এখানে। নরেন্দ্রনাথের জন্মের পর তাঁর পিতৃদেব একটি জন্মকুণ্ডলী করান, কিন্তু তিনি তা পুত্রের কাছে কখনও প্রকাশ করেননি। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর কিছু কাগজপত্রের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেই জন্মকুণ্ডলী খুঁজে পান। তাতে তিনি দেখেন, তাঁর পরিব্রাজক হওয়ার কথা সেখানে নির্দিষ্ট ছিল।

ছোটবেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনচর্চায় নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শাস্ত্রের উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করেন। বুঝতে পারেন, মানুষের পক্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পারেন, 'আমাদের যা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তা তিনি জীবনে পরিণত করেছেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথের পথিক, সেই পথ অবলম্বন করবার প্রবল আকাঙ্খা আমার মধ্যেও জেগে উঠল। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সংকল্প নিলাম।' বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, তিনি অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁর কিছুই ছিল না। পড়াশোনাও বিশেষ করেননি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্খা তাঁর মনে জেগেছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনার শুরু। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক অন্য ধর্মসম্প্রদায়ে যোগদান করলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কয়েক বছর পরে আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যেতেন।

এইভাবে সব সাধনার শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সব মতই ভালো। কোনও ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করতেন না। তিনি বলতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলো একই সত্যে পৌঁছোবার বিভিন্ন পথ মাত্র। তিনি আরও বলতেন, এতগুলো পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হত, তবে সেটা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হত। পথের সংখ্যা যত বেশি থাকবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের বেশি সুযোগ ঘটবে। যদি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তবে আরেক ভাষা শিখবার চেষ্টা করব, সব ধর্মমতের প্রতি তাঁর এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

হাজার হাজার লোক এই অপূর্ব মানুষটিকে দেখতে এবং সরল গ্রাম্যভাষায় তাঁর উপদেশ শুনতে আসতে লাগল। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষ শক্তি মেশানো থাকত। তাঁর প্রত্যেক কথা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিত। অদ্ভুত এই মানুষটি সেকালের ভারতের রাজধানী এবং আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখানে প্রতি বছর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই কলকাতা শহরের কাছে বাস করতেন। তবু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী, অনেক সন্দেহবাদী এবং অনেক নাস্তিক তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনতেন। এমন আশ্চর্য মানুষটির খবর একসময় পেলেন নরেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই মানুষটির খবর পেয়ে আমিও তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। কিন্তু তাঁকে একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হল, কিছু অসাধারণত্ব খুঁজে পেলাম না।'

প্রথম দর্শন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁরই ঘরে। সেইদিন দুটি গান গেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। গান শুনে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ রামবাবুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!' গান তো গাইলেন নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার পরেই ঠাকুর হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তখন শীতকাল, উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে বারান্দাটা ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। তাই বাইরের কাউকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তারপর তিনি সেখানে যা বললেন এবং করলেন তা কল্পনাতীত। তিনি হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পূর্ব পরিচিতের মতো বলতে লাগলেন, 'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে যে কীভাবে প্রতীক্ষা করে আছি, তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল, প্রাণের কথা কাউকে বলতে পাইনে।'

এইভাবে অনেক কথা বলতে লাগলেন। সেইসঙ্গে কাঁদতেও লাগলেন। তারপর নরেন্দ্রনাথের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি— নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করবার জন্যে আবার শরীর ধারণ করেছ।' ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ তো শুনে নির্বাক। স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ তিনি কাকে দেখতে এসেছেন? এ তো একেবারে উন্মাদ। নাহলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্রকে এইসব কথা কেউ বলে! নরেন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন। ঘরের ভিতর গিয়ে ঠাকুর মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে নরেন্দ্রনাথকে নিজে হাতে খাওয়াতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ বারবার বললেন, 'খাবারগুলো আমাকে দিন, আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব।' কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই সেসব কথা শুনলেন না। বললেন, 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।' বলেই হাতে যা ছিল সব নরেন্দ্রনাথকে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তাঁর হাত ধরে বললেন, 'বলো, তুমি শীঘ্র আর একদিন একা আমার কাছে আসবে!'

ঠাকুরের এই একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ। মুখে বললেন, 'আসব'। তারপর নরেন্দ্রনাথ আবার ঘরে এসে সঙ্গীদের পাশে বসলেন। সেখানে বসেই ঠাকুরকে লক্ষ করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ। না, ইনি তো উন্মাদ নন। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদিতে উন্মাদের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশ শুনে ও তাঁর অদ্ভুত ভাবসমাধি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের মনে হল, তিনি সত্যি-সত্যি একজন ঈশ্বর-জানিত মানুষ। তিনি মুখে যা বলছেন, তা তিনি নিজেও অনুভব করেছেন। তাই ধীরে ধীরে তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' বিন্দুমাত্র দেরি না ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কে তা চায়? লোকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির শোকে কত চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে ওইরূপ করে? তাঁকে পাবার জন্যে কেউ যদি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে দেখা দেন।'

ঠাকুরের এই উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, মানুষটি তাঁর নিজ উপলব্ধি থেকেই কথাগুলো বলছেন। কিন্তু কোনও ভাবেই একটু আগে উন্মাদের মতো তাঁর আচরণের সঙ্গে এই কথার সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না। তা সত্ত্বেও মনে হতে লাগল, উন্মাদ হলেও ইনি মহাত্যাগী ও মহাপবিত্র এবং শুধু এই জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার যথার্থ অধিকারী। এইসব নানাবিধ চিন্তা করতে করতে সেদিন ঠাকুরকে প্রণাম করে নরেন্দ্রনাথ বিদায় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার দুজনের দেখা সেই দক্ষিণেশ্বরে। সেবার নরেন্দ্রনাথকে দেখে স্তব করেছিলেন ঠাকুর। বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ!'

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যে কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে তা প্রথমবার গাড়িতে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঠিক ঠাহর করতে পারেননি। তারপর গিয়েছেন হাঁটাপথে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে পৌঁছে গেলেন কালীবাড়ি। সোজা চলে গেলেন ঠাকুরের ঘরে। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, ঠাকুর তাঁর ছোট তক্তপোশখানির উপরে বসে আছেন। নরেন্দ্রনাথকে দেখেই তিনি আনন্দের সঙ্গে ডেকে তাঁর বিছানার উপর বসালেন। বসেই দেখলেন, তিনি যেন কীরকম ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এবং নরেন্দ্রনাথের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলতে বলতে তাঁর দিকে সরে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, আগের দিনের মতো বুঝি আবার একটা পাগলামি করবেন। কিন্তু তা নয়। ঠাকুর করলেন কী, তাঁর ডান পা নরেন্দ্রনাথের গায়ের উপর রাখলেন। ওই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হল। চোখ মেলে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, দেয়ালগুলো ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বেগে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমার আমিত্ব সহ সারা বিশ্বটাই যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হতে ছুটেছে। তখন আমি এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল— আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে। সামলাতে না পেরে চিৎকার করে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!'

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে সেদিন ঠাকুর উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন। হাত দিয়ে বুকে টুক টুক করে চাপড় দিয়ে বললেন, 'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।' আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুর একথা বলতে না বলতেই নরেন্দ্রনাথের ওই অদ্ভুত উপলব্ধি নিমেষে থেমে গিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এই দুই মণি-কাঞ্চনযোগে সমাজে, দেশে, বিশ্বে কী ঘটেছে তা কম-বেশি সকলের জানা।

জনমন জনমত

দলের নাম বাংলা, ক্রিকেটার ভিনরাজ্যের

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, এটি একটি আবেগ এবং গর্বের বিষয়। প্রতিটি রাজ্যের মানুষ চান, তাঁদের অঞ্চলের খেলোয়াড়রা দলকে নেতৃত্ব দিক, মাঠে পারফর্ম করুক। কিন্তু বাঙালিদের জন্য এক দুঃখজনক সত্য হল, কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর), যাতে বাংলার নাম রয়েছে, সেই দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা, কখনো-কখনো শূন্য।

বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ঋদ্ধিমান সাহা, অভিষেক পোরেল, অনুষ্টুপ মজুমদারের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা থাকলেও কেকেআর তাদের নিয়মিত সুযোগ দেয় না। আইপিএলে যেভাবে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু বা মুম্বই খেলোয়াড়রা সুযোগ পান, সেভাবে বাংলার ক্রিকেটারদের কেকেআর দলে দেখা যায় না। বাংলার মানুষ চান তাঁদের নিজস্ব খেলোয়াড়দের মাঠে দেখতে। স্যোশাল মিডিয়ায় বহুবার কেকেআরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তবুও দল তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনেনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্স নামটি বলেই দিচ্ছে এটি বাংলার দল। কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়রা যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন না, সেখানে এই দলকে প্রকৃত অর্থে বাংলার দল বলা কতটা যুক্তিসংগত - এটাই বড় প্রশ্ন।

রিতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

মুক্ত অরণ্যনীতিতে বনাঞ্চলের বিপদ

প্রবেশ অবাধে মুক্ত অরণ্যনীতিতে বন ও বন্যপ্রাণের বিপদের সম্ভাবনাই প্রবল। প্রবেশ অবাধ ও প্রবেশমূল্য পূর্ণ প্রত্যাহারের ফলে অরণ্য যেন হয়ে উঠেছে আমোদক্ষেত্র। সবচেয়ে বেশি অবহেলিত উত্তরবঙ্গের অরণ্য ও বন্যপ্রাণ। কংক্রিটের রাহুগ্রাস থাবা বসিয়েছে অরণ্যে, বেড়েছে অপরিকল্পিত পর্যটনক্ষেত্র। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পর্যটনের নামে স্বার্থান্বেষীদের যথেচ্ছাচার দুর্ভাগ্যজনক। সস্তা পর্যটনের নামে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর শোষণকে রোধ করতে হলে সদর্থক ভূমিকা নিতেই হবে।

বিগত দুই দশকে বক্সা অরণ্যের চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। জলবায়ুর তারতম্য স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়। সেইসঙ্গে দূষণ বেড়েছে নদী ও বনাঞ্চলের মাটিতে। পলিথিন, দৈনন্দিন বর্জ্য ও বাহ্যিক প্রভাব পরিবেশকেই শুধু প্রভাবিত করছে না, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করছে বন্যপ্রাণের। স্বভাবতই বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে মানুষের নিত্য সংঘাত বাড়ছে। বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় বন দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও জনগণের ক্ষোভে তা বাস্তবায়িত হয় না। সরকারি সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নাগরিক সদিচ্ছা আরও বেশি প্রয়োজন।

ভারতের অরণ্যনীতিতে সুস্থায়ী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়ে মানুষের অধিকার কায়েম হলে প্রকৃতির রোষ তো আসবেই। জয়ন্তী, বালা ও পাহাড়ি ঝোরাতে দূষণ এক জ্বলন্ত সমস্যা। ক্রমাগত দূষণের ফলে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি হচ্ছে, এদের অস্তিত্ব আরও কমবে। অন্যদিকে, বক্সায় বাঘের উপযুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি না হলে এই বৃহৎ ব্যাঘ্র-প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যনীতিতে শিথিলতা আনলেই বিপদ।

শুভময় দত্ত
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

খালি গলায় গান গাওয়া ছিল প্রতুলের কাছে খুব স্বাভাবিক

প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি কলকাতা বইমেলায়। তখন কলেজে পড়তাম। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বইমেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, দ্যাখ, দ্যাখ প্রতুল মুখোপাধ্যায়। একটু বেশিই জোরে চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম বোধহয়, তিনি কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ফিরে দেখলেন একবার আমাদের, মুখে স্মিত হাসি।

এখনকার দিনে যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া অনেক শিল্পীই হয়তো গান গাইতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া গাইতে চান না এমন উদাহরণও আছে। অথচ খালি গলায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় যখন গাইতেন, বোঝা যেত শুধু গলা দিয়ে নয়, অন্তর থেকে উঠে আসছে তাঁর গান।

আসলে খালি গলায় গান গাওয়াকে এমন স্বাভাবিক এবং সহজ করে তুলেছিলেন তিনি, যে তাঁর খালি গলায় গান শুনলে খেয়ালই থাকত না বাড়তি কোনও কিছুর কথা।

আকাশজোড়া খ্যাতি পেয়েও অনাড়ম্বর থাকার, সহজ ও স্বাভাবিক থাকার মানুষ আমাদের চারপাশে কমে আসছে ক্রমশ। প্রতুল মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই বিরল, হারিয়ে যাওয়া মানুষজনের একজন। এখন এমন একসময়, যেখানে বাংলা ভাষাকে প্রতিদিন অপমানের ধুলো গায়ে মাখতে হচ্ছে, সেখানে তাঁর 'আমি বাংলায় গান গাই' যতবার গাওয়া হবে, সেই গানের প্রতিটি পংক্তি যেন প্রতিবাদ হয়ে উঠে আসবে। আসলে এখনকার ছেলেমেয়েরা যে বাংলা ভাষাটা শিখছে না, সেই নিয়ে চিন্তা করতেন, ভাবতেন তিনি। বাংলা গান, সর্বোপরি বাংলা ভাষা তাঁর ঋণ কখনও ভুলবে না।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। পড়ুয়ারা যেখানে একসঙ্গে থাকে ৫। তরল ধাতু ৬। যার পেট চালানোর সম্বল নেই ৮। যা এখনও হয়নি তবে হবে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। ভীষণ অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর ইতিহাসের শাসক ১৩। মুসলমান পণ্ডিত এবং কোরান বিশেষজ্ঞ ১৪। সমান জায়গা।

উপর-নীচ : ১। অক্ষম বা অসমর্থ ২। ঘরের ওপরে থাকে ৩। বনজঙ্গল ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। আকন্দ ফলের যে অংশ তুলোর মতো হাওয়ায় ওড়ে ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। হঠাৎ আসা বান ৯। আড়াল বা অন্তরাল ১০। বোকামি বা ঝঞ্ঝাট ১১। সুতো জড়িয়ে রাখার কাঠের বস্তু ১২। নিষিদ্ধ বস্তু ১৩। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি সুতো।

সমাধান ■ ৪০৬৮

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। অন্তিম ৫। দানখয়রাত ৬। জায়গা ৭। বাবলা ৯। কথোপকথন ১২। নালিক ১৩। কটকার।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মলিন ৩। অভয় ৪। মদত ৫। দাগা ৭। বান ৮। লাগাতার ৯। কল্পনা ১০। পলক ১১। থমক।

ভালো খবর

কেরল থেকে আফ্রিকার মালওয়ি দেশে কাজ করতে যান এক দম্পতি। সেখানে বহু গ্রামে শিক্ষা নেই, পানীয় জল নেই। এসব দেখে মালয়ালি তরুণ-তরুণী সেখানে অন্তত সাতটি কুয়ো বানিয়ে দিয়েছেন সাতটি গ্রামে। শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। ওদেশে তাঁরা এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মধ্যরাতের সিদ্ধান্ত অসম্মানজনক : রাহুল

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে সুপ্রিম শুনানি আজ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মাঝরাতে দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি হিসেবে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগের ঘটনায় বিতর্ক উসকে উঠেছে। গতকাল নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যে ডিসেন্ট বা অসম্মতি নোট পেশ করেছিলেন সেটি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'সুপ্রিম কোর্টে ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নিয়োগ কমিটির গঠন এবং প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার যখন শুনানি হওয়ার কথা, তখন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে নতুন সিইসির নাম ঘোষণা করেছেন তা একইসঙ্গে অসম্মানজনক এবং অসৌজন্যমূলক।'

নিয়োগ নিয়ে রাহুলের আপত্তির মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৩ সালে তৈরি সিইসি এবং ইসিদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, বুধবার তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুনানি হবে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চে এদিন মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানিয়েছেন, সংবিধান বেঞ্চের রায় থাকা সত্ত্বেও যেভাবে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে গণতন্ত্রের উপহাস করা হয়েছে। প্রশান্তের আর্জি, সংবিধান বেঞ্চের অবস্থান খারিজ করে ২০২৩ সালের আইন অনুযায়ী সিইসি এবং ইসিদের নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, সিইসি এবং ইসিদের

> প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে নতুন সিইসির নাম ঘোষণা করেছেন, তা একইসঙ্গে অসম্মানজনক এবং অসৌজন্যমূলক।
>
> **রাহুল গান্ধি**

নিয়োগ করতে যে কমিটি গঠন করা হবে তাতে প্রধান বিচারপতিকেও রাখতে হবে।

সোমবার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে প্রায় আধঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছিল। সেখানে সরকারের তরফে পরবর্তী সিইসি হিসেবে পাঁচজনের একটি তালিকা পেশ করা হয়। তাতে বর্তমান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারেরও নাম ছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধি নিয়োগ কমিটির গঠন নিয়ে প্রথমেই আপত্তি তোলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তখন বিরোধী দলনেতাকে নামের তালিকা দেখার অনুরোধ করেন। কিন্তু রাহুল তাতে রাজি হননি। বরং নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন। ডিসেন্ট নোটটিও জমা দিয়ে আসেন। সেটি এদিন সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে রাহুল বলেছেন, 'প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইসি এবং সিইসি বাছাই প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং দেশের প্রধান বিচারপতিকে কমিটি থেকে সরিয়ে আমাদের ভোটপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ ভোটারের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার।'

মঙ্গলবার অবসর নেন সিইসি রাজীব কুমার। তাঁর জায়গায় ১৯৮৮-র ব্যাচের কেরল ক্যাডারের আইএএস জ্ঞানেশ কুমারকে সোমবার মধ্যরাতে যেভাবে দেশের ২৬তম সিইসি হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাকে কেন্দ্রের মধ্যরাতের অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিয়েছে কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ এই প্রাক্তন আমলাকে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক আগের দিন গত বছর ১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সিইসি পদে থাকবেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের সময় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের পদে ছিলেন। সেই সময় ভূস্বর্গে কেন্দ্রের একাধিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠন এবং মাল্টিস্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ সংশোধনী আইন পাশ করানোর ব্যাপারেও গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর পাশাপাশি ১৯৮৯-র ব্যাচের হরিয়ানা ক্যাডারের আইএএস বিবেক যোশিকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে সোমবার।

স্বাগতম...কাতারের আমির সহ প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা দ্রৌপদী মুর্মুর। পাশে খোশগল্পে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

রমজানে মুসলিমদের আগে ছুটি

হায়দরাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মার্চের ২ তারিখে শুরু হচ্ছে মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাস। এই উপলক্ষ্যে তেলেঙ্গানা সরকার সমস্ত দপ্তরের মুসলিম কর্মীদের, সরকার স্বীকৃত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের স্বাভাবিক সময়ের এক ঘণ্টা আগে ছুটি করার অনুমতি দিয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রমজান মাসে বিকেল ৫টার পরিবর্তে ৪টের সময় অফিস থেকে বেরোতে পারবেন সব মুসলিম কর্মী। স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তি ভিত্তিক ও আউট সোর্সিং কর্মীরাও এই সুবিধা পাবেন। এই নিয়ম ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। রেবন্ত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিজেপি একে তোষণের রাজনীতি বলে মন্তব্য করেছে। তাদের প্রশ্ন, নবরাত্রির উপবাসে হিন্দুদের অনুরূপ ছাড় দেওয়া হয় কি? বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং জানিয়েছেন, মুসলিম ভোটের ওপর নির্ভর করেই কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় এসেছে। এই সিদ্ধান্ত ধর্মীয় বিভাজনকে আরও গভীর করবে। তেলেঙ্গানা প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নিজামুদ্দিন সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছেন, 'বিজেপি সাম্প্রদায়িক কথা বলতেই অভ্যস্ত।'

ওয়েবসাইট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যঙ্গচিত্র ছেপে কেন্দ্রের রোষে পড়েছে তামিল সাপ্তাহিক ভিকটন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের নির্দেশেই ওই পত্রিকার ওয়েবসাইট ব্লক করা হয়েছে। পত্রিকার অভিযোগ, কেন্দ্রের তরফে তাদের কোনও নির্দেশ পাঠানো হয়নি। ভিকটন অবশ্য সাফাই দিয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তাদের।

ভারতকে হুঁশিয়ারি খালেদা-পুত্রের

প্রতিবাদে উঠল গজলডোবার নাম

ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তিস্তার জলের ভাগ চেয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি, হুমকি দিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। তবে এবার শুধু মাঠে দাঁড়িয়ে নয়, তিস্তার জলে নেমেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। মঙ্গলবার লালমণিরহাটের তিস্তার জল নিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তৃতা দেন তিনি। তারেক বলেন, 'ভারতের অপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের কারণে আজ তিস্তাপারের লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যা ও খরায় দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। জলের অভাবে এখন তিস্তার বুক ধু ধু বালুচর। বিএনপি ক্ষমতায় এলে জলের ন্যায্য ভাগ চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হবে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অসম, অন্যায্য এবং একতরফা সমস্ত চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হবে।' তারেকের সাফ কথা, 'বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সীমান্তে ফেলানির ঝুলন্ত লাশ আর দেখতে চায় না। ভারত যদি তিস্তার ন্যায্য ভাগ না দেয় অনীহা দেখায় তাহলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে, কৃষককে বাঁচাতে, আমাদেরই বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে।' রাষ্ট্রসংঘ সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের দাবি তোলার বার্তাও দেন তারেক।

'জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই' স্লোগান দিয়ে গাইবান্ধা, রংপুর, লালমণিরহাট, নীলফামারি এবং কুড়িগ্রামের ১১টি স্থানে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন হয়। তারেক বলেন, 'তিস্তাপারের লক্ষ লক্ষ মানুষ ন্যায্য জলের ভাগ থেকে বঞ্চিত। উত্তরাঞ্চলের মানুষ আজ সারাবিশ্বকে জানিয়ে দিতে চায় ভারতের সঙ্গে যে অভিন্ন ৫৪টি নদী রয়েছে সেই নদীগুলির জলের ন্যায্য ভাগ থেকে আমরা বঞ্চিত। কারো করুণার বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এটা বাংলাদেশের প্রাপ্য। অথচ তিস্তার জলের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে।' তারেকের তোপ, 'ফারাক্কার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পায়নি। এখন তিস্তা বাংলাদেশের জন্য আরও একটি অভিশাপ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে প্রতিবেশী দেশ গজলডোবায় বাঁধ নির্মাণ করেছে।'

মঙ্গলবার লালমণিরহাটে তিস্তা রেলসেতুর পাশে নদীর জলে নেমে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন কমিটির ব্যানারে তাঁদের দাবি একটাই, তিস্তার জলের ন্যায্য ভাগ দিতে হবে। এদিকে তিস্তা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের তিক্ততার ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে চিন। বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, 'তিস্তা মহাপ্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে চিন। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিস্তা আপনাদের এলাকার নদী। কাজেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে। এই প্রকল্প দ্রুত শুরু করলে বাংলাদেশই উপকৃত হবে।' এদিন শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'ভারত শুধু স্বৈরাচার ও পলাতককেই মনে রেখেছে। বাংলাদেশের জনগণকে মনে রাখেনি।'

তিস্তার জলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ বাংলাদেশে। মঙ্গলবার।

জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলতে রাজি পুতিন

মস্কো, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করাতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি শান্তি আলোচনা চাইলেও রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এখনও সরাসরি আলোচনা শুরু হয়নি। মঙ্গলবার সৌদি আরবের রিয়াধে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিল না ইউক্রেন। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, বৈঠকে ইউক্রেনকে যুক্ত না করে কোনও চুক্তি হলে কিভ তা প্রত্যাখ্যান করবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ক্রেমলিন বলেছে, পুতিন তাঁর প্রতিপক্ষ জেলেনস্কির সঙ্গে 'প্রয়োজনে আলোচনা করতে প্রস্তুত।'

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের বক্তব্য, পুতিন নিজেই জানিয়েছেন, দরকার পড়লে তিনি জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন। চুক্তির আইনি ভিত্তি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা দরকার কিন্তু তাতে জেলেনস্কির বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। জেলেনস্কি কিন্তু বলে দিয়েছেন, মধ্যস্থতাকারীদের শান্তিচুক্তি ইউক্রেন গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে, ইউক্রেন ও রাশিয়া জানিয়েছে, কেউ কারও দখল করা এলাকা ছাড়বে না।

ট্রাম্প কয়েক দিন আগে পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। সৌদি আরবে এদিন মার্কিন বিদেশসচিব মার্ক রুবিওর নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ও পুতিনের কূটনৈতিক উপদেষ্টা বৈঠক করেছেন। লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে আলোচনার মধ্যেও কিভে ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী।

ভারতে নিয়োগ শুরু টেসলার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সদ্য সমাপ্ত আমেরিকা সফরে মার্কিন ধনকুবের তথা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা এলন মাস্কের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। মোদি দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যে ভারতে কর্মী নিয়োগের কথা ঘোষণা করল মাস্কের সংস্থা টেসলা।

বৈদ্যুতিন গাড়ি (ইভি) নির্মাণ শিল্পে অন্যতম নাম টেসলা নয়াদিল্লি ও মুম্বইয়ের শহরতলিতে আপাতত ১৩টি পদে কর্মী নিয়োগ করবে। পদগুলি হল পরিষেবা প্রযুক্তিবিদ, পরিষেবা উপদেষ্টা, গ্রাহক-সম্পর্ক ম্যানেজার, ব্যবসায়িক কাজ বিশ্লেষক, ডেলিভারি অপারেশন বিশেষজ্ঞ এবং স্টোর ম্যানেজার। সোমবার থেকে আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে। লিঙ্কডইনের বিজ্ঞাপনে ইভি প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ভারতে ১৩টি পদে নিয়োগের কথা জানিয়েছে।

এলন মাস্কের সংস্থাটি ভারতের বাজারে ঢোকার চেষ্টা বহুদিন থেকে করছে। টেসলা ২০১৯ সালে ভারতে ব্যবসা শুরু করার অনুমতি চেয়েছিল। ২০২৩-এও এই নিয়ে মোদি ও মাস্কের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। মোদির আমেরিকা সফরের পর টেসলার লিঙ্কডইনের বিজ্ঞাপনি পোস্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবারের বৈঠকে দু'পক্ষ একমত হয়েছে।

মিশেলকে জামিন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছয় বছর পর জামিন মিলল অগস্তাওয়েস্টল্যান্ড মামলায় অভিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী ব্রিটিশ নাগরিক ক্রিশ্চিয়ান মিশেল জেমসের। মঙ্গলবার মিশেলকে জামিন দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, মিশেল গত ছয় বছর ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন এবং মামলাটির তদন্ত এখনও চলছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তকে জেলে আটকে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আদালত যে শর্ত নির্ধারণ করবে, সেই অনুযায়ী মিশেলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে।

মোছা হল শহিদের নাম

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : যোগীরাজ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কোপ থেকে বাদ পড়ছে না পরমবীর চক্রে সম্মানিত শহিদ ভারতীয় সেনা জওয়ানের নামাঙ্কিত স্কুলও। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে ৮টি পাকিস্তানি ট্যাংককে একার হাতে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শহিদ আবদুল হামিদ। এই বীরত্বের জন্য তাঁকে পরমবীর চক্র সম্মান দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলার ধামুপুরের যে স্কুলে আবদুল হামিদ ছেলেবেলায় পড়াশোনা করেছিলেন সেই সরকারি প্রাথমিক স্কুলটির নাম বদলে রাখা হয়েছিল অমর শহিদ আবদুল হামিদ বিদ্যালয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি স্কুলের নাম পরিবর্তন করে পিএম শ্রী কম্পোজিট বিদ্যালয় রাখে। যোগী সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে পরমবীর চক্র প্রাপকের পরিবার।

সংসদে ঋষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক মঙ্গলবার স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি, কন্যা কৃষ্ণা ও অনুষ্কাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের সংসদ ভবন পরিদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুধা মূর্তিও উপস্থিত ছিলেন। সুধা আবার সুনকের শাশুড়ি। তাঁরা সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘুরে দেখেন এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা সংসদের বিভিন্ন গ্যালারি, চেম্বার, সংবিধান হল এবং সংবিধান সদন সহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি দেখেন।

আজ টিভিতে

প্রতিকার দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অপরাজিতা, ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ ক্রিমিনাল, ১.০০ অপুর পাঁচালী

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোমায় পাবো বলে, দুপুর ২.০০ অমর প্রেম, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ১০.০০ কমলার বনবাস, ১২.০০ এফআইআর নম্বর ৩৩৯/০৭/০৬

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু টু, বিকেল ৪.১৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, সন্ধে ৬.৫০ অন্ধ বিচার, রাত ৯.৫৫ গোত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ওরা থাকে ওধারে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্তরের ভালোবাসা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

জি সিনেমা : দুপুর ২.১৪ রোডসাইড রোমিও, বিকেল ৪.৫৫ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, সন্ধে ৭.৫৫ ধমাল, রাত ১০.৩৪ ভোলা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৫ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, দুপুর ১.৩৩ মম, বিকেল ৪.০১ চক্রব্যূহ, সন্ধে ৬.৩৩ গুডবাই, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ নীল বট্টে সন্নাটা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩২ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪৬ কোই মিল গয়া, বিকেল ৫.০১ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০২ কাকুদা

রমেডি নাউ : বেলা ১১.৩০ গেস হু, দুপুর ১.১২ মাই সুপার এক্স-গার্লফ্রেন্ড, বিকেল ৪.০৪ ডাউন উইথ লভ, রাত ৯.০০ ফার্স্ট ডটার, ১০.৪৬ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫০ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৪.৩০ স্পিড, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান- অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স ১১.০৫ শাটার

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

ভোলা রাত ১০.৩৪ জি সিনেমা

নো টাইম টু ডাই দুপুর ১.৫০ মুভিজ নাউ

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস বিকেল ৪.৪৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

রণবীরকে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়া। তাঁকে আপাতত গ্রেপ্তার করা যাবে না। 'ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট' শো-তে তাঁর আপত্তিকর মন্তব্য সংক্রান্ত ভিডিও নিয়ে নতুন এফআইআর-ও দায়ের করা যাবে না তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে 'বিয়ার বাইসেপস' নামে পরিচিত ওই ইউটিউবারকে। মঙ্গলবার রক্ষাকবচ দিলেও জনপ্রিয় টিভি শো-তে 'বাবা-মায়ের যৌনতা' নিয়ে করা মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রণবীরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মুম্বই, গুয়াহাটি এবং জয়পুরে রণবীরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, শো-তে তিনি বাবা-মায়ের সম্পর্ক নিয়ে 'অশ্লীল' ও 'অবমাননাকর' মন্তব্য করেছেন, যা কখনই জনসমাজ অনুমোদন করে না।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও এন কোটিশ্বর সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ রণবীরের ভাষার তীব্র সমালোচনা করেছে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'এমন ভাষা যদি অশ্লীলতা না হয়, তবে অশ্লীলতা কাকে বলে? এমন কথা শুনে বাবা-মায়েরা লজ্জিত হবেন, সমাজ লজ্জিত হবে। এটা বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ।'

বিচারপতি সূর্যকান্ত প্রশ্ন তোলেন, 'এ ধরনের ভাষা কি মুক্তচিন্তার নাম করে বলা যায়? একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কি কোনও দায়বদ্ধতা থাকতে নেই?' তিনি আরও বলেন, 'এই মন্তব্য শুধু অশ্লীল নয়, এতে বাবা-মায়েদেরও অপমান করা হয়েছে। এমন নোংরা মনোভাব কেন প্রকাশ পেল?'

রণবীরের পক্ষের আইনজীবী মন্তব্যের পক্ষে না দাঁড়িয়ে জানান, 'এই ভাষা অস্বাভাবিক এবং আপত্তিকর, তবে এটি অপরাধমূলক কি না, সেই প্রশ্ন রয়েছে।'

বিচারপতি বলেন, 'আপনি যদি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এমন কথা বলতে পারেন, তবে হুমকির মাধ্যমেও কেউ সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে চাইতে পারে।'

রণবীরকে যেমন আপাতত গ্রেপ্তার করা যাবে না, ঠিক তেমনই আদালতের পরবর্তী নির্দেশের আগে পর্যন্ত তিনি কোনও শো-ও সম্প্রচার করতে পারবেন না। থানে পুলিশের কাছে নিজের পাসপোর্টও জমা রাখতে হবে তাঁকে। যেতে পারবেন না দেশের বাইরেও।

রক্ষা পেলেন ৮০ যাত্রী

টরন্টো, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। কানাডার টরন্টোর পিয়ারসন বিমানবন্দরে তুষারপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে অবতরণের সময় ডেল্টা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান উলটে যায়। তবে এই দুর্ঘটনায় ১৮ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হলেও কারও জীবনহানি হয়নি। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় ৭৬ জন যাত্রী ও ৪ জন বিমানকর্মীর।

প্রবল তুষারপাত সঙ্গে ঘণ্টায় ৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই বিমানটি অবতরণ করতে গেলে হঠাৎ উলটে যায়। টরন্টো পিয়ারসন বিমানবন্দরের প্রধান নির্বাহী ডেবোরা ফ্লিন্ট জানান, 'কোনও প্রাণহানি না হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। আহতদের আঘাতও যৎসামান্য।' বিমানবন্দরের ফায়ার চিফ টড আইটকেন বলেন, দুর্ঘটনায় জখম একজন শিশু সহ ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কর্মী বরখাস্ত, পড়ুয়াদের ফিরিয়ে 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'

ওডিশায় নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যায় ক্ষুব্ধ নেপালের প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর ও কাঠমান্ডু, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ওডিশার কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজির (কেআইআইটি) হস্টেলে নেপাল থেকে আসা প্রকৃতি লামসালে নামে এক ছাত্রীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ঘটনার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে যেভাবে নেপালি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বার করে দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তা নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও কেআইআইটির ঘটনা ছায়া ফেলেছে।

মঙ্গলবার অবশ্য আগের অবস্থান থেকে সরে এসে নেপালি পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছে কেআইআইটি। এজন্য একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ওই কন্ট্রোল রুম থেকে নেপালি পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের হস্টেলে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি অবাঞ্ছিত মন্তব্য এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে ৩ কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মধ্যে ২ জন নিরাপত্তা আধিকারিক। প্রকৃতিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অদ্বিক শ্রীবাস্তব নামে এক ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। অভিযোগ, নেপালি পড়ুয়ার আত্মহত্যার পর তাঁর সহপাঠীরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, সেইসময় হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বিদেশি পড়ুয়াদের জোর করে ক্যাম্পাসের বাইরে বার করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। নেপালি ছাত্রদের দাবি, তাঁদের জোর করে বাসে চাপিয়ে কটক রেলস্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। এর জন্য মঙ্গলবার ক্ষমা চেয়েছেন কেআইআইটি কর্তৃপক্ষ।

এদিকে মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে নেপালের একাধিক ছাত্র সংগঠন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিও। কেআইআইটি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নেপালের দিল্লি দূতাবাসের দুই আধিকারিককে ভুবনেশ্বর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওলি বলেন, 'সরকার কূটনৈতিক স্তরে বিষয়টি মোকাবিলা করছে। দূতাবাসের ২ আধিকারিক মঙ্গলবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। নেপালি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা।' কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতে পাঠরত নেপালি শিক্ষার্থীরা দু-দেশের স্থায়ী সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারত সরকার নেপালি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ করছে।'

নেপাল সরকারের বার্তা পাওয়ার পরেই কেন্দ্র যে পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছে, কেআইআইটি কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। গোটা ঘটনায় হতাশ প্রকৃতি লামসালের পরিবার। মৃত ছাত্রীর বাবা সুনীল লামসাল বলেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার মনে হয় সে-ই এইসবের পিছনে রয়েছে। তার ফোন, ল্যাপটপ এবং ডায়েরি ফরেন্সিক বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এবং সরকার আমাদের সাহায্য করছে। আমি শুনেছি যে নেপালের ছাত্রদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। আমরা ন্যায়বিচার চাই, আর কিছু নয়।'

২০০ কোটির ক্লাবে ‘ছাওয়া’

মাত্র চারদিনেই ‘ছাওয়া’ বক্স অফিসে সুনামি এনেছে। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ১৯৫ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করে ফেলেছে এই ছবি। বছরের সবথেকে বেশি আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে এটি। এদিকে ছবিকে ঘিরে অনুরাগীদের উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে এবং তার চেহারাও নানাভাবে পালটাচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি বছর বারোর ছেলে হলে বসে রীতিমতো কাঁদতে কাঁদতে শিবাজি ও সম্ভাজি মহারাজের নামে স্লোগান দিচ্ছে---এমন ছবি ভাইরাল হয়েছে। ওই ছবি সম্ভাজি বা ছবির নায়ক ভিকি কৌশলকে আবেগতাড়িত করে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, আমাদের সবথেকে বড় উপার্জন।

এবার এক অনুরাগী ঘোড়ায় চড়ে সম্ভাজির মতো পোশাক পরে হলে গিয়েছেন, এই ছবি নেটে ঘুরছে। ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আরও অনেকে ছিল যারা জয় ভবানী স্লোগান দিচ্ছেন, ঢোল বাজাচ্ছেন। এই ঘটনা ছবির জনপ্রিয়তা যেমন প্রমাণ করছে, তেমনি আবার এই ঘটনা সমালোচিতও হয়েছে। একজন লিখেছেন, আমি একটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে যেতে পারি না, আর ওরা ঘোড়া নিয়ে ঢুকে গেল! আর একজন লিখেছেন, এবার সম্ভাজি যে সিংহটার সঙ্গে লড়েছেন, তাকেও নিয়ে এসো। সমালোচনা থাক, ছাওয়া যে দর্শকদের মনের মতো হয়েছে, তা বক্স অফিস কালেকশন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সোমবারের ব্যবসা একটু কমেছে, তবে পরে তা ধরে নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভিকি কৌশল ছাড়াও ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা, অক্ষয় খান্না প্রমুখ। পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর। মিউজিক কম্পোজিশন এ আর রহমান।

হৃদান রোশনে মুগ্ধ নেটমহল

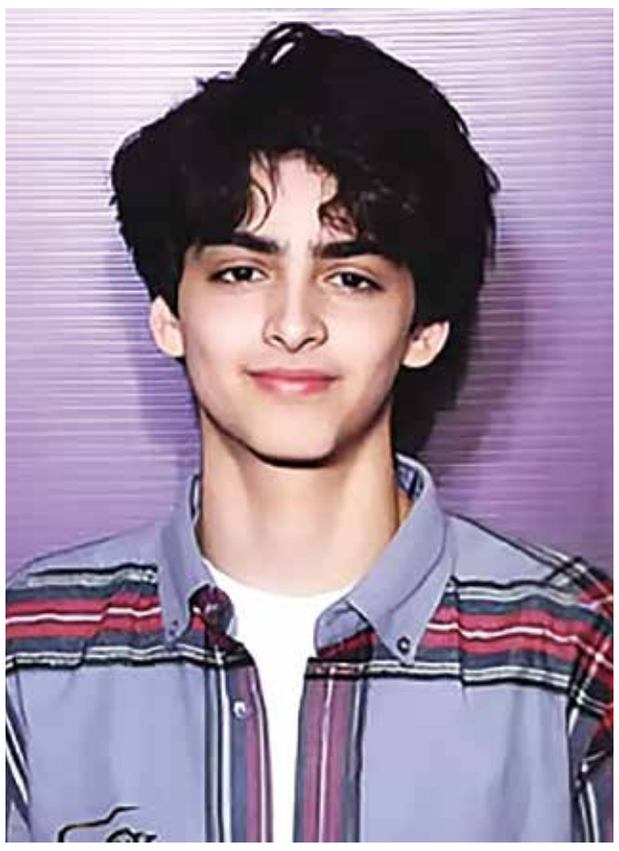

দ্য রোশনস-এর সাকসেস পার্টিতে এসেছিলেন হৃতিক রোশনের পুত্র হৃদান রোশন। তাঁর বয়স ১৬। তাঁকে দেখে নেটমহল মুগ্ধ। তাদের বক্তব্য, এত সুন্দর দেখতে তাঁকে! এ নিশ্চয় জিন-এর কারিগরি। হৃতিক ও সুসানে খানের দুই পুত্র, বড় রিহানের বয়স ১৮, পরে হৃদান । দুই ছেলেই অসম্ভব সুন্দর। হৃদানের সঙ্গে অনেকে হৃতিকের মিল খুঁজে পেয়েছেন, অনেকে তো ফরাসি-আমেরিকান অভিনেতা ও কাইল জনারের প্রেমিক টিমোথি শলামেটের সঙ্গে তুলনা করছেন। দ্য রোশনস—এই তথ্যচিত্রের সাফল্যের অনুষ্ঠানে হৃতিকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাকেশ রোশন, রাজেশ রোশন, হৃতিকের মা পিংকি, দিদি সুনয়না, অভিনেত্রী রেখা, অনুপম খের, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ।

একনজরে সেরা

ছাওয়া নিয়ে

ছাওয়ার বক্স অফিসে সাফল্যের মধ্যে মুম্বাইয়ের ডাব্বাওয়ালা অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে আবেদন করেছে, ছবিকে ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া হোক। এটি যথাযথভাবে সম্ভাজি মহারাজের জীবনগাঁথা পর্দায় তুল ধরেছে। ফ্রি হলে আরও বেশি মানুষ, বিশেষত তরুণ সম্প্রদায় এই ছবি দেখতে পারবে। ছাওয়া নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে, তারিখ জানা যায়নি।

সঞ্জয়, সলমন

সঞ্জয় দত্ত ও সলমন খান একটি আন্তর্জাতিক প্রোজেক্টে কাজ করবেন একসঙ্গে। এই থ্রিলারে দুজন ক্যামেও করবেন, শুটিং হবে দুবাইতে। তিনদিনের শুটিং সারতে সলমনের টিম রবিবার চলেও গিয়েছেন সেখানে। নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্টের কারণে ছবি নিয়ে কিছু জানাতে পারেনি ছবির টিম। মধ্যপ্রাচ্যে এই দুই নায়কের জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগাবেন নির্মাতারা।

চুম্বনের দাবি

উদিত নারায়ণ দ্য রোশনস-এর সাফল্যের পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে পাপারাৎজিরা তাঁকে বলেন স্যার, এক কিস হো জায়ে। অপ্রস্তুত উদিত নিজেকে সামলে হেসে বেরিয়ে যান। তাঁর এক ভক্ত বলেন, নিজেই নিজেকে ছোট করেছেন। প্রসঙ্গত, এক অনুষ্ঠানে এক অনুরাগিনীর সঙ্গে সেলফি তোলার সময় তাঁর ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন গায়ক।

করণের অনুপ্রেরণা

করণ জোহার স্ত্রী ২-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত এবং ভীষণ খুশি। তিনি বলেছেন, বড় স্টার নেই, কিন্তু পরিচালক অমর কৌশিক ও প্রযোজক দীনেশ ভিজানের দৃষ্টিভঙ্গী, নির্মাণের পরিকল্পনা, বিপণন, কোন সময়ে ছবির মুক্তি হবে, তার প্রচার পরিকল্পনা সবকিছুই যথাযথ হয়েছে। এখন ছবির নির্মাণে প্রযোজকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

রাধিকার কীর্তি

ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে রাধিকা আপ্তের সিস্টার মিডনাইট মনোনীত। সেখানে বাথরুমের ভিতর ডানহাতে স্তনদুগ্ধ নিষ্কাশনের যন্ত্র আর বাঁ হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে ছবি তুলে পোস্ট করে লিখেছেন, এটাই এখন আমার বাফটা... সহকারী নাতাশাকে ধন্যবাদ এই যন্ত্র আর গ্লাস এনে দেবার জন্য। এরপর তাঁকে ট্রোল করা শুরু হয়।

নায়িকা সেই মোনালিসা

মহাকুম্ভে স্নান করে বিখ্যাত হয়েছেন মোনালিসা ভোঁসলে। রোজগারের জন্য মালা বিক্রি করতে যান সেখানে, তারপরই ভাগ্য খুলে যায় তাঁর। অভিনয় করার আমন্ত্রণ পেয়ে যান। সেই প্রস্তাব গ্রহণও করেছেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল আল্লু অর্জুনের নায়িকা হবেন তিনি। এখন জানা গিয়েছে, বলিউডেই পা ফেলছেন তিনি। সনোজ মিশ্রের ডায়রি অফ মণিপুর-ছবির নায়িকা তিনি। পারিশ্রমিক? ২১ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা অগ্রিম পেয়েছেন। অভিনয়ের আগেই তিনি রীতিমতো সেলেব হয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই এক গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থার দূত হয়েছেন। দারুণ গ্ল্যামারাস হালকা রঙের চোখের এই মালকিন সম্প্রতি বিমানে চড়ে কোজিকোড়ে গিয়ে জনৈক এক ব্যবসায়ীর শোরুম উদ্বোধন করছেন। মালায়ালাম ভাষায় কথা বলে বিস্মিত করেছেন কেরলবাসীকে। সনোজের সঙ্গেই মোনালিসা গিয়েছেন কেরলে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ডায়রি অফ মণিপুর-এর শুটিং হবে বলে জানা গিয়েছে।

নতুন পোস্টারে সিকন্দর

সলমন খানের আগামী ছবি সিকন্দর-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ্যে এল। তাঁর বাঁ দিকে সবুজ ও ডানদিকে লাল আলো। ঠোঁটের ওপর গোঁফ, মাঝে দৃশ্যমান তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্বলিত চোখ—বোঝা যায়, মিয়াঁ দারুণ এক চরিত্রে আসছেন ছবিতে। সলমন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এই পোস্টার শেয়ার করেছেন ছবির প্রযোজক সাজিদ নাডিয়াডওয়ালার জন্মদিনে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সিকান্দর আসছে ইদে। মঙ্গলবার সিকান্দর নিয়ে বিশেষ কিছু আসছে, এমন কথা শোনা গিয়েছিল, প্রযোজনা সংস্থা মারফত। ছবির পোস্টার এনেই তা প্রমাণ করে দিলেন কর্তৃপক্ষ। ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর চরিত্র ভয়ংকর, শক্তিমান। কোনও আক্রমণকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা করছেন তিনি, রোমাঞ্চিত করেছে তাঁর লুক। বোঝা যায়, ছবিটি অ্যাকশনে ভরপুর একটি থ্রিলার হবে, তবে তাঁর চরিত্র নিয়ে কিছু জানা যায়নি। ছবিতে আছেন কাজল আগরওয়াল ও রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ পি মুরুগাদোস। হিন্দি ও তেলুগুতে ছবিটি মুক্তি পাবে।

প্রিয়ার মঙ্গলসূত্রে স্মিতা পাতিল

প্রতীক বব্বর এবং প্রিয়া ব্যানার্জির বিয়েতে সামনে না থেকেও একজন বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখা না গেলেও, সর্বত্র তাঁর ছায়া ছিল। প্রিয়াকে আশীর্বাদও করে গেছেন তিনি। তিনি প্রতীকের মা স্মিতা পাতিল। শুনে অবাক হচ্ছেন তো? প্রিয়া ব্যানার্জির সঙ্গে স্মিতার সম্পর্ক নেই, ভাবছেন? তাহলে ভুল ভাবছেন। তাঁর পুত্রবধূকে জুড়ে আছেন স্মিতা পাতিল।

না, শুধু যে তাঁর আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছা দিয়ে জুড়ে আছেন, তা নয়। প্রিয়া ব্যানার্জির মঙ্গলসূত্রে স্মিতা পাতিল রয়েছেন। কীভাবে? স্মিতার কানের দুল ভাঙিয়ে প্রিয়ার জন্য মঙ্গলসূত্র গড়িয়েছেন প্রতীক। প্রতীক জন্মানোর পরে এই দুলটা গড়েছিলেন স্মিতা। সর্বক্ষণ সেটা পরে থাকতেন কানে। সেই দুলটাই প্রতীকের কাছে মায়ের আশীর্বাদ। তাই প্রিয়ার মঙ্গলসূত্রে তাঁর মাকেই চিরকালের জন্য আটকে রাখলেন প্রতীক।

এমনকী তাঁদের বিয়েও হয়েছে স্মিতার বাড়িতেই। যে বাড়িতে প্রতীককে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন স্মিতা, সেই র‍্যাটক্লিফ হাউজেই প্রতীক আর প্রিয়া বিয়ে করেন।

অক্ষয়ের মহাকাল চলো নিয়ে বিতর্ক

পলাশ সেনের ভক্তিগীতির অ্যালবাম মহাকাল চলোর মিউজিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমার শিবলিঙ্গের পুজো করছেন। এরপরই শুরু বিতর্ক। পুরোহিতদের এক সংগঠনের প্রধান মনিশ শর্মা বলেছেন, এটা সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। গানটি ভালো। কিন্তু যেভাবে শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে বসেছেন অক্ষয়, সেটা ঠিক নয়। তাছাড়া, একমাত্র উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে মহাদেবকে ছাই অর্পণ করা যায়, আর কোথাও নয়। এভাবে সেট বানিয়ে মহাদেবের পুজো করাও সনাতন ধর্মের অপমান। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই ভিডিও প্রকাশিত। অক্ষয়কে আগামীতে দেখা যাবে ভূত বাংলা ছবিতে।

অ্যাইতরাজ ২ ছবিতে তাপসী

সুভাষ ঘাই তাঁর অ্যাইতরাজ ছবির সিক্যুয়েল অ্যাইতরাজ ২ বানাচ্ছেন। শোনা গিয়েছে এই ছবিতে তাপসী পান্নুকে প্রধান নারী চরিত্রে নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি চিত্রনাট্য পড়ে দেখার সময় নিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁর চরিত্র পছন্দ হয়েছে, তবে ছবি করবেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি এখনও কিছু জানাননি। ২০০৪-এর এই ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রিয়াংকা চোপড়া কৃত খলনায়িকার চরিত্রটি। সুভাষ কিছুদিন আগে লিখেছেন, প্রিয়াংকা সাহস করেছিল এই চরিত্র করতে এবং করে দেখিয়েছে। তাঁর শক্তিশালী অভিনয় ২০ বছর পরেও তাই মানুষ ভোলেনি।... ছবিতে ছিলেন অক্ষয় কুমার ও করিনা কাপুরও। প্রিয়াংকার কেরিয়ারের সেই সময় ভিলেন হওয়া সহজ ছিল না, তবে তিনি করেছিলেন। তাপসীও স্বাধীন, শক্তিশালী নারীচরিত্রই বেছে নেন অভিনয়ের জন্য। অ্যাইতরাজ ২-তে তিনি এলে আবারও তেমনই এখন শক্তিশালী চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে।

ছোট্ট তারা

পাঁচ বছর বয়সি কৃতিকা দে সূর্যনগর উদয়ন বিতান এলাকার বাসিন্দা। স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের ইউকেজির ছাত্রী। নাচ ও আঁকায় বিশেষ দক্ষতা রেখে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে।

চলছে মাধ্যমিক। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে আড্ডা, খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত মায়েরা। আলিপুরদুয়ারে। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

স্কুলের বাইরে মায়েদের ‘পিকনিক’

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : একদিকে যখন সন্তানরা পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, সেসময় মায়েরা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে ব্যস্ত জমিয়ে নতুন বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। আর সেই আড্ডা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের ছোটবেলায়। মঙ্গলবার শহরের মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির বাইরে সেই ছবিই ধরা পড়ল।

সুভদ্রা দত্ত মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে এসেছিলেন। মেয়ে পরীক্ষা দিতে ঢুকলেও তিনি নতুন বান্ধবীদের মধ্যে দীপালি কর্মকারকে বলছিলেন, ‘তুই আগের দিন খাইয়েছিলি। আজ কিন্তু আমার তরফে ট্রিট।’ সুভদ্রা বলেন, ‘পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার পর কথা বলতে গিয়ে দুজনে খুব ভালো বান্ধবী হয়ে গিয়েছি। পরীক্ষার সময়গুলিতে ঝালমুড়ি, কেক, ফুচকা ইত্যাদি খাওয়া যেমন চলছে, তেমনি জমিয়ে আড্ডাও চলছে।’

শহরের বাবুপাড়া হাইস্কুল, বাবুপাড়া গার্লস হাইস্কুল এলাকায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে পাশেই থাকা স্কুলের মাঠের মধ্যে অভিভাবকদের আড্ডা দিতে। সেখানে গাছের ছায়ায় কেউ গোল করে বসে আড্ডা দিচ্ছেন, কেউ আবার রাস্তার পাশে বসেও আড্ডা দিচ্ছেন। পিয়ালী মজুমদার নামে এক অভিভাবককে দেখা যায় পান চিবোতে চিবোতে গল্প করতে। তিনি বলেন, ‘বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে আসা হয়েছে, সেকারণে

> পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার পর কথা বলতে গিয়ে দুজনে খুব ভালো বান্ধবী হয়ে গিয়েছি। পরীক্ষার সময়গুলিতে ঝালমুড়ি, কেক, ফুচকা ইত্যাদি খাওয়া যেমন চলছে, তেমনি জমিয়ে আড্ডাও চলছে।
>
> **সুভদ্রা দত্ত, অভিভাবক**

ভারী কিছু খাওয়া হল না আজ। তবে এখানে আসার পর কয়েকজন একসঙ্গে বসে আড্ডা দিই। ফল মাখা কিংবা ঝালমুড়ি খাই মাঝেমধ্যেই। আবার যাঁরা পান খান, তাঁদের নিয়ে পানের আসরও বসে।’

তাঁর কথায়, ‘একেবারে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বান্ধবীরা এভাবেই একসঙ্গে আড্ডা দিতাম। সময় কাটাতাম, খাওয়াদাওয়া করতাম। সন্তানরা পরীক্ষা দিলেও আমরা আবার সেই ছোটবেলার দিনগুলি মনে হয় ফিরে পেয়েছি।’

সায়ন্তনী দাসকে আবার দেখা যায় খানিকটা জোর করেই বান্ধবীদের খাওয়ার টাকাটা দিতে। তিনি বলেন, ‘পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমরা ভালো বান্ধবী। ফলে পরীক্ষার দিনগুলিতে আসার পর আড্ডার মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছি। এই সময়টা তো আর ফিরে পাব না। তাই ভালোও লাগে।’

শিপ্রা সরকার জানান, এভাবেই তারা মিলেমিশে পরীক্ষার দিনগুলি কাটাচ্ছেন এবং আশা করছেন এই বন্ধুত্ব পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেও থাকবে বলেন তিনি। শুধু তাই নয় ডলি দাস, মিলি দেবনাথরা আবার কোনদিন কী খাবেন, কে টোটো ভাড়া দেবে সেটা ঠিক করে আসেন। পরীক্ষার দিনগুলো চাপ থাকলেও মায়েরা ফিরে যান ছেলেবেলার দিনগুলিতে। ওই তিন ঘণ্টা যেন তাঁদের একান্ত সময়। তাঁদের ‘রিল্যাক্স’-এর সময়।

টোটোয় পণ্য পরিবহণে ঝুঁকি

লোহার পাত লাগিয়ে বিপজ্জনক যাতায়াত, তৎপর পুলিশ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : টোটোর এদিক-ওদিক মিলিয়ে বসতে পারবেন চারজন। সামনে চালক। কিন্তু ফালাকাটায় এবার ধরা পড়ছে অন্য ছবি। পুলিশ ও প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে টোটোয় লাগানো হচ্ছে বাড়তি লোহার পাত। যাতে পণ্য পরিবহণ করা যায়। এরপর এই অবস্থায় বিপজ্জনকভাবে চলছে যাতায়াত। মঙ্গলবার এমনই টোটোর বিরুদ্ধে অভিযানে নামল ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশ। বেছে বেছে লোহার পাত লাগানো টোটো আটক করা হয় মঙ্গলবার।

প্রায় ১০টি টোটো এদিন আটক করে পুলিশ। যদিও পরে ব্যক্তিগত বন্ডে টোটোচালকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি সতর্কও করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের এমন উদ্যোগে খুশি ফালাকাটার সাধারণ মানুষ।

ফালাকাটার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, ‘টোটোয় বাড়তি লোহার পাত লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ করছেন অনেকেই। এতে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। আমরা এর আগেও বারণ করেছিলাম ও সকলকে সাবধান করেছিলাম। বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও কিছু চালক তা মানছেন না। তাই অভিযানে নামলাম আমরা। প্রথমদিন ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হলেও পরে এমন ফের দেখা গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, টোটোর সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলছে শহরে। আগেও টোটোয় করে পণ্য পরিবরণ করা হত। কিন্তু অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই ফালাকাটা শহরের অসংখ্য টোটোয় পেছনের দিকে লোহার পাত লাগাচ্ছেন চালকরা। এরপর পণ্য নিয়ে একের পর এক টোটো চলছে গন্তব্যের দিকে। বড় বড় লোহার রড, টিন, আসবাবপত্র থেকে সবকিছুই পরিবহণ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ। টোটো ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে যাতায়াত করার ফলে চালকরা ঠিকভাবে পেছনে কী আছে তা খেয়াল করতে পারেন না। আর এতেই ঘটছে দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, নাগরিকদের কাছ থেকে এমন অভিযোগ পেয়েই এদিন থেকে তারা অভিযানে নেমেছে।

গত বছর পুরসভা টোটোচালকদের নম্বর প্লেট দিয়েছিল। ওই সময় টোটোচালকদের ফর্মে টোটোয় পণ্য পরিবহণ করা যাবে না বলেই স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

কিন্তু অভিযোগ, ফালাকাটায় টোটোচালকরা প্রশাসনের নির্দেশকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একই কাজ করে চলেছেন। একাধিকবার এ নিয়ে সাবধান করার পরও শোধরায়নি কেউ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, ‘রাস্তায় চলাফেরা করাই এখন মুশকিল হয়ে উঠেছে। কোনদিক থেকে কীভাবে টোটো আসে তা বলা যায় না। কখনও কোনও টোটোয় বিশালাকার রড, কখনও আবার বিশাল বড় বড় লোহার পাত। এভাবে যাতায়াত করায় অন্য গাড়িচালক তো বটেই, এমনকি পথচারীদেরও আতঙ্ক দিন-দিন বাড়ছে। পুলিশের এই পদক্ষেপ খুব দরকার ছিল।’

পুলিশের এমন পদক্ষেপকে অবশ্য স্বাগত জানিয়েছেন শহরের টোটো ইউনিয়ন। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি’র ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি অশোক সাহা বলেন, ‘টোটোয় পণ্য পরিবহণ করলে চালক এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়। তবুও অনেকেই বাড়তি আয়ের আশায় পণ্য পরিবহণ করেন। আমরা সবাইকেই এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করছি।’

> টোটোয় বাড়তি লোহার পাত লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ করছেন অনেকেই। এতে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও কিছু চালক তা মানছেন না। তাই অভিযানে নামলাম আমরা। প্রথমদিন ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হলেও পরে এমন ফের দেখা গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
>
> **- সাদিকুর রহমান** ওসি, ট্রাফিক পুলিশ

নির্দেশ অমান্য

- টোটোয় যাতে পণ্য পরিবহণ না করা হয়, তা নিয়ে কড়া নির্দেশ ছিল
- সেই নির্দেশকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে যাতায়াত করছেন টোটোচালকদের একাংশ
- টোটোয় বিশালাকার রড এবং লোহার পাত নিয়ে যাওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা
- বাড়তি আয়ের আশায় এই ঝুঁকির যাতায়াত এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে

বোর্ড গঠন

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার জেলায় অনুষ্ঠিত সমবায় সমিতির নির্বাচনের ফলাফলেও দাপট অব্যাহত তৃণমূল কংগ্রেসের। জেলায় ৮০টি সমবায় সমিতি রয়েছে, যার মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ৩৬টি সমবায় সমিতির নির্বাচন হয়েছে। ৩৬টির মধ্যে মঙ্গলবার ১৫টি সমবায় সমিতিতে বোর্ড গঠন করল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ জানান, ১৫টি সমবায় সমিতিতে শাসকদল বোর্ড গঠন করে। যার চেয়ারম্যান, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শাসকদলের প্রার্থীরাই। তিনি বলেন, ‘এদিনের ফলাফল ফের প্রমাণিত করল শাসকদল সাধারণ মানুষের সঙ্গে, তাঁদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে। সাধারণ মানুষ পাশে রয়েছে আমাদের। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস অলিখিত জোট করেও সাফল্য পায়নি। ফলে এই ফলাফল আগামীদিনে জেলার রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে চলছে।’

এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি জয়ন্ত রায়ের কটাক্ষ, ‘তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে নয় মানুষের পয়সা চুরি করা দুর্নীতিতে ওস্তাদ। ফলে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় হলেও কোনও লাভ নেই।’

মিছিল

ফালাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেটের বিরোধিতা করে এবার পথে নামল সিপিএম। মঙ্গলবার মিছিল করল সিপিএমের ফালাকাটা-১ নম্বর এরিয়া কমিটি। এদিন সিপিএমের তরফে আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর বিরুদ্ধে তথা সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষার দাবিতেও মিছিল করা হয়। এদিন মিছিল ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

পড়োয় পড়োয়

বীরপাড়া

ধুলোয় নাজেহাল পুরোনো বাসস্ট্যান্ড

বীরপাড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সারিসারি দোকান আর হোটেলের সামনে বিরাট একটা ফাঁকা জায়গা। মুক্তভাবে বায়ু চলাচল করে। আর এতেই সমস্যা বেড়েছে। কারণ বীরপাড়ার বাতাসে সারাদিন ভেসে বেড়ায় ধুলো আর ডলোমাইটের গুঁড়ো। আর এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে। কারণ, ওই জায়গাটি প্রশস্ত। পরিত্যক্ত বাসস্ট্যান্ডটি এখন ম্যাক্সিক্যাব স্ট্যান্ড। সেখানে প্রচুর সংখ্যক প্রাইভেট গাড়িও পার্ক করা হয়। বাসস্ট্যান্ডের মাঝবরাবর গিয়েছে মহাত্মা গান্ধি রোড। এখন সেখানে বাস ঢোকে না। তাই ওই জায়গা দিয়ে বেশ জোরেই চলাচল করে বড় বড় যানবাহন। এতে ধুলোয় নাজেহাল পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরের ব্যবসায়ীরা। কারণ গাড়ি চললেই ধুলো ওড়ে। হোটেল, দোকানে ধুলোর পরত। কাপড় দিয়ে দিনভর জিনিসপত্র, টেবিল-চেয়ার মুছতে হয় কর্মীদের। তবে ওদের আরেকটা ‘কম্পালসারি ডিউটি’ রয়েছে। তা হল সারাদিন বেশ কয়েকবার হোটেল, দোকানের সামনে জল ছিটানো। একসময় প্রশাসনের তরফে ট্যাংকারে জল ছিটানো হত এলাকায়। বর্তমানে রেলমন্ত্রকের তরফে ছিটানো হচ্ছে। কিন্তু তা কেবল রাস্তায়। দোকান, হোটেলের সামনের প্রশস্ত জায়গায় মেক্সিক্যাব, প্রাইভেট গাড়ির স্ট্যান্ডে জল ছিটানো হয় না। তাই সেখানে ধুলো কমাতে জল ছিটাতে হয় দোকান মালিক, কর্মীদের। পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার ইন্দ্রজিৎ তালুকদার বলছেন, ‘রাস্তায় জল ঢালতে না ঢালতেই শুকিয়ে যায়। ধুলো কমাতে তা খুব একটা কাজে লাগে না। তাই দোকানের সামনে আমরাই জল ছেটাই। তাতেও নিয়ন্ত্রণে নেই ধুলো।’

ধুলো কমাতে জল ছেটাচ্ছেন হোটেলকর্মী।

এই বেহাল রাস্তা নিয়েই যত অভিযোগ।

জয়গাঁ

বেহাল রাস্তা সংস্কার দাবি

জয়গাঁ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জয়গাঁ শহরের গুয়াবাড়ির রাস্তার পরিস্থিতি বেহাল। রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। বর্তমানে সেখানে বালি ও পাথর ছাড়া কিছু দেখা যায় না। জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকাটি।

বেহাল এই রাস্তা দিয়ে চলার সময় রোজ হোঁচট খেতে হয় এলাকাবাসীদের। এমনকি সাইকেল ও বাইক আরোহীদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। যাতায়াতের পথে বারবার হোঁচট খেতে হয় সকলকে। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে এই রাস্তায়। সেই আতঙ্ক নিয়েই যাতায়াত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা জেসমিন বিবির অভিযোগ, ‘এলাকার বর্তমানে রাস্তার ৭০ শতাংশ পিচের পরত উঠে গিয়েছে। কবে এই রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। একটু অসাবধান হলেই হোঁচট খেতে হয়।’ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন আলম জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জানিয়েছেন।

আজ শহরে

- নেচার ক্লাবের উদ্যোগে ‘পরিবেশ সংলাপ’ অনুষ্ঠান, দুপুর ১২টা থেকে আলিপুরদুয়ার শহরের মাধব মোড় সংলগ্ন ভবনে।
- বীণাপাণি শিশুনিকেতনের উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলপনা প্রতিযোগিতা, সকাল ১১টা থেকে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

- **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৭
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

- **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

স্কুল পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়া এলাকায় আলিপুরদুয়ার হিন্দি বিএফপি স্কুল পরিদর্শনে এলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। দুপুরের দিকে গিয়ে তিনি স্কুলের সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দারা সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁর সামনে। রাত হলেই স্কুলের ভেতর বহিরাগতদের নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ জানান স্থানীয়রা। এছাড়া স্কুলের তরফেও মহকুমা শাসকের কাছে স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো সংস্কারের দাবি তোলা হয়। দেবব্রত রায় বলেন, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষকে জেলা শাসকের কাছে সংস্কারের কাজের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে।’

অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা

বীরপাড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল বীরপাড়া। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বীরপাড়া থানার অদূরে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডে একটি জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকারের কেবিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। দ্রুত ট্যাংকারটি দাঁড় করিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন চালক নীরজ কুমার। তিনি বলেন, ‘বিপদ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়।’ ট্যাংকারটি ভুটানের দিকে যাচ্ছিল। চালকের কেবিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয়রা হইচই শুরু করেন। বীরপাড়া দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন গাড়িচালকই।

দুর্ঘটনা

জয়গাঁ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জয়গাঁ কাস্টমস অফিসের কাছে সোমবার রাতে এক দুর্ঘটনা হয়। যদিও দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। একটি ডাম্পার কাস্টমস অফিসের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওই সময় ছোটগাড়িতে কেউ ছিল না।

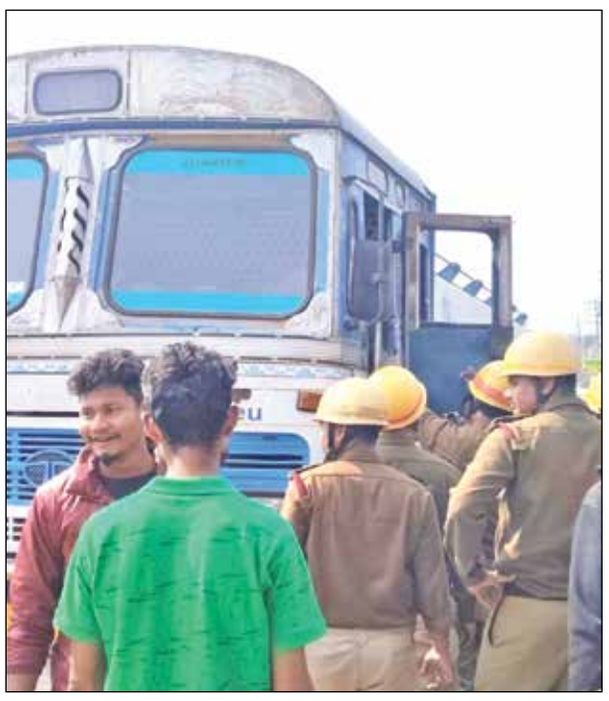

বীরপাড়ায় তেলের ট্যাংকার ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকলকর্মীরা।

গুজরাতের নাবালিকা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : দাদরা ও নগর হাভেলির এক দশম শ্রেণির ছাত্রীকে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সিলভাসা পুলিশ স্টেশনে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে ওই নাবালিকার পরিবার। তারপরে তদন্ত নেমে আলিপুরদুয়ার শহরে এক তরুণের বাড়িতে হদিস মেলে সেই নাবালিকার। তারপরেই সোমবার আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছায় সিলভাসার পুলিশ। তারপর আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ও সিলভাসা পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি’র মাধ্যমে সিলভাসা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সিডব্লিউসি ওই নাবালিকার কাউন্সেলিং করে। জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার পরিবার ও আলিপুরদুয়ার থেকে তরুণের পরিবার কাজের সূত্রে একই জায়গায় ছিল। দীর্ঘদিন থাকার ফলে আলিপুরদুয়ারের তরুণের সঙ্গে নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে আলিপুরদুয়ারে চলে আসে। বিষয়টি জানতে পেরে ওই নাবালিকাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে পরিবার। তবে দীর্ঘদিন গড়িমসি করার অভিযোগ ওঠে তরুণের বিরুদ্ধে। তারপরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে, মোবাইল লোকেশন দেখতেই আলিপুরদুয়ার শহরে ওই কিশোরীর হদিস মেলে। তারপরে সিলভাসার পুলিশ ও নাবালিকার পরিবারের লোকজন আলিপুরদুয়ার এসে পৌঁছান। তবে পুলিশ ওই বাড়িতে পৌঁছালে ওই তরুণকে পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

সিডব্লিউসি’র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, ‘নাবালিকার কাউন্সেলিং করা হয়েছে। সিলভাসার সিডব্লিউসি’র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মঙ্গলবার সেখানকার পুলিশ ও বাড়ির লোকজনের হাতে ওই নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হয়।’

প্রকাশ্যে মদ্যপান, অভিযানে পুলিশ

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কাউন্সিলার লাঠি হাতে নিয়ে এলাকায় নেশার আসর বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন মাসছয়েক আগে। তারপর বেশ কয়েকদিন নেশার আসর বন্ধ থাকলেও ফের মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে নেশার আসর। চৌপথি সংলগ্ন দামোদর দেবনাথ সরণি এলাকায় এই সংখ্যাটা বেশি। এর পাশেই রয়েছে এফসিআই গোডাউন। সেই গোডাউন যেন এখন নেশাখোরদের আখড়া। দামোদর দেবনাথ সরণি এলাকায় আবার দিনের আলোতেও অনেক সময় বহিরাগতদের ভিড় চোখে পড়ে। এই নেশাখোরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। এমন অভিযোগ পেয়ে ফের শুরু হয় তৎপরতা। মঙ্গলবার অভিযান চালায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

এফসিআই গোডাউন এলাকার পাশ দিয়ে সন্ধে নামলেই যাতায়াত করা মুশকিল হয়ে ওঠে। মদের গন্ধে টেকা যায় না। এমনকি কালজানি নদীবাঁধের রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যায় টোটো-অটো দাঁড় করিয়ে নেশার আসর বসতে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও বাড়ে। মঙ্গলবার পুলিশের অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দামোদর দেবনাথ সরণি এলাকায় ঝিলের চারদিকে মদের বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হল দিনেদুপুরে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেও দেখা যায় অনেককে। মঙ্গলবারও এলাকায় এক ব্যক্তিকে একটি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করতে দেখা যায়। আরেকদিকে মদের বোতল নিয়ে রীতিমতো আসর জমিয়ে বসতে দেখা যায় আরও কয়েকজনকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, প্রতিনিয়ত বাইরে থেকে টোটো বা বাইকে এসে নেশার আসর বসাচ্ছে কয়েকজন। আগে রাতে, এখন তো দিনেও ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘পাশেই মদের একটি দোকান থাকায় সেখান থেকে কিনে নিয়ে এসে বসে পড়ছে বহিরাগতরা। প্রশাসনের উচিত কড়াভাবে বিষয়টিকে দেখা। অভিজাত এলাকায় নেশাখোরদের আতঙ্কে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।’

গত কয়েকদিন আগে পুরসভার তরফে সেই ঝিলটির চারিদিক বাঁধাই করে হাঁটার জায়গা, লাইটের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বোটিংয়ের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেটি বাস্তবায়িত হলে অনেকটা সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অরূপা রায়। সেই ঝিলের পাশেই কিছুটা দূরে থাকা এফসিআই গোডাউনের ভেতর অংশে রয়েছে একটি বট গাছ। সেই বট গাছের নীচেই চলে দেদার নেশার আসর। তবে তার পাশেই রয়েছে ফুড কর্নার। সেই ফুড কর্নারের ব্যবসায়ীরাও এই মদের নেশার আসরের জন্য ব্যবসায় ক্ষয়ক্ষতির কথা বলছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবু দেবনাথ বলেন, ‘এলাকায় নেশার আসরের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকার ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে, বেশি লোক এলাকায় আসছেন না।’ আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, ‘প্রায় সময়ই পুলিশের তরফে টহলদারি চলে সেই এলাকায়। মঙ্গলবারও এমন এক অভিযান হয়। এলাকায় নজর রয়েছে।’

১৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পড়ে রয়েছে মদের বোতল।

নেশাখোরদের রাজত্ব

- দামোদর দেবনাথ সরণি এলাকায় দিনের আলোয় প্রকাশ্যে মদ্যপান
- একাধিকবার পুলিশ টহল দিলেও কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না এই আসর
- পুলিশ ফের গোডাউনের পাশে হানা দেয় মঙ্গলবার, কড়া নজরদারির দাবি উঠছে

হুজুরের মাজারে মানুষের ভিড়। মঙ্গলবার। হলদিবাড়িতে।-সংবাদচিত্র

শুরুতেই জমে উঠল হুজুরের মেলা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে শুরু হল দু'দিনব্যাপী হলদিবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব। এদিন সকালের দিকে মেলা প্রাঙ্গণে বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম না হলেও বেলা বাড়তেই থিকথিকে ভিড়ে প্রাঙ্গণে পা রাখার জায়গা ছিল না। যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় প্রত্যাশামতো সমাগম হয়নি বলেই মত আয়োজক কমিটির। অন্যদিকে, দিনভর ভিআইপিদের সমাগম ঘটে মেলা প্রাঙ্গণে।

তবে, মেলায় গিয়ে দেখা গেল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই হুজুরের মাজারে জ্বালানো হল ধূপকাঠি ও মোমবাতি। তার জন্য আগের থেকেই কমিটির তরফে মাজার প্রাঙ্গণে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য সবসময় জলের পাইপ নিয়ে সতর্ক ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। এদিকে যত সময় গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে হুজুরের মেলার ভিড়।

আয়োজনকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মাজার চত্বরে গোলাপ ফুল বিক্রি করতে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের। চড়া দামে সেই ফুল কিনে মাজারে দেন পুণ্যার্থীরা। এদিকে, মেলার আনন্দ উপভোগ করতে ও আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে মেলাকে কেন্দ্র করে জনসংযোগ তৈরি করতে মেলায় আসতে শুরু করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। এদিন মেলায় আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, স্থানীয় বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ মেলায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি।

কড়া নিরাপত্তা

- বিকেলের আগেই চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে
- ইভটিজিং ও পকেটমার থেকে পুণ্যার্থীদের রক্ষা করতে মেলা প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে সাদা পোশাকের পুলিশ
- স্বাস্থ্য দপ্তর, বিএসএফ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে

এদিকে, মেলাকে ঘিরে জোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। ইভটিজিং ও পকেটমার থেকে পুণ্যার্থীদের রক্ষা করতে মেলা প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে সাদা পোশাকের পুলিশ। স্বাস্থ্য দপ্তর, বিএসএফ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে সর্বদা মোতায়েন রয়েছে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দুটি বাইক। প্রশাসন সূত্রের দাবি, বিকেলের আগেই চার-পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে। রাতে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে তাদের অনুমান।

হলদিবাড়ি থানা সূত্রে খবর, মেলাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পকেটমার, ইভটিজিং সহ বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। মেলার পাশাপাশি এদিন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু ও শেষের সময় হলদিবাড়ি শহরে পুণ্যার্থীদের যানবাহনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, 'পির মাওলানা শাহ সুফি সায়দ মহম্মদ এক্রামুল হকের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বার্ষিক এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। একে ঘিরে বসে হুজুরের মেলা। ভিড়ে মেলা জমে উঠেছে।'

রেলের যুক্তি ওড়াল আরপিএফ

দুই সদস্যের তদন্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট জমা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রেল পুলিশের (আরপিএফ) রিপোর্টে কার্যত নস্যাৎ নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। শুধু তাই নয়, মৃতের সংখ্যাতেও রেলের দাবি আমল পেল না আরপিএফের রিপোর্টে। দু'দিন অনেক টালবাহানার পর রেল প্রশাসন ১৮ জনের মৃত্যু স্বীকার করেছিল শেষপর্যন্ত। কিন্তু আরপিএফের রিপোর্টে সেই সংখ্যা ২০ বলে জানা গিয়েছে।

প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ঘোষণার জেরেই যে হুড়োহুড়ির সূত্রপাত এবং তাতে রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও গা-ছাড়া মনোভাব রিপোর্টটি থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রেল প্রথম থেকেই প্রয়াগরাজগামী ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ঘোষণা মানতে চায়নি। রেল পুলিশের রিপোর্টে এরকম বহু তথ্যগত ফারাক নজরে এসেছে। পদপিষ্টের ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ইনস্পেকটর পদমর্যাদার এক আরপিএফ আধিকারিক রিপোর্টটি তৈরি করেছেন।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলের তৈরি দুই সদস্যের তদন্ত কমিটির কাছে ওই রিপোর্ট জমা পড়েছে। উত্তর রেলের জনসংযোগ আধিকারিক হিমাংশুশেখর উপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন, আরপিএফ ছাড়াও আরও একাধিক দপ্তর থেকে রিপোর্ট আসবে। সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করবে তদন্ত কমিটি।

তাঁর দাবি, 'আরপিএফের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর সংখ্যার উল্লেখ নেই। রেল ইতিমধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু জানিয়েছে।' রিপোর্টে রেলের দাবির সঙ্গে একাধিক অসংগতি উঠে এসেছে। আরপিএফের বক্তব্য, ঘটনার দিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লি স্টেশনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনটি ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। কিছুক্ষণ বাদে ঘোষণা করা হয় ট্রেনটি ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। তখন ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস নামে অন্য একটি ট্রেনের জন্য বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। অথচ তখনও ওই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মগধ এক্সপ্রেস। যে ট্রেনটি চলে গেলে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসার কথা। পাশের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল উত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস। এমন সময় ১৬ নম্বরে প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনের আসার ঘোষণায় ১২ নম্বর

প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত প্রয়াগরাজ স্পেশালের পাশাপাশি প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীদের একাংশ ১৪ থেকে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে ১২-১৩ এবং ১৪-১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার ফুটব্রিজে ভিড় উপচে পড়ে।

রিপোর্টটি অনুযায়ী ঠিক সেই সময় শয়ে-শয়ে যাত্রী ফুটব্রিজ দিয়ে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোতে থাকেন। আবার ওই ২টি ফুটব্রিজ দিয়ে নেমে মগধ

এক্সপ্রেস এবং সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছিলেন প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের কিছু যাত্রীও। দু'দিক থেকে যাত্রীদের চাপ প্রবল হওয়ায় হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন সিঁড়িতে পড়ে যান। তাঁদের মাড়িয়ে চলে যান অন্যরা। যার জেরে মৃত্যু ঘটে। এছাড়া অসংরক্ষিত কোচের টিকিটের অস্বাভাবিক বিক্রি হচ্ছে দেখেও রেল পদক্ষেপ না করায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আরপিএফের রিপোর্টে। ঘণ্টায় প্রায় দেড় হাজার অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রি হয়েছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গাইডলাইন তৈরির আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন বিশাল তিওয়ারি।

চেকোয় বিডিও

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের তালিকা তৈরি করছে ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-২ এর বিডিও নিমা শেরিং শেরপা চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকো এলাকা পরিদর্শন করেন। চেকোতে শতাধিক দোকান রয়েছে। ওই দোকানদারদের চেকো হাট সংলগ্ন এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতবছর সেখানে প্রায় চল্লিশটি দোকান তৈরি করা হয়। তবে নিম্নমানের কাজ ও নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগ তুলে দোকানদাররা সেখানে যেতে চাননি।

বিডিও নিমা শেরিং শেরপা বলেন, 'চেকো এলাকার দোকানদারদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির পক্ষে রানা পাল বলেছেন, 'যেখানে দোকান তৈরি করা হয়েছে, সেখানে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। আমাদের দাবি, সঠিক সার্ভে করে পুনর্বাসন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

খুনশুটি।। আলিপুরদুয়ারের পানিঝোরায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়। মঙ্গলবার।

অচল বীরপাড়া

প্রথম পাতার পর

খারাপ খবর শোনালে কালো মিষ্টি। কিন্তু তিনি এদিন কোনও মিষ্টিই না নিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান।'

চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা জানান, তাঁদের জন্য দৈনিক বরাদ্দ দেড়শো টাকা করে। অথচ ওই টাকাও মিলছে না দীর্ঘদিন ধরে। বকেয়া টাকা আদায়ে একাধিকবার ধর্মঘট করেছেন তাঁরা। শেষবারের ধর্মঘটটি ছিল মাদারিহাটের উপনির্বাচনের মুখে। তাই তখন বিষয়টি নিয়ে তৎপর হন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। ২৫ অক্টোবর প্রকাশের সঙ্গে বৈঠকে পর ধর্মঘট তুলে নেন তাঁরা। তবে আজও বকেয়া টাকা পাননি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্মঘটি আজাবুল আলি বলেন, 'প্রতিবার ধর্মঘটের পর মাত্র এক-দেড় মাসের বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে দু'বছরেরও বেশি সময়ের টাকা বকেয়া।'

ওই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান খোদ আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। বারবার মন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রাপ্য টাকা মেটানো হচ্ছে না, অভিযোগ ধর্মঘটিদের। গত বছরের ২২ জুন মন্ত্রী বুলু হাসপাতালে গেলেও পাওনাগন্ডা নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।

ওই হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণির স্থায়ী কর্মীর ৫৬টি পদ রয়েছে। তবে কর্মরত জনাচারেক। হাসপাতাল চলছে 'নো ওয়ার্ক নো পে' চুক্তিতে নিযুক্ত ২১ জন অস্থায়ী কর্মীর ভরসায়। টাকা না পেয়ে বারবার ধর্মঘট করছেন তাঁরা আর বারবার পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ছে।

ঝিলের ওপর

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার জলাশয় বাঁচাও কমিটির কনভেনার ল্যারি বসুর অভিযোগ, সেই সময় শহরের বেশ কয়েকটি সংগঠন মিলে পুরসভার বিরুদ্ধে মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু পুরসভা কোনও পাত্তাই দেয়নি। এদিকে, পুরসভা ঝিল দখলমুক্ত করার কথা বলছে। অথচ নিজেরাই ঝিল দখল করে বসে রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা পৌঁছাবে? তাঁর দাবি, যারা ঝিল দখল করে বসে রয়েছে তাদের থেকে ঝিল দখলমুক্ত করার আগে পুরসভা নিজেরা ওই ঝিলের যে অংশ দখল করেছে তা দখলমুক্ত করে একটা উদাহারণ স্থাপন করুক।

পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে পুরসভাকে ৬৩ লক্ষ দেওয়া হয়েছে। সেই সুবাদেই শহরের ঝিল দখলমুক্ত করার প্রসঙ্গ উঠেছে। যদিও, খোদ পুরসভার বিরুদ্ধে ঝিল দখলের অভিযোগ ওঠায় সেই দখলমুক্ত অভিযানের আগে বেকায়দায় পড়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

ভুটানঘাট খোলার আবেদন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে জঙ্গল এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হোমস্টের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যেই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে ভুটান সীমান্তের ময়নাবাড়ি এলাকার হোমস্টেগুলির মহিলা পরিচালকদের মধ্যে। তবে তাঁরা মনে করছেন, শুধু হোমস্টেগুলির ওপর নজর দিলেই হবে না, অবিলম্বে ভুটানঘাটকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভুটানঘাটকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে খুব শীঘ্রই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভুটানঘাটের একেবারে কাছেই ময়নাবাড়ি। সেখানে রয়েছে সাতটি হোমস্টে। সবক'টি হোমস্টে মহিলা দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া কোটি টাকা খরচ করে একটি যুব আবাস তৈরি করা হয়েছে। সেখানেও পর্যটকদের তেমন আনাগোনা দেখা যায় না। কারণ একটাই, তা হল বন্ধ ভুটানঘাট।

ভরা মরশুমেও ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনাঞ্চল লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের ময়নাবাড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা হোমস্টেগুলি পর্যটকশূন্য থাকে। অথচ উত্তরবঙ্গের সমতল থেকে পাহাড়ে হোমস্টেগুলি থাকে জমজমাট। বনকর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বাফার জোনের মধ্যে পরেছে ভুটানঘাট। এখানে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গিয়েছে। সেই কারণে ওই এলাকায় পর্যটকদের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বন দপ্তরের এমন যুক্তি শোনা গেলেও এলাকার বাসিন্দাদের কয়েকজন জানান, পাঁচ বছর আগে পর্যটনমন্ত্রী ভুটানঘাটে এসে প্রতিশ্রুতি দেন, এখানকার রাস্তা নির্মাণ করে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু সে কাজ আর এগোয়নি।

ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের জঙ্গলে ঘেরা ময়নাবাড়ি, কাঙ্গালিবস্তির দুর্গা রাউথ, সানে সুব্বা ও হিরামায়া মঙ্গরের মতো সাধারণ মহিলারা নিজেদের উদ্যোগেই শুরু করে দিয়েছিলেন হোমস্টে। জেলা পর্যটন দপ্তর এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর সেটা জানতে পেরেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। সরকারি উদ্যোগে সেগুলিকে 'ব্লু হোমস্টে'-তে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেগুলি এখন পর্যটকশূন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশের পর দুর্গারা চাইছেন ভুটানঘাটকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হোক, তাতে তাঁরাও লাভবান হবেন।

দুর্গা বলেন, 'অনেক আশা নিয়ে হোমস্টে করেছিলাম। স্বামী ভিনরাজ্যের কাজ ছেড়ে চলে এসেছিলেন আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু ভুটানঘাট খোলা না থাকায় পর্যটকরাও আসতে চাইছেন না। মুখ্যমন্ত্রী হোমস্টেগুলির ওপর নজর দেওয়ার নির্দেশ জারি করার পর পর্যটন দপ্তরের কর্তারা সোমবার রাতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের কাছেও আমরা ভুটানঘাট খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।' বনকর্তারা অবশ্য জানান, সরকারি নির্দেশ মেনেই ভুটানঘাটে পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। মূলত কোর এরিয়া এবং বাফার জোনের মধ্যে পড়ার জন্য এই নির্দেশিকা রয়েছে।

ভুটান সীমান্তের ময়নাবাড়িতে পর্যটকদের অপেক্ষায় হোমস্টেগুলি।

হোমস্টে নিয়ে তথ্য চায় আদালত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বক্সা সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় থাকা হোমস্টেগুলি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য চায় হাইকোর্ট। মঙ্গলবার রাজ্যকে এই বিষয়ে যথাযথ তথ্য দিতে বলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ওই সংরক্ষিত এলাকায় কীভাবে পর্যটন ভিলেজ গড়ে উঠল তা নিয়ে রাজ্যকে কার্যকরী সমাধানে উপনীত হতে বলেছেন বিচারপতি। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের তরফে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। নদীর চরে কোনও ক্র্যাশার নেই বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। তবে এদিনও পরিবেশ আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দেননি বিচারপতি। ফলে আপাতত পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ওই এলাকার সমস্ত হোটেল, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ, রিসর্ট বন্ধই থাকছে।

এদিন বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, ওই এলাকায় কতগুলি হোমস্টে রয়েছে, তা কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেগুলির মালিক কারা সেই সম্পর্কে তথ্য আদালতে জানাতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার সুরক্ষা বজায় রাখা রাজ্যের দায়িত্ব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ীও সংরক্ষিত এলাকা এভাবে রেভেনিউ ভিলেজে রূপান্তরিত করা যায় না। রাজ্যের আইনজীবী জানান, প্রথমত এই সমস্যা সমাধানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই মামলার সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সরেজমিন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই সংক্রান্ত তথ্য আদালতে পেশ করা যেতে পারে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, ওই এলাকা সংরক্ষিত কেন্দ্রের অধীন। এক্ষেত্রে রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত। এই বিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্যও আদালত জানতে চায়।

বিরোধী দলনেতা পেল পঞ্চায়েত

জয়গাঁ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সকল বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্মতিক্রমে মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াকুব আলি। এদিনই বিজেপি-১ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে প্রায় দু'বছর হতে চলল। কিন্তু, জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা ছিলেন না। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যরা। সম্প্রতি তাঁরা কালচিনির বিডিওকে এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এদিন সকালেই বিডিও অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে চিঠি আসে বলে জানানো হয় বিরোধীদের। ইয়াকুব বিরোধী দলনেতা হওয়ায় খুশি বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যরা। খেলা হয় আবির, করা হয় মিষ্টিমুখ।

ইয়াকুব বলেন, 'বিরোধী দলনেতা না থাকায় সমস্যাগুলি নিয়ে মুখ খোলা যেত না। অবশেষে বিরোধীদের বলার সুযোগ দেওয়া হল। এজন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০টি আসনের মধ্যে ১৬টি তৃণমূলের, ১৪টি বিরোধীদের। ১৪টির মধ্যে ১১টি বিজেপির।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নিম্ন আদালতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বিচারপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেবে না। মঙ্গলবার এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, সিবিআইয়ের নথি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও বক্তব্য বা পর্যবেক্ষণ থাকলে তা ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে জানাতে পারবেন তাঁরা। নিম্ন আদালতই বিচারপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। হাইকোর্ট বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবে। নিম্ন আদালতে ট্রায়াল শুরু হলে হাইকোর্টের নজরদারির আর প্রয়োজন হবে না বলে মনে করছে আদালত।

ছকে শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

বদলে ভাষণের সিংহভাগজুড়ে তাঁকে হিন্দু হিন্দু করতে হয়েছে।'

২০২৬-এর বিধানসভা ভোট জিততে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণই এখন পাখির চোখ বিজেপি শিবিরের। পরিকল্পিতভাবেই তাই ধর্মের অ্যাজেন্ডাকে তুলে ধরছেন শুভেন্দুরা। সেই লক্ষ্যেই সরস্বতীপুজোয় বাধাদানের অভিযোগে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ব্যর্থ হয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়েছিলেন। শুভেন্দুর ভাষায়, মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গলবারের ভাষণ অন্যরকম।

অন্য কীসে কীসে? শুভেন্দুর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী কখনও নিজেকে ব্রাহ্মণ-কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে বড় হিন্দু বলে দাবি করেছেন, কখনও ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে সংখ্যালঘু তোষণ করতে গিয়ে মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'এসব বলে মুখ্যমন্ত্রী আসলে বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন।'

কুম্ভ প্রসঙ্গে যোগী সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, পুণ্যের জন্য নয়, টাকা কামানোর জন্য কুম্ভমেলার হাইপ তোলা হয়েছে। পালটা শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, '২০২৬-এর ভোটে এর খেসারত দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত সাধুসন্ত ও হিন্দুসমাজকে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ভোটে হিন্দু ভোটের চূড়ান্ত মেরুকরণে সফল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর আতঙ্ক সে কারণেই। সেজন্য তিনি তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে জোরালো করছেন। বিধানসভায় 'যাদের বিরুদ্ধে বলছেন, তারা আন্দোলনে নামলে সামলাতে পারবেন তো' বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, এটা সরাসরি হুমকি। তিনি এজন্য কেন্দ্রে নালিশ জানানো ও আদালতে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুযোগ ছাড়ছেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কুম্ভে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'প্রতি বছর তো আপনি রেড রোডে ইদের নমাজে যান। এখন আবার বড় হিন্দু বলে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তাহলে আপনিও না হয় কুম্ভে গিয়ে স্নান করুন। দেখি আপনার কত সাহস। তোষণের রাজনীতি করেন বলেই আপনি কুম্ভকে অপমান করতে পেরেছেন।'

ওয়েবসাইট বন্ধ থাকায় প্রশ্ন

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের ঘটনা নিয়ে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর ওয়েবসাইট হঠাৎই বন্ধ হওয়ায় শোরগোল পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আন্দোলনের নামে যে টাকা তোলা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই এই সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও প্রশ্ন তুলেছেন। জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে পালটা বলা হয়েছে, ওই সাইট তৈরিই হয়নি, তাই বন্ধ হওয়ারও প্রশ্ন নেই।

মৃতের বাড়িতে

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শরিকি বিবাদের জেরে মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুকান্ত দেবনাথের পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করলেন মাধ্যমিকের জেলা কনভেনার শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীও। মঙ্গলবার তাঁরা ওই পড়ুয়ার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে সমবেদনা জানান। শর্মিষ্ঠা বলেন, 'পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমরা সুকান্তর বাড়িতে যাই। সে সঠিক বিচার পাক, এই দাবি করছি।'

বাড়িতে চুরি

কিশনগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে গয়না, নগদ নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। সোমবার রাতে কিশনগঞ্জের সদর থানা এলাকার সফা নগরে ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার বাড়ির মালিক মহম্মদ আব্দুর রউফ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ভারসাম্যে মরিয়া মমতা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মমতা মঙ্গলবার বিধানসভায় বলেন, 'বক্তৃতা একটা আর্ট। বক্তৃতা করা মানে কাউকে আঘাত করা নয়। সাম্প্রদায়িকভাবে ভাগ করে দেওয়া নয়। ওরা সেটাই করে। ওরা ধর্ম বিক্রি করে রাজনীতি করে খেতে চায়।' তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির পুরোনো অস্ত্র হল মুসলিমদের তোয়াজের অভিযোগ।

সেই সঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর তৃণমূল সরকারের মদতে বাংলায় জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগে যেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। তিনি কার্যত চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমার সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্ক আছে প্রমাণ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে দেব। বাংলায় মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না।'

বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দেবেন বলে জানান মমতা। তাঁর কথায়, 'বিরোধী দলনেতা এ ধরনের কথা বলতে পারেন কি না, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব। এত বছর রাজনীতি করার পর আমাকে শুনতে হবে আমার সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগ রয়েছে? এটা ওরা প্রমাণ করুক।'

তোষামোদের রাজনীতির অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে উঠে আসে নিজের হিন্দু পরিচয় জাহির করার চেষ্টা। তিনি বলেন, 'আমি নাকি মুসলিম লিগ! আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আমি চেয়েছিলাম, আমার যেন কোনও পদবি না থাকে। কিন্তু সেটা তো আর হয় না।' তারপরেই তাঁর বক্তব্য, 'আমি ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। আমার বাড়িতে শিব মন্দিরের দিকে আমি মাথা রেখে ঘুমোই।'

যদিও পরক্ষণেই যেন বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, 'আমি এসব বলতে চাইনি। আমাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছেন।' দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি, তারাপীঠ মন্দিরের সংস্কার, দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে স্কাইওয়াক সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরের জন্য রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সব তোমরা করেছো? তোমাদের কাছে হিন্দু ধর্ম শিখব? রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম নিয়ে যা বলে গিয়েছেন, আমি সেটাই মানব।'

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হতে দেবেন না এর আগে মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সেই মন্তব্যকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করেন। একইসঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষের অভিযোগে বিজেপির উদ্দেশে আরেক চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'যাদের বিরুদ্ধে এত বাজে কথা বলছেন, তারা আন্দোলনের ডাক দিলে সামলাতে পারবেন তো?' যে মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক উসকানি অভিযোগ করে আদালতে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, এতে পার্মানেন্ট ড্যামেজ করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাখির আবাসে প্রথম রাজ্য

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ৫৪৩ রকমের পাখির খোঁজ মিলল রাজ্যে। আর এই তথ্যই তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এনে দিল প্রথম স্থানের শিরোপা। সম্প্রতি 'গ্রেড ব্যাকইয়ার্ড বার্ড কাউন্ট' (জিবিবিসি) দেশের ৩৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সমীক্ষা করে এই তথ্য জেনেছে।

১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে ওই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবছর সারা দেশে ১০৬৮ ধরনের পাখির সন্ধান মিলেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১০৩৬। অর্থাৎ এবছর ৩২টি নতুন ধরনের পাখির সন্ধান মিলেছে। যদিও গত বছরের তুলনায় এবছর তথ্য সংগ্রহকারীর সংখ্যা কম ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অনেকেই এই কাজে যোগ দিতে পারেননি। রাজ্যে যে ৫৪৩ রকমের পাখির দেখা মিলেছে, তার মধ্যে দার্জিলিংয়ে সবচেয়ে বেশি ২৫২ রকমের পাখির দেখা মিলেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম 'চেকলিস্ট'। যেখানে মাত্র একবার দেখা গিয়েছে বা ডাক শোনা গিয়েছে বা পরিচয় মিলেছে এমন পাখির তথ্য আছে। সেই চেকলিস্টে গত বছর ২২২৩টি পাখির দেখা মিলেছিল। এবছর সেই সংখ্যা ছিল ১৯০৯টি। এই বিভাগে মোট ৪৪,৩০০টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কেরল থেকে সবথেকে বেশি ৯৮৫৬টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ৫১৩টি পাখি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গত বছর দার্জিলিং ৩৪২টি পাখি নিয়ে প্রথম স্থানে ছিল। উল্লেখ্য ১৯৯৮ সাল থেকে কর্নেল ল্যাবঅফ অরিন্থলজি অ্যান্ড ন্যাশনাল অওদোবন সোসাইটি এই পাখি গণনা শুরু করে। বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির কর্তা কণাদ বৈদ্য জানান, ২০১৩ সাল থেকে ভারত এতে অংশগ্রহণ করে। গত বছর ভারত থেকে ৫৩০০ জন এই তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৩৪৪ জন ছিলেন এই রাজ্যের।

রাসায়নিক ব্যবহার রুখতে

নাগরাকাটা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চায়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন করবে রাজ্য সরকার। তাতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি সহ চা বিজ্ঞানীরাও থাকবেন। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে নিয়ে শীর্ষস্তরের বৈঠকে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক।

বৈঠকে উপস্থিত টিআরএ'র সচিব জয়দীপ ফুকন জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ রাসায়নিক ইস্যুতে বাগানগুলিকে সচেতন করা ও সেইসঙ্গে পরামর্শ দেওয়ার কথা মন্ত্রী আমাদের বলেছেন।'

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) গাইডলাইন অনুযায়ী মোট ২৬ রকমের নিষিদ্ধ রাসায়নিকের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শ্রম দপ্তরের তরফে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেকথাও বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দেন মন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। গত বছর টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমের উৎপাদন বন্ধের দিন অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে আসায় শ্রমমন্ত্রী বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেন। বড় চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক প্যাকেজের কথা তুলে ধরেন।

এদিনের বৈঠকে অনলাইনে ছিলেন টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সৌরভ পাহাড়ি।

এক ম্যাচে পরিবারকে পাবেন কোহলিরা

দুবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ছুটি! মরুশহরে পা রাখার পর থেকেই অনুশীলনে ডুবে ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। আজ ছিল অনুশীলনে ছুটি। বৃহস্পতিবার থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে আচমকা পাওয়া এই ছুটি ভারতীয় ক্রিকেটারদের আরও ফুরফুরে ও তাজা করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছুটি কাটানোর মাঝেই আজ টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য এসেছে সুখবর। জানা গিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে অন্তত একটি ম্যাচের জন্য পরিবারকে সঙ্গে পাবেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর টিম ইন্ডিয়ার বিদেশ সফরের মেয়াদ অন্তত ৪৫ দিন না হলে পরিবার সঙ্গে রাখা যাবে না, এমন তথ্য জানা গিয়েছিল। আজ সেই অবস্থান থেকে বিসিসিআই সরে এসেছে বলে খবর। তবে কোন ম্যাচের সময় পরিবার সঙ্গে রাখতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, সিদ্ধান্তটা ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা। কোন ক্রিকেটার কোন ম্যাচের সময় পরিবারকে সঙ্গে রাখতে চান, তার জন্য বোর্ডের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে বলে খবর। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেকেই সেই আবেদন করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে রাতের দিকে।

কাল করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পরদিন, বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচের আগে গত সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শেষ হওয়ার পরই বোলিং কোচ মরনি মরকেলকে দেশে ফিরতে হয়েছে আচমকাই। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবা প্রয়াত হয়েছেন। ঠিক কবে মরকেল দুবাই ফিরতে পারবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। বোলিং কোচের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারের প্রথম ম্যাচে মহম্মদ সামিদের জন্য বড় পরীক্ষা। জসপ্রীত বুমরাহর অভাব পূরণের পাশে বল হাতে সামি কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর থাকবে দুনিয়ার। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে মোট পাঁচজন স্পিনারকে রাখা হয়েছে। স্পিনই কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের মূল শক্তি হতে চলেছে? এমন প্রশ্নের জবাব খোঁজার পালাও চলবে।

সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদের জন্যও রয়েছে পরীক্ষা। বিশেষ করে অধিনায়ক রোহিত ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে অগ্নিপরীক্ষার। হিটম্যান তবু ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের একটি ম্যাচে শতরান করেছিলেন। কোহলির ব্যাটে দীর্ঘসময় রান নেই। রো-কো জুটির পাশে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্যও অগ্নিপরীক্ষার মঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। ভারত যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ব্যর্থ হয়, তাহলে রোহিত-বিরাটদের পাশে কোচ গম্ভীরের সিংহাসন ধরেও টানাটানি শুরু হবে। সাফল্যের লক্ষ্যে রোহিত-বিরাটদের গত সন্ধ্যার ভারতীয় দলের অনুশীলনে বাঁহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান ও পাকিস্তানের শাহিন শা আফ্রিদিদের জন্য বিশেষ মহড়া সেরেছেন রোহিতরা। চাপে থাকা আবহের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য একমাত্র সুখবর হল, ঋষভ পন্থের অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠা।

যদিও সেখানেও অশান্তির আঁচ রয়েছে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে সুযোগ না পাওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় দলের প্রথম একাদশেও ঋষভ পন্থের থাকার সম্ভাবনা কম। নিয়মিতভাবে সাজঘরে বসে থাকার বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নিতে পারছেন না ঋষভ। কোচ গম্ভীরের সঙ্গে ঋষভের এই ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে বলে খবর। যদিও টিম ইন্ডিয়ার তরফে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি এখনও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতার আগে দলের অন্দরের এমন কোন্দল সামনে আসুক, চাইছেন না কেউই। কিন্তু তারপরও থেমে নেই বিতর্কের আঁচ।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে ফোটোসেশনে রোহিত শর্মা। জার্সিতে রয়েছে আয়োজক পাকিস্তানের নাম।

পিতৃবিয়োগ, দেশে ফিরলেন মরকেল

ওই দুইটি ছক্কা নিয়ে কখনও আমার উদ্দেশে উলটোপালটা মন্তব্য, কটাক্ষ করেনি বিরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা বেরিয়েছে, সব ভুলভাল খবর। প্রত্যেকেই বিরাটকে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই ভালো।

-হ্যারিস রউফ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

বিরাট-বন্দনায় রউফ

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ২৩ অক্টোবর ২০২২।

মেলবোর্ন। বিরাট কোহলির অপরাজিত ৮২ রানের ক্লাসিক ইনিংসের সামনে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করেছিল পাকিস্তান। ১৯তম ওভারের শেষ দুই বলে ম্যাচের রং বদলে দেওয়া হ্যারিস রউফকে মারা বিরাট কোহলির জোড়া ছক্কা আজও আলোচিত। মাঝে গঙ্গা-সিন্ধু দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও যে বিরাট-ভূত তাড়া করে পাক পেসার রউফকে।

সামনে আরও একটা বিরাট যুদ্ধ। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পুরোনো সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সুযোগ রউফের সামনে। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা পাক পেসারও ইতিহাসের চাকাটা ঘোরাতে বদ্ধপরিকর। তবে মহারণের আগে শত্রুতা নয়, বরং বিরাট-বন্দনায় মাতলেন হ্যারিস রউফ। জানালেন, সেদিন জোড়া ছক্কা হাঁকালেও তাঁর সম্পর্কে একটা খারাপ, আক্রমণাত্মক কথা কখনও বলেনি বিরাট।

পুরোনো স্মৃতি উসকে নিয়ে হ্যারিস বলেছেন, 'ওই দুইটি ছক্কা নিয়ে কখনও আমার উদ্দেশে উলটোপালটা মন্তব্য, কটাক্ষ করেনি বিরাট। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা বেরিয়েছে, সব ভুলভাল খবর। প্রত্যেকেই বিরাটকে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই ভালো।'

রউফের যুক্তি, বিরাটের মতো ব্যাটারকে সামলানো বোলারদের জন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ। তাঁর ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে মাত্র। তবে চ্যালেঞ্জটা তিনি পছন্দ করেন, সেটা বলতে ভুললেন না। এবার বিরাটকে জবাব ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। রবিবাসরীয় মেগা দ্বৈরথের প্রসঙ্গ টেনে রউফের সংযোজন, 'রবিবার দুবাইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ। একঝাঁক চ্যালেঞ্জ থাকবে। আমি যে চ্যালেঞ্জ উপভোগ করি। প্রস্তুতও। বিরাট প্রসঙ্গে বলব, ওর বিরুদ্ধে বোলিংয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, অনেক কিছু শেখা যায়।'

সাইড-স্ট্রেনের ধাক্কা কাটিয়ে ম্যাচ ফিট বলেও দাবি করছেন। জানালেন, বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্যও প্রস্তুত। ৩১ বছরের রউফ বলেছেন, 'ট্রেনিং সেশনে পুরো গতিতেই বল করছি। বুধবারের ম্যাচের আগে যা স্বস্তি দিচ্ছে। নিজের ফিটনেস, প্রস্তুতি নিয়ে আমি খুশি। তবে নিউজিল্যান্ড ম্যাচে খেলব কি না, সেটা নির্ভর করবে টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর।'

পাকিস্তানের স্পিন আক্রমণ নিয়ে প্রাক্তনদের অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও রউফের দাবি, খুশদিল শা, সলমন আলি আঘা রয়েছেন, যাঁরা প্রস্তুত স্পিন বিভাগের দায়িত্ব যথাযথভাবে সামলানোর জন্য। একজন স্পিনার নেওয়া হয়েছে বলে যা রটানো হচ্ছে, তা ঠিক নয়। দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর বসছে। রউফ আত্মবিশ্বাসী, ট্রফি ধরে রাখতে পারবেন তাঁরা।

এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি মহসিন নকভি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করেছেন। পিসিবি'র আর্থিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে তাঁর জন্য বরাদ্দ ৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রিমিয়াম টিকিট ছেড়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের জন্য ওই ৩০ আসনের ভিআইপি বক্সের তাঁর প্রয়োজন নেই। ভিআইপি বক্সের টিকিট বিক্রি করে সমর্থকদের সঙ্গে বসেই খেলা দেখবেন। নিজের যে সিদ্ধান্তের কথা আইসিসি এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েও দিয়েছেন।

ভিআইপি বক্সে বসবেন না নকভি

নিউজিল্যান্ড ম্যাচের জন্য বোলিং অনুশীলনে পাকিস্তানের পেসার হ্যারিস রউফ। মঙ্গলবার।

মনুর কোচ থাকছেন যশপালই

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভারতের জাতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি যশপাল রানাকে হাই পারফরমেন্সের প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এরপরই তিনি মনু ভাকেরের কোচের পদে বহাল থাকবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। যদিও মনু নিজেই জানিয়ে দিলেন, তাঁর কোচ হিসাবেও কাজ চালিয়ে যাবেন যশপাল।

এশিয়ান গেমসে চারবারের সোনাজয়ী শুটার যশপাল রানা। তাঁর প্রশিক্ষণেই প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতেছেন মনু। ইতিহাস তৈরি করেছেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ও মিক্সড টিম বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন। তারপর থেকে মনুকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, কোচ যশপালকে ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। এদিন আরও একবার বলেন, 'আমার কাছে যশপাল রানা দুর্দান্ত একজন প্রশিক্ষক। আমি এটুকুই বলতে পারি, উনি অন্য কোথাও কোচিং করালেও আমার কোচ হিসাবেও থাকবেন।'

চাপে মুম্বই

নাগপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির খেতাব রক্ষার অভিযানে চাপে পড়ে গেল টুর্নামেন্টের সফলতম দল মুম্বই। বিদর্ভের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মঙ্গলবার দ্বিতীয়দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ১৮৮/৭। ক্রিজে তনুশ কোটিয়ান (৫)। এর আগে ৩০৮/৫ স্কোর থেকে শুরু করে এদিন বিদর্ভ প্রথম ইনিংসে ৩৮৩ রানে অল আউট হয়। যশ রাঠোর ৫৪ রান করেন। শিবম দুবে ৪৯ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন রয়স্টন ডায়াস (৪৮/২) ও শামস মুলানি (৬২/২)।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মুম্বইয়ের শিবম দুবে। মঙ্গলবার।

গুজরাটের বিরুদ্ধে অন্য সেমিফাইনালে চালকের আসনে কেরল। দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪১৮/৭। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের (১৪৯) শতরানের সুবাদে কেরল চারশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায়।

অন্য 'পরীক্ষা' আয়োজক পাক বোর্ডের

পাক-কিউয়ি দ্বৈরথে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : তিন দশকের অপেক্ষা পাকিস্তানের। ক্রিকেট বিশ্বের প্রতীক্ষা সেখানে বছর আটেকের। আগামীকাল করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যে অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে ২০১৭ সালের পর প্রত্যাবর্তন হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। শেষবার ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। তারপর ঠান্ডা ঘরে।

আগামীকাল মেগা ইভেন্টের ঢাকে কাঠি পড়ার হাত ধরে ১৯৯৬ সালের (ওডিআই বিশ্বকাপ) পর পাকিস্তানে বসছে কোনও আইসিসি'র আসর। পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির কথায়, এটা শুধু একটা টুর্নামেন্ট বা কয়েকটা ম্যাচ আয়োজন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আরও অনেক কিছু।

প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান তথা পাক অধিনায়ক রামিজ রাজার মুখে তারই প্রতিধ্বনি। জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনে পাকিস্তান সম্পর্কে বাকি ক্রিকেট বিশ্বের আস্থা অর্জনের সুযোগ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে ঘিরে। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হবে সুযোগের সদ্ব্যবহারে।

অতিথি দল, আগত তাদের হাজারো সমর্থকদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি পাক প্রশাসনের তরফে। কাল থেকে সেই পরীক্ষা শুরু পিসিবি, পাকিস্তান সরকারেরও। তবে পারদ চড়িয়ে দিতে বাইশ গজে মহম্মদ রিজওয়ান ব্রিগেডের পারফরমেন্স এক্স ফ্যাক্টর। আগামীকাল যে লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** করাচি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

দীর্ঘদিন পর দেশে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট। গোটা দেশ মুখিয়ে রয়েছে। উত্তেজনা অনুভব করছি আমরাও। ২০১৭ সালের স্মৃতি উঁকি মারছে। ফখরের সঙ্গে জুটি, হাসান আলির দুরন্ত বোলিং চোখের সামনে ভাসছে।

বাবর আজম

ব্ল্যাক ক্যাপসদের অন্যতম ফেভারিট ধরা হচ্ছে। প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে গত সপ্তাহে রিজওয়ানদের ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হারিয়েছে তারা। কিউয়িদের 'অলরাউন্ড' ক্রিকেট প্রতিপক্ষ দলগুলির জন্য নিঃসন্দেহে বড় বাধা। ২৩ তারিখ ভারত ম্যাচের মহারণের প্রাক্কালে যে কিউয়ি হার্ডল সফলভাবে অতিক্রমের চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের সামনে।

ত্রিদেশীয় ফাইনাল হারের মঞ্চ করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই পালটা দেওয়ার মেজাজে পাক ব্রিগেড। তবে বাবর আজমের ফর্ম চিন্তায় রাখছে। রিজওয়ান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেও ব্যাটিং চিন্তার জায়গা। হাল ফেরাতে বাবরের ছন্দে থাকা জরুরি।

গত তিন ম্যাচে ব্যর্থ বাবর ফের ওপেন করবেন। অধিনায়ক রিজওয়ান বলেছেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের জন্য যা ঠিক, সেটাই করা হবে। সেদিক থেকে বাবর ওপেন করবে। ও নিজেও এই দায়িত্বে খুশি এবং চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক।' অর্থাৎ, ফখর জামানের সঙ্গে শুরুতে বাবর। ২০১৭ সালের ফাইনালে ভারত-বধে ১১৪ করেছিলেন ফখর। বাবর ৪৬ করেন। আগামীকাল জুটি বেঁধে ম্যাট হেনরি-জেকব ডাফি-উইল ও'রৌরকেদের নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

নয়া অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ভক্তদের আশ্বস্ত করছেন বাবর। কোনও চাপ নেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। পাশাপাশি গত কয়েকটি আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ধারাবাহিক ব্যর্থতাকেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ব্যর্থতা ঝেড়ে আপাতত লক্ষ্য মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অক্সিজেন জোগাচ্ছে ২০১৭ সালের ফাইনালের স্বপ্নপূরণের ম্যাচ। বাবর বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর দেশে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট। গোটা দেশ মুখিয়ে রয়েছে। উত্তেজনা অনুভব করছি আমরাও। ২০১৭-র স্মৃতি উঁকি মারছে। ফখরের সঙ্গে জুটি, হাসান আলির দুরন্ত বোলিং চোখের সামনে ভাসছে।'

গত সপ্তাহে ত্রিদেশীয় ফাইনালে পাক ব্যাটিংকে প্রায় একার হাতে ধসিয়ে দিয়েছিলেন ও'রৌরকে। অ্যাসিড টেস্টের সেখানেই শেষ নয়। মাঝের ওভারে স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েলের স্পিন ব্রিগেড। মিডল অর্ডারে যা সামলানোর দায়িত্ব রিজওয়ান, কামরান গুলাম, সাউদ শকিল, সলমান আলি আঘাদের ওপর।

অপরদিকে, শাহিন শা আফ্রিদি, নাসিম শা, আবরার আহমেদদের জন্য কাঁটা ছন্দে থাকা টম ল্যাথাম, ডেভন কনওয়ে, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেলরা। ধারাবাহিকতার সমস্যা ঝেড়ে আফ্রিদিকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। তবে চোটের জন্য অভিজ্ঞ হ্যারিস রউফকে পাওয়া নিয়ে সংশয় থাকছে।

নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের প্রস্তুতিতে পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। মঙ্গলবার করাচিতে। ছবি : এএফপি

কিউয়ি শিবিরেও চোট-আঘাতের ধাক্কা। রাচিন রবীন্দ্রকে (ত্রিদেশীয়তে ফিল্ডিংয়ের সময় বলের আঘাত লাগে মুখে) প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে কি না বলা যাচ্ছে না। এর মধ্যে পায়ের চোটে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা পেসার লকি ফার্গুসন। বদলি হিসেবে দীর্ঘকায় পেস-অলরাউন্ডার কাইল জেমিসন ডাক পেয়েছেন।

কোচ গ্যারি স্টিড জানান, লকিকে হারানো দলের জন্য ধাক্কা। তবে জেমিসনকে নিয়েও তাঁরা আশাবাদী। দীর্ঘকায় জেমিসনের পিচ থেকে বাউন্স আদায়ের দক্ষতা কাজে লাগবে। মোদ্দা কথা, হাতের সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপানো। শুরুর দ্বৈরথে পাকিস্তান নাকি নিউজিল্যান্ড, কারা রিংটোন সেট করে নিতে সক্ষম হয়, সেটাই দেখার।

সোমবার অনুশীলনে খোশমেজাজে শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজারা।

হর্ষিতকে এক্স ফ্যাক্টর মনে করছেন ধাওয়ান

'বুমরাহকে মিস করবে দল'

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহ নেই।

প্রশ্ন বুমরাহের শূন্যতা পূরণ করবে কে? ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা। পেস ব্রিগেডে মহম্মদ সামি রয়েছেন। আছেন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর অর্শদীপ সিং। যদিও শিখর ধাওয়ান তুরুপের তাস ধরছেন নবাগত হর্ষিত রানাকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক ওডিআই সিরিজে সাফল্য পেয়েছেন। প্রাক্তন ওপেনারের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাফল্যের ধারা বজায় থাকবে।

হর্ষিতের ভয়ডরহীন মানসিকতার প্রশংসায় করে শিখর বলেছেন, 'হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি দারুণ ভারতীয় দলের জন্য। ওর ওপর চোখ রাখতেই হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওর জন্য ব্রেকআউট টুর্নামেন্ট হতে চলেছে বলে আমার ধারণা। ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা দারুণ লাগে। যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পায় না। ইংল্যান্ড সিরিজে আমরা সবাই ওর বোলিং দেখেছি। বেশ ভালো ছন্দে ছিল হর্ষিত। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ভারতের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে।'

ভারতের ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর শিখর অবশ্য মানছেন যথার্থ অর্থে বুমরাহর বিকল্প পাওয়া মুশকিল। অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন, নিখুঁত লাইন লেংথ, চাপের মুখে নার্ভ ধরে রাখা, সবমিলিয়ে বুমরাহ সবার থেকে আলাদা। শিখর বলেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা। নিশ্চিতভাবে ওকে মিস করবে দল। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা বোলার। ওর নিখুঁত বোলিংয়ের বিকল্প পাওয়া অসম্ভব।'

ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে কোনওরকম সংশয় নেই। শিখর ধাওয়ানের মতে, ব্যাটিং, বোলিং, তারুণ্য, অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে দলের ভারসাম্য বেশ ভালো। শুভমান গিলের ধারাবাহিকতা যেমন সম্পদ, তেমনই আশা দেখাচ্ছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির রানে ফেরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের পারফরমেন্সে সেই দক্ষতার প্রতিফলন ঘটেছে। বুধবার শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অন্যতম সেরা দল ভারত। রোহিত শর্মা ব্রিগেডকে থামানো সহজ হবে না।

হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি দারুণ ভারতীয় দলের জন্য। ওর ওপর চোখ রাখতেই হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওর জন্য ব্রেকআউট টুর্নামেন্ট হতে চলেছে বলে আমার ধারণা। ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা দারুণ লাগে।

শিখর ধাওয়ান

এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলবেন শার্দূল

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কলকাতায় বসে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ম্যাচের মাঝে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শার্দূল ঠাকুর ইংল্যান্ডে কাউন্টি খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। আজ তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ হল। আগামী এপ্রিল, মে মাসে এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি। এসেক্সের সঙ্গে চুক্তির পর আজ শার্দূল বলেছেন, 'এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। অতীতে কখনও কাউন্টি খেলিনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে আমার কাছে। নিজের ক্রিকেট স্কিলকে আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম।'

এসেক্সের হয়ে কাউন্টি খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। অতীতে কখনও কাউন্টি খেলিনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে আমার কাছে। নিজের ক্রিকেট স্কিলকে আরও ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলাম।

শার্দূল ঠাকুর

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন তিনি। মাঠে ফেরার পর মুম্বইয়ের হয়ে নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। পারফর্মও করছেন। কিন্তু তারপরও আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে দল পাননি তিনি। নিলামে অবিক্রিত থাকা শার্দূল তাই জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে বিলেতে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। আগামী জুন-জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। পাঁচ টেস্টের সিরিজে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী শার্দূল। তাই আইপিএল নিলামে অবিক্রিত থাকার পর মুম্বইয়ে বসে না থেকে কাউন্টি খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ৩৩ বছরের ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দূল এসেক্সের হয়ে কাউন্টি মরশুমের শুরুর প্রায় সব ম্যাচই খেলবেন বলে খবর।

সিনার-কাণ্ডে জকোভিচের তোপে ওয়াডা

দোহা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এক নম্বর টেনিস তারকা জানিক সিনারের শরীরের নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়ার জন্য তাঁকে তিন মাসের জন্য নির্বাসিত করেছে বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা (ওয়াডা)। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে একেবারেই খুশি নন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচ। এটিপি কাতার ওপেন খেলার ফাঁকে ওয়াডার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে মহিলা এবং পুরুষ টেনিস প্লেয়ারদের মধ্যে ওয়াডার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সাজঘরে অনেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছি। পুরো বিষয়টি (সিনারের ডোপিং মামলা) যেভাবে সামলানো হয়েছে তাতে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই খুশি নয়। এটা টেনিসের জন্য একদমই ভালো বিজ্ঞাপন না।'

জকোভিচ আরও বলেছেন, 'পুরো ঘটনা দেখে এটাই মনে হবে যে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় হলে এবং ভালো উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওয়াডার যে কোনও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা যেতে পারে। বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই মনে করছেন এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হয়নি।'

সিনারের দাবি আঙুলের কেটে যাওয়া ক্ষত সারাতে তাঁর ফিজিও যে স্প্রে ব্যবহার করেন সেখান থেকেই নিষিদ্ধ দ্রব্য ক্লোস্টেবল শরীরে প্রবেশ করে। সেই দাবি মেনেই ওয়াডা মাত্র তিন মাসের নির্বাসনে পাঠিয়েছে সিনারকে।

রুডিগার, আলাবা ফেরায় আরও শক্তিশালী রিয়াল

সিটির সুযোগ এক শতাংশ বলছেন পেপ

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার।

মাদ্রিদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফ পর্বের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে বুধবার রাতে মুখোমুখি হতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রথম লেগে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল রিয়াল। অতিরিক্ত সময়ে গোল করে নায়ক হন জুডে বেলিংহাম। তবে লা লিগায় পরের ম্যাচেই ইংরেজ তারকা লাল কার্ড দেখে বিতর্কে জড়ান। সেই ম্যাচে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ১-১ ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লস ব্লাঙ্কোসদের।

তবে সিটি ম্যাচের আগে স্বস্তিতে রিয়াল শিবির। চোট সারিয়ে স্কোয়াডে ফিরেছেন দুই ডিফেন্ডার অ্যান্টোনিও রুডিগার ও ডেভিড আলাবা। তাই দল নির্বাচন এবার মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। শেষ তিন ম্যাচে তিনি রাইট ব্যাকে খেলিয়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দেকে। পাশে দুই সেন্টার ব্যাক অরলিয়েন চৌয়ামেনি এবং রাউল আসেন্সিও। সিটি ম্যাচেও এঁরাই ছিলেন ডিফেন্সে। ফলে আন্সেলোত্তি উইনিং কম্বিনেশন অটুট রাখবেন নাকি সুস্থ রুডিগারকে নামাবেন সেটাই দেখার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'সেন্টার ব্যাকে রুডিগার ও আসেন্সিও নামতে পারে। সেক্ষেত্রে চৌয়ামেনি মাঝমাঠে আসতে পারি। দেখা যাক কী হয়।' অন্যদিকে, রিয়াল অধিনায়ক ভালভের্দের মতে ঘরের মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে সমর্থকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর কথায়, 'জয়ের লক্ষ্যে ফুটবলার ও সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবে প্রথম লেগে জয়ের ফলে কিছুটা স্বস্তিতে থাকব আমরা।'

অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৪-০ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে উড়িয়ে দেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলা মন্তব্য করেছিলেন, 'বার্নাব্যুতে রিয়ালের বিরুদ্ধে আমাদের সুযোগ ১%।' সিটি কোচের দাবি উড়িয়ে আন্সেলোত্তির উত্তর, 'আমরা কিছুটা এগিয়ে শুরু করব ঠিকই তবে আমার মনে হয় না আমাদের ৯৯% সুযোগ রয়েছে।' বুধবার রাতে রিয়ালের বিপক্ষে ১ গোল করলেই কনিষ্ঠতম হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৫০ গোলের নজির গড়বেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম স্পোর্টিং লিসবন
রাত ১১.১৫ মিনিট

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম ব্রেস্ট
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম জুভেন্তাস
রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

মনবীর-আশিসরা কাল থেকে প্রস্তুতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মনবীর সিংকে নিয়ে খানিকটা স্বস্তি সবুজ-মেরুন শিবিরে।

আগের কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে চোট পান দলের এই নির্ভরযোগ্য উইং হাফ। তাঁকে দেখা যায়, দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়তে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা ছিল। কলকাতায় ফেরার পরই তড়িঘড়ি স্ক্যান করানো হয়। এদিন সেই স্ক্যানের রিপোর্ট আসার পরই খানিক স্বস্তি মেলে দলের অন্দরে। অনুশীলন না করলেও এদিন রিহ্যাব করেন মনবীর। সঙ্গে ছিলেন আশিস রাইও। তবে দুজনেই নাকি বুধবারও হালকা দৌড়বেন। তারপর বৃহস্পতিবার থেকে দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দেবেন। তবে কোচ শেষপর্যন্ত এই দুজনকে ব্যবহার করবেন কিনা সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এদিনও অনুশীলনে আসেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর ওডিশা এফসি'র বিপক্ষে খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। বাকি সকলেই খেলার জন্য তৈরি বলে সূত্রের খবর। এদিন গোটা দলের সঙ্গে পুরো সময় অনুশীলন করেন অনিরুদ্ধ থাপা। যদিও কোচিতে যাঁরা খেলেছেন তাঁরা বেশিরভাগ সময়টা রিকভারিতেই কাটালেন। বাকিদের নিয়ে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সিচুয়েশন অনুশীলন করান।

এদিকে, এক ম্যাচ বেশি খেলে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার পরও চ্যাম্পিয়নশীপ শব্দটাতেই আপত্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। কোচ-ফুটবলাররা তো বটেই, এমনকি সাপোর্ট স্টাফ বা কর্তারাও এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে রে রে করে আসছেন। সকলেরই বক্তব্য, 'যাঁরা মনে করছেন আমরা হাসতে হাসতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব, তাঁরা বোকামি করছেন। ওডিশা ওইদিন একটা শেষ চেষ্টা করবে সুপার সিক্সে যাওয়ার। তাই ম্যাচটা মোটেই সহজ হবে না। আর সেদিন না হলে পরের ম্যাচটাই মুম্বই সিটি এফসি'র বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ। ফলে এখনও সবকিছু অনেকদূর।' তাঁরা এমনকি গত মরশুমের উদাহরণও দিচ্ছেন। যেখানে মুম্বইয়ের দরকার ছিল একটা ড্র, সেখানে মোহনবাগান ঘরের মাঠে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। তাই এখনই চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনা ফুটবলারদের মাথাতেই আনতে দিতে নারাজ মোলিনা। দলের সঙ্গে থাকা এক কর্মীর বক্তব্য, 'ফুটবলারদের মধ্যে আত্মতুষ্টি এসে গেলে বিপদ হতে পারে বলেই কোচ কড়া শাসনে রাখতে চাইছেন। কোনওরকম চ্যাম্পিয়নশিপের কথাই এখন আলোচনা করা মানা দলের অন্দরে।'

প্রথম দিন থেকে তিনি যে রকম লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন ফুটবলারদের সামনে, সেই ধারাই বজায় রাখতে চান এই শেষ পর্যায়ে এসেও। আপাতত গোটা দলের তাই একমাত্র লক্ষ্য, ঘরের মাঠে ওডিশার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়া। তারপরের জন্য তুলে রাখা হয়েছে যাবতীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে ঢুকছেন লিস্টন কোলাসো।

খেলাই আলাপের সূত্র নীরজ-হিমানীর

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ১৬ জানুয়ারি চার হাত এক হয়েছে গোপনেই। তার আগে সমাজমাধ্যমে না কোনও ছবি, না কখনও ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছেন নীরজ চোপড়া ও হিমানী। প্রায় এক মাস পর এক সাক্ষাৎকারে হিমানীর সঙ্গে আলাপ থেকে বিয়ে-সবকিছু নিয়েই কথা বলেছেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

নীরজ জানান, হিমানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও খেলাকে সামনে রেখেই। বলেছেন, 'আমাদের দুই পরিবারই খেলার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রেই আলাপ। ওর বাবা, মা কাবাডি খেলতেন। ওর দাদারা বক্সার, কুস্তিগির। হিমানী নিজেও টেনিস খেলত। কিন্তু চোটের জন্য খেলা ছাড়তে হয়। প্রথম দিকে আমাদের কথাও হত খেলা নিয়েই। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি আমরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছি।' গোপনে বিয়ের কারণ বলতে গিয়ে নীরজ বলেছেন, 'শুধুমাত্র পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা সবটা জানত। আসলে আমি মরশুম শুরুর আগে প্রস্তুতিতে ফিরতে চেয়েছিলাম। বড় করে অনুষ্ঠান হলে তা সম্ভব হত না। তবে পরে বড় করে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

হর্ষিতকে এক্স ফ্যাক্টর মনে করছেন ধাওয়ান
-খবর এগারোর পাতায়

২২১ দিন পর ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সাত মাসেরও বেশি। অঙ্কের হিসাবে ২২১ দিন পর কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারাল ইস্টবেঙ্গল।

সবুজ-মেরুনের কাছে লাগাতার হারে বড় ম্যাচে জয়ের স্বাদটাই যেন ভুলতে বসেছিল লাল-হলুদ। তাই বোধহয় মঙ্গলবার ডেভেলপমেন্ট লিগে ডার্বি জয়ের পর লাল-হলুদের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশিই ছিল। শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিনো জর্জ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লাল-হলুদ জনতা। ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগানকে। এদিন অবশ্য ম্যাচ শুরুর মিনিট দশেকের মধ্যেই পেনাল্টি পায় সবুজ-মেরুন। যদিও সেরটো কমের দুর্বল শট সহজেই রুখে দেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক গৌরব সাউ। ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায় ৩৪ মিনিটে। বাগান রক্ষণের জাল ছিঁড়ে বল জালে জড়ান আরমোল এমকে।

এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের সুযোগ পায় দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। তবে পাসাং দোরজি তামাংয়ের সেন্টার ফাঁকায় পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হল সেরটো। তাঁর শট বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। ৭১ মিনিট নাগাদ বক্সের সামনে টংসিন সিংয়ের থেকে বল কার্যত ছিনিয়ে নেন অনন্থু। সেই বল পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান শ্যামল বেসরা। ৭৬ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে পাসাং একটি গোল শোধ করেন। ম্যাচ যত শেষদিকে এগোল সবুজ-মেরুন চাপ বাড়াল। যদিও গোল হল না।

ডার্বি জিতে উল্লাস ইস্টবেঙ্গলের।

এখন বাকি সব ম্যাচ জিততে চান মহেশরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এখনও প্লে-অফে যাওয়ার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে, নিজেরা বাকি ম্যাচগুলো জিতে সেটাই শেষপর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চান নাওরেম মহেশ সিং-প্রভসুখান সিং গিলরা।

লাল-হলুদ শিবিরে স্বস্তি জিকসন সিংয়ের অনুশীলনে নামা। চোট সারিয়ে তিনি এদিন থেকেই মাঠে নামেন। আগামী ২২ তারিখ পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে তাঁকে মাঠে নামানোর চেষ্টা যে অস্কার ব্রুজোঁ করবেন, সেটা স্পষ্ট। তবে রিচার্ড সেলিস এদিনও অনুশীলনে ছিলেন না। তাঁর কী অবস্থা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এত সবকিছুর মধ্যে মহেশ ফর্মে ফেরায় খুশি সতীর্থ থেকে সমর্থক সকলেই। হঠাৎই ফর্ম হারান এই মণিপুরি। গোল পাওয়া বা অ্যাসিস্ট করা, কোনওটাই পারছিলেন না। তিনি নিজেই জানান এর কারণ, 'এখন আমাকে দলের প্রয়োজনে বেশিরভাগ সময়েই মাঝমাঠে খেলতে হয়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে খানিকক্ষণ উইংয়ে খেললাম বলেই গোলটা পেলাম।' খুব সামান্য হলেও শেষ ছয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা তাঁদের আছে, সেটাকে কাজে লাগাতে চান মহেশ। তাঁর বক্তব্য, 'প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও আমাদের আছে। তবে পুরোটাই তো হাতে নেই। কিন্তু নিজেদের কাজটা আমরা করব। বাকি সব ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিয়ে জেতার চেষ্টা করব। তবে শুরুর দিকে থাকা দলগুলি পয়েন্ট না খোয়ালে আমাদের পক্ষে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে। তবু শেষ চেষ্টা একটা করতেই হবে।' দলের এক নম্বর গোলরক্ষক গিলও বলেছেন, 'মহমেডান ম্যাচের জয়টা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন সব ম্যাচ আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।'

তাঁরা যাই বলুন না কেন, মহেশ-গিলরা নিজেরাও জানেন, প্লে-অফে তাঁদের যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেইয়ের সমান। তাই এই ম্যাচগুলি ভালো খেলে আসন্ন এএফসির প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলাররা।

বার্সেলোনাকে জেতানোর পর রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

শীর্ষে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : বার্সেলোনার সামনে সুযোগটা এনে দিয়েছিল মাদ্রিদের দুই দল। অঙ্কটা এরকমই ছিল যে, রায়ো ভায়োকানোকে হারাতে পারলেই লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করবে কাতালান জায়েন্টরা। ভারতীয় সময় সোমবার রাতে ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেই কাজটা সেরে ফেলল হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

ম্যাচে শুরুর দিকে অবশ্য ভায়োকানোর ফুটবলাররা বেশ চাপেই রেখেছিল বার্সাকে। কাতালান ক্লাবটি গোলের দেখা পায় ২৮ মিনিটে। নিজেদের বক্সে ইনিগো মার্টিনেজকে ফাউল করেন ভায়োকানোর এক ফুটবলার। ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন রেফারি। স্পটকিক থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে ভুল করেননি রবার্ট লেওয়ানডস্কি। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সেলোনা বেশ কিছু সুযোগ পেলেও আর গোল হয়নি।

এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচে অপরাজিত রইল বার্সেলোনা। এর আগে পর্যন্ত ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। দুইয়ে থাকা অ্যাটলেটিকোর সংগ্রহ ৫০ পয়েন্ট। ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচের আগে তিন নম্বরে ছিল বার্সেলোনা। এদিন জেতায় পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে রিয়ালকে টপকে গেল বার্সেলোনা।

পদত্যাগ করিনি : মেরি কম

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার এমসি মেরি কম জানালেন তিনি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাথলিটদের কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দেননি। অভিযোগ তাঁর বক্তব্যের 'ভুল ব্যাখ্যা' হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি ইস্তফা দিইনি। সম্পূর্ণ মেয়াদকাল শেষ করব।'

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। জাতীয় গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে এসেছিলেন মণিপুরের তারকা। তাঁর জন্য বরাদ্দ হোটেলের অব্যবস্থা নিয়ে অখুশি ছিলেন তিনি। মেরির কথায়, 'কমিশনের অন্য সদস্যদের বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে ইস্তফা দিতে বাধ্য হব। ইস্তফা দিয়েছি এমনটা বলিনি। অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সমস্ত অধিকার আমার রয়েছে। তার মানে এটা নয় যে আমি ইস্তফা দিয়েছি।'

একই সঙ্গে কমিশনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে যেভাবে মেসেজ ফাঁস হয়েছে তা নিয়েও নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মেরি। তাঁর কথায়, 'ক্রীড়ামন্ত্রক এবং অলিম্পিক সংস্থাকে অনুরোধ জানাব যে বা যাঁরা মেসেজ ফাঁস করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। যখনই কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করি তখনই লোকে ভুল বোঝে। কিন্তু সতীর্থ অ্যাথলিটদের সঙ্গে এমন হয় না।'

হজ করতে মক্কায় মহম্মদ সিরাজ। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

Tender Notice
Tenderers are invited by undersigned for eNIT No- 19/15th FC/MGP/2024-2025, Date: -18-02-2025, eNIT No- 20/15th FC/MGP/2024-2025, Date: -18-02-2025, eNIT No- 21/5th SFC/MGP/2024-2025, Date: -18-02-2025. Last Date of Dropping – 28/02/2025, 18:00 hours. The details may be downloaded from the website i.e- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Majherdabri Gram Panchayat

TENDER
Sealed Tenders are invited vide e-NIT no-08/ENIT/SAL-II/24-25, and 09/ENIT/SAL-II/24-25, 10/ENIT/SAL-II/24-25, 11/ENIT/SAL-II/24-25 for Diff. civil works under 15th FC & 5th SFC.
Last date is 25/02/2025. Details in **www.wbtenders.gov.in website.**
Sd/- Pradhan
Salkumar-II G.P

ম্যাচের সেরা পুনম সোনি। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

৩ উইকেট পুনমের

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৮৯ রানে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে দাদাভাই টসে জিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে। শ্রাবণী পাল ৫৪ রান করেন। শিখা সরকার ২৬ রানে নেন ২ উইকেট।

জবাবে রেইনবো ১৭.৩ ওভারে ৬৪ রানে গুটিয়ে যায়। শিখা সরকার ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা পুনম সোনি ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে জলপাইগুড়ি আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৯ উইকেটে কোকরাঝাড় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। কোকরাঝাড় টসে জিতে ১৪.২ ওভারে ৪৫ রানে অল আউট হয়। রিয়া কাকাতি ১৪ রান করেন। দিয়া নন্দী ৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবেব আরএসএ ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মর্জিনা খাতুন ২৯ রান করেন।

উত্তরের খেলা

মেহেবুবের ৩ উইকেট

তুফানগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সুপার লিগে মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে সিনিয়ার ক্রিকেটার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। টসে জিতে সিনিয়ার ২১.১ ওভারে ৮৪ রানে অলআউট হয়। ১১ রান করেন সায়ন মুখোপাধ্যায়। ম্যাচের সেরা মেহেবুব রহমান ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিবেকানন্দ ১৫.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৫ রান তুলে নেয়। সুকুমার বর্মন ২২ রান করেন। বুধবার খেলবে নিউ প্রগতি সংঘ ও রসিকবিল বড় শালবাড়ি বয়েজ ক্লাব।

জয়ী খড়িবাড়ি

পারডুবি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এসএসবি-র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেড কোয়ার্টারের উদ্যোগে ফুটবল মঙ্গলবার জয়ন্তী চা বাগান সংলগ্ন মাঠে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে খড়িবাড়ি একাদশ ২-১ গোলে রায়ডাক চা বাগানকে হারিয়েছে। অন্য ম্যাচে ময়নাবাড়ি ফুটবল একাদশ ৩-২ গোলে জয়ন্তী চা বাগানের বিরুদ্ধে জয় পায়। বুধবার ফাইনালে খেলবে খড়িবাড়ি ও ময়নাবাড়ি।

রাজ্য দলে সোনাই

বেলাকোবা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নাগপুরে ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি সিনিয়ার ন্যাশনাল সফট বল অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য রাজ্য মহিলা দলে সুযোগ পেয়েছেন বেলাকোবা ইয়ুথ ফুটবল অ্যাকাডেমির সোনাই রায়। অ্যাকাডেমির কোচ শুভ দাস জানিয়েছেন, বুধবার সোনাই কলকাতা রওনা দেবেন।